৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ১০ ভাদ্র – ১৬ ভাদ্র, ১৪২৯ ঃ ২৭ আগস্ট – ২ সেপ্টেম্বর, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 44, 27 August - 2 September, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে

এসে গ্রামে গ্রামে ঘুরছে। এবার তারা বিক্ষোভের মুখে পড়ল পুরুলিয়ার মানবাজার-২ ব্লকের হরিয়ালমাড়ি গ্রামে। সাত মাস ধরে মজুরির টাকা পাচ্ছেন না বলে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। বিডিও আশ্বস্ত করলে শান্ত হয় জনতা।

রবিবার : ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন অলিম্পিকে ভারতীয়

ফুটবল দলের অধিনায়ক ও কিংবদন্তী ফুটবলার বদ্রু (সমর) ব্যানার্জী আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। ৯২ বছর বয়সে করোনা কেড়ে নিল তাঁকে। মাটির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল রাজ্য সরকারের জীবনকৃতি সম্মানে ভূষিত বদ্রু ব্যানার্জীর। বহু ছাত্র তৈরি করেছেন তিনি।

সোমবার : শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলছে কেন্দ্রীয়

তদন্তকারী সংস্থার দাপাদাপি। সেই তদন্তের সূত্র ধরেই তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর হওয়া তিনটে টেটকেই নজরে রেখেছে ইডি। তৃতীয় টেট-এ এখনও নিয়োগ না হলেও নাকি টাকার খেলা হয়েছে সেখানেও।

মঙ্গলবার : কয়লা পাচার কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লিতে

ডেকে পাঠানো পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত আইপিএস অফিসার জ্ঞানবন্ত সিংহ গেলেন না নির্ধারিত দিনে। দিন দশেক আগে নোটিশ হাতে পেলেও তিনি সব নথি প্রস্তুত করতে আরও ১৫ দিন সময় চাইলেন।

বুধবার : কেন্দ্রীয় সমীক্ষায় বছর দুয়েক আগে একশো দিনের কাজ

প্রকল্পে প্রথম হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। সেখানেই এই প্রকল্প রূপায়ণে নানা অনিয়ম খুঁজে পেয়েছে কেন্দ্রীয় পরিদর্শক দল। কোথাও খাতায় কলমে কাজ হলেও বাস্তবে হয়নি, কোথাও লাগানো হয়েছে শিশুশ্রমিক। রিপোর্ট তলব করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার : নিয়োগ তদন্তের দুর্নীতির লেন্সে এবার উত্তরবঙ্গ

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুবীরেশ ভট্টাচার্য। সিবিআই হানা দেয় তাঁর কোয়ার্টারে এবং অফিসে। দফায় দফায় চলে জিজ্ঞাসাবাদ। সুবীরেশের কলকাতার বাড়ি সিল করে দেয় সিবিআই। ইনি একসময় ছিলেন এসএসসির চেয়ারম্যান।

শুক্রবার : প্রাথমিক শিক্ষা

পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা নদিয়ার পলাশি পাড়ার তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যের খোঁজ না পেয়ে এবং মোবাইল সুইচ অফ থাকায় তার বিরুদ্ধে 'লুক আউট' নোটিশ জারী করলো সিবিআই। এর ফলে তিনি রাজ্য বা দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না।

সবজান্তা খবরওয়ালা

দুর্নীতি দমনে চাই মানুষের মহাজোট

ওঙ্কার মিত্র

স্বাধীনতার পর পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন দুর্নীতিবাজদের ল্যাম্প পোস্টে ঝুলিয়ে পেটানো হবে। এমন শাস্তি গণতান্ত্রিক সমাজ সমর্থন না করলেও নেহেরুজী আসলে নবীন স্বাধীন ভারতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটা কড়া বার্তা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নেহেরুজী যখন এসব বলছেন তখন নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে মুচকি হেসেছিলেন এদেশের আমলারা। তাঁরা জানতেন জমিদার-জোতদারদের আমল থেকে দুর্নীতি-স্বজনপোষণের যে বীজ প্রশাসনে মহীরুহ হয়ে শিকড় গজিয়েছে তাকে উৎপাটন করা অত সোজা নয়। বরং রাজারাজরা ও নবাব আমলের দুর্নীতি আর স্বজনপোষণকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে গিয়েছে প্রথমে কোম্পানি ও পরে ব্রিটিশ শাসকরা। আর স্বাধীন ভারতের প্রশাসন যখন ব্রিটিশদের ছাঁচেই গড়া তখন স্বচ্ছ ভারতীয় প্রশাসন সোনার পাথরবাটির মতো বস্তু।

আমলাতন্ত্রের সেই ধারণা যে অমূলক নয় ৭৫ বছরে তার প্রমাণ রেখেছে ভারতবর্ষ। আমলাদের নিয়ন্ত্রণ করার ভার জনপ্রতিনিধিদের উপর দিয়েছিল ভারতীয় গণতন্ত্র। কিন্তু তারা এই নিয়ন্ত্রণের সুযোগে জনগণকে স্বচ্ছ প্রশাসন দেবার বদলে নিজেরাই দুর্নীতি স্বজনপোষণের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়েছেন। ফলে আমলা ও নেতা-মন্ত্রীদের যৌথ অভিযানে একের পর এক দুষ্কর্মের তাণ্ডব চলেছে স্বাধীন ভারতবর্ষে। নেতা, মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধিরা আমলাদের শাসনে রাখবার বদলে নিজেরাই গোছাতে নেমে পড়েছেন খুল্লামখুল্লা। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এক সময় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য প্রশংসিত হয়েছিল। সেটা এখন দুর্নীতি-কাটমানি-স্বজনপোষণের বিকেন্দ্রীকরণের হাতিয়ার। মজুতদারি, কালোবাজারি, ঘুষ দিয়ে অভিযান শুরু করে এখন ইন্টারনেট, বিমান, জাহাজ, অস্ত্রশস্ত্র সবই এখন দুর্নীতির কবলে। ২০০৫ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল দ্বারা পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ৬২ শতাংশের বেশি ভারতীয় কোনো না কোনো সময় একজন সরকারি কর্মকর্তাকে কোনো একটি কাজ করার জন্য ঘুষ দিয়েছেন। ২০০৮

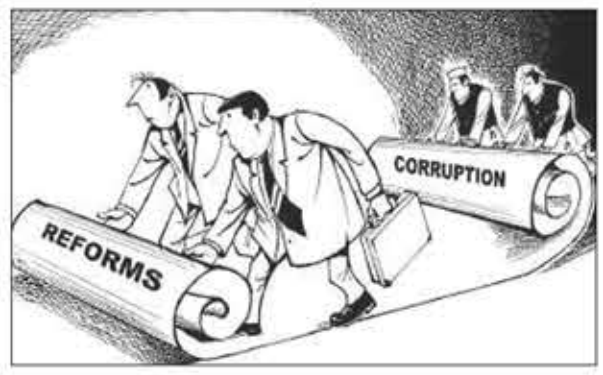

সালের এক সমীক্ষা বলছে ৫০ শতাংশ ভারতীয়দের ঘুষ দেওয়া বা পাবলিক অফিসের পরিষেবাগুলি পাওয়ার জন্য পরিচিতি ব্যবহার করার প্রথম অভিজ্ঞতা রয়েছে। দুর্নীতিবাজ ভারতীয় নাগরিকদের কোটি কোটি টাকা সুইস ব্যাঙ্কে জমা রাখা এখন জলের মত পরিষ্কার। ২০২১ সালের জুলাই মাসে একটি আরটিআই আবেদনের উত্তরে কেন্দ্রীয় কর বোর্ড জানিয়েছে ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত তদন্তের পর ভারতে এবং বিদেশে তাদের দ্বারা ২০০৭৮ কোটি টাকার অঘোষিত সম্পদ রয়েছে। আজকে দেখতে পাওয়া পশ্চিমবঙ্গের দুর্নীতি এই কালো ভারতবর্ষেরই একটা অংশ। ২০২১ সালের দুর্নীতি সূচকে তাই ভারত ১৮০টি দেশের তালিকায় ৮৫ নম্বর স্থানে।

স্বাধীন ভারতবর্ষ দুর্নীতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জনপ্রতিনিধিরাই আবার জন্ম দিয়েছেন একের পর এক গোয়েন্দা সংস্থার। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি), রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং (র), সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই), ন্যাশানাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি (এনআইএ), ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স গ্রিড (ন্যাটগ্রিড), ন্যাশানাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (এনসিআইবি), নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি), ডাইরেক্টর অফ রেভেনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই), পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডিভেলপমেন্ট ব্যুরো (বিপিআর অ্যান্ড ডি) একের পর এক এসেছে সময় সারণী ধরে। আর্থিক তছরুপ অনিয়ম ধরার জন্য ১৯৭৩ সালে ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট (ফেরা) এসেছে, ১৯৭৪ সালে আনা হয়েছে কনজারভেশন অফ ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ স্মাগলিং অ্যাক্টিভিটিস অ্যাক্ট, ১৯৯৯ সালে পাশ হয়েছে ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (ফেমা), ২০০২ সালে লাগু হয়েছে প্রিভেনশন অফ মানি লান্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), বেশ কিছু অর্থনৈতিক অপরাধী বিনা বাধায় দেশ ছাড়ার পর ২০১৮ সালে এসেছে ফাগিটিভ ইকনমিক অফেন্ডারস অ্যাক্ট (এফইওএ)। শেষোক্ত এই পাঁচটি আইনকে এক সুতোয় গেঁথে অর্থ দফতরের অধীনে তৈরি হয়েছে একটি মালা যার নাম এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট বা ইডি। যারা ধরেছে পার্থ-অর্পিতাকে, নিতে চাইছে অনুব্রতকে। এ বড় কঠিন বন্ধন, একবার কেউ এর ফাঁসে আটকালে বেরোনো মুশকিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

শিশু বিক্রি চক্রের হদিশ

সুভাষ চন্দ্র দাশ

ক্যানিংয়ের তালদি এলাকায় এক শিশু বিক্রি চক্রের হদিশ পেলো ক্যানিং থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে সদ্যজাত এক শিশুকন্যাকে উদ্ধার করেছে অপর দুজনের বাড়ি জীবনতলা থানার নাগোরতলা এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে তালদির জনকল্যাণ মোড়ের বাসিন্দা রমেন্দ্র নাথ নস্কর আগে চিটফান্ডের এজেন্ট ছিলেন। চিটফান্ড পর্ব চুকে যাওয়া বছর চার

আগে আরএইচসিপি ডিগ্রী নিয়ে জনকল্যাণ মোড়ে একটি চেম্বার খুলে চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এলাকাবাসীদের অভিযোগ চেম্বারের আড়ালে মদের রমরমা আসর বসায় ওই চিকিৎসক। সেই ঘটনা নিয়ে এলাকার মানুষজন অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। এমন কি কয়েকবার ওই হাতুড়ে চিকিৎসকের চেম্বারে তালা মেরে দিয়েছিল এলাকাবাসীরা এমনটাই দাবি।

বুধবার দুপুর নাগাদ এক গর্ভবতী মহিলা হাজির হয় ওই চিকিৎসকের চেম্বারে। ক্যানিং থানার পুলিশ। অন্যদিকে ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চিকিসক দম্পতি রমেন্দ্র নাথ নস্কর, নিলীমা নস্কর, ক্রেতা গৌতম সাহা ও তার স্ত্রী মুক্ত সাহা সহ মাখন রায় ও কল্পনা রায় মন্ডল নামে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হয়েছে। অন্যদিকে সদ্যজাত শিশুকন্যা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিসাধীন রয়েছে।ধৃত চিকিৎসক দম্পতি ও ক্রেতা দম্পতির বাড়ি ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের জনকল্যাণ মোড় এলাকায়। ধৃত

এরপর পাঁচের পাতায়

মৃত্যু ফাঁদ বজবজ ট্রাঙ্ক রোডে

কুনাল মালিক

দক্ষিণ শহরতলির জিনজিরা বাজার থেকে বাটার মোড় পর্যন্ত সম্প্রীতি ব্রিজের নিচে বেহাল বজবজ ট্রাঙ্ক রোড কার্যতঃ মৃত্যু ফাঁদে পরিণত হয়েছে। সম্প্রীতি ব্রিজ তো অভিশপ্ত ব্রিজ হিসাবে খ্যাতি পেয়েছে। ব্রিজ হওয়ার পর থেকে নানা দুর্ঘটনায় প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়েছে এই সম্প্রীতি ব্রিজে। অনেক নিত্যযাত্রী ভয়ে সম্প্রীতি ব্রিজ না ব্যবহার করে নীচের বজবজ ট্রাঙ্ক রোড ধরে যাতায়াত করেন। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে এই রাস্তা সংস্কার না হওয়ায়, বর্তমানে চরম দুর্গতি হচ্ছে মানুষের। এই পথে অটো, টোটো, বাস, লরি, ট্রাঙ্ক যাতায়াত করে। মাল পরিবহনের পাশাপাশি, বিভিন্ন যানবাহন ও বাইকে মানুষ চলাচল করে। বর্ষার সময় এই রোড আরও মারাত্মক হয়ে উঠেছে। এক এক জায়গায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। কোথাও কোথাও এক হাঁটু জল জমে আছে। হেলতে দুলতে বাস-লরি যাতায়াত করছে। মাঝে মধ্যেই ট্রাক উলটে যাচ্ছে। যে কোনও সময় বড় কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। চোখে পড়ল দু এক জায়গায় ইট দিয়ে প্যাচওয়ার্ক হচ্ছে। তবে স্থায়ীভাবে রাস্তার সংস্কার খুবই জরুরি। বিশেষ করে সামনে পুজো আসছে, তার আগে রাস্তার সংস্কার একান্ত দরকার। পূর্ত দফতরের এক আধিকারিক জানালেন, বর্ষা না কাটলে পিচের কাজ সম্ভব নয়।

ছবি : অরুণ লোধ

বিজেপির আইন অমান্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা বিজেপির ডাকে ২৬ আগস্ট শুক্রবার বিকালে এসপি অফিসের সামনে সংগঠিত হলো আইন অমান্য আন্দোলন। পৈলান থেকে একটি র‍্যালি বেরিয়ে যায় এসপি অফিস পর্যন্ত। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ, রাজ্যনেতা প্রীতম দত্ত, জেলা কনভেনর নীতিশ মণ্ডল, সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু প্রমুখ। দিলীপবাবু সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, রাজ্য জুড়ে বিজেপির ডাকে 'চোর ধরো জেল ভরো' কর্মসূচি চলছে। আজ সেই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো ডায়মন্ড হারবারে। এর ফলে তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা ভয় পেয়েছে তারা জেলে যাবার আশঙ্কা করছে।

ছদ্মবেশে পুলিশ আরব সাগর তীরে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আরব সাগরের সমুদ্রতটে বালুর উপর দিয়ে ছুটছে এক আসামি। সঙ্গে প্রায় জনা দশেক পুলিশ কর্মী। তার মধ্যে লুঙ্গি পরে দ্রুততার সাথে দৌড়াচ্ছে বাংলা তথা ক্যানিংয়ের পাঁচজন জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। কেরালা, তামিল আর বাংলা ভাষা মিলিয়ে কথোপকথন চলছে পুলিশ কর্মীদের মধ্যে। বারবার থামতে বলা হচ্ছে ছুটতে থাকা আসামিকে। কিন্তু আসামিও প্রাণ ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে বাঁচার তাগিদে। আসামিকে ভয় দেখাতে শূন্যে ছোড়া হলো দুই রাউন্ড গুলিও। তবুও অকুতোভয় সে, অনবরত ছুটে চলেছে পুলিশের হাতে ধরা না দেওয়ার জন্য। এইভাবে চলতে চলতে কয়েক কিলোমিটার যাওয়ার পর অবশেষে আসামীকে ধরে ফেললো পুলিশ। এতক্ষণ শোনার পরে মনে হতে পারে কোন হিন্দি বা তামিল সিনেমার দুর্ধর্ষ কোন সুটিং পর্বের কথা। কিন্তু একেবারেই সিনেমার কোন দৃশ্য নয়। বাস্তব ঘটনা। খুনের আসামীকে ধরতেই পুলিশ আসামীর পেছনে দৌড়ানোর বাস্তব চিত্র। যা হার মানিয়ে দেবে যে কোন হিন্দি সিনেমা চিত্রকে। উল্লেখ্য গত জুলাই মাসের ৭ তারিখে ক্যানিং থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পিয়ালী নদীর তীরবর্তী ধর্মতলার পিয়ারের পার্ক এলাকায় প্রকাশ্য

দিবালোকে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব চলে। খুন হয় গোপালপুর পঞ্চায়েত সদস্য তথা তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি স্বপন মাঝি ও তৃণমূল কর্মী ঝন্টু হালদার, ভূতনাথ প্রামনিকরা।

এলাকায় যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে কাজ করছিলেন নিহত স্বপন মাঝি। আর তাতেই চক্ষুশূল হয়ে ওঠে এলাকার কুখ্যাত দুষ্কৃতী রফিকুল সরদার ও তার দলবলের। তাই তারা একেবারে দিন দুপুরে খুনের পরিকল্পনা করে। নৃশংসভাবে প্রথমে গুলি করে পরে গলা কেটে খুন করা হয়। এই ঘটনায় পরপরই পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছিল জয়নগর ও ক্যানিং থেকে। মূল অভিযুক্ত রফিকুল সরদার ছিল অধরা। তার খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু করে ক্যানিং থানার পুলিশ। আর তাতেই ধরা পড়ে যায় রফিকুল। কেরালার কোঝিকোডে শহরের একেবারে সমুদ্র লাগোয়া একটি বস্তি এলাকা থেকেই বৃহস্পতিবার রাতে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর পাঁচের পাতায়

পুজো অনুদানে রাজ্য জুড়ে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ঘোষণা করেছেন এ বছর ৪৩ হাজর দুর্গাপুজো কমিটিকে ৬০ হাজার টাকা করে অনুদান দেবেন। অর্থাৎ প্রায় ২৫০ কোটি টাকা সরকারী কোষাগার থেকে ব্যয় হবে। শুধু তাই নয় বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। গত বছর করোনা আবহ ছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রী অনুদান দিয়েছিলেন ৫০ হাজার টাকা। অনেকেই ভেবেছিলেন এবার তো করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। তাছাড়া সরকারী কোষাগারও খুব সমৃদ্ধ নয়। তাই হয়তো অনুদান কমবে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে ঘোষণা করেছেন তা নিয়ে রাজ্য জুড়ে নানা বিতর্ক শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে অনুদান বন্ধ করার জন্য কোর্টে তিনটি জনস্বার্থ মামলাও হয়েছে। বিরোধী শিবির বলছে, যেখানে সরকারী কর্মীদের প্রাপ্য ডিএ বা মহার্ঘ্য ভাতা সরকার দিতে পারছে না সেখানে এই দান খয়রাত কেন? শিক্ষা সহ নানা ক্ষেত্রে নিয়োগ আটকে আছে। প্রাইমারি ও মাধ্যমিক স্কুলে মিড ডে মিলে মাথা পিছু বরাদ্দের হার যখন

নিম্নমুখী। তখন ২৫০ কোটি টাকা পুজো করার জন্য কেন সরকারি কোষাগার থেকে দেওয়া হবে? বিদ্যুতের বিল দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেখানে জনগণের সুবিধা না করে পুজো কমিটির সংযোগের ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ ছাড় কেন? তাছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক মানুষও এই বিষয়টাকে মেনে নিচ্ছে না। তৃণমূলের এক নেতা জানালেন, মুখ্যমন্ত্রী অনুদান বাড়িয়ে আরও অস্বস্তি বাড়ালেন। কারণ বর্তমানে যখন পার্থ-অর্পিতা-অনুব্রত মণ্ডল জেল হেফাজতে গিয়ে দলকে বিড়ম্বনায় ফেলেছে। সেই সময় এই অনুদানের ঘোষণায় রাজ্যবাসী ভাবছে মানুষের মন ঘোরাতেই এই চমক।

দুর্নীতি বুঝিনা, নিঃশর্ত নাগরিকত্ব চাই

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যের শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের কয়লা, গরু, বালি, শিক্ষা সব ক্ষেত্রেই সীমাহীন দুর্নীতির পাশাপাশি ইডি, সিবিআই ইত্যাদি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাদের হাতে তাদের কারও কারও গ্রেপ্তার হওয়া। এসমস্ত কারণে রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বর্তমান শাসকদল এক প্রকার কোনঠাসা। এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞমহল। তবে এসব বিষয় নিয়ে কোনও মাথাব্যাথা নেই রাজ্যের মতুয়া ও উদ্বাস্তুদের। ফলে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক বা বিরোধী কোনও রাজনৈতিক দলের জয়-পরাজয় নিয়ে তারা ভাবিতও নন। এরকমই অভিমত ব্যক্ত করেন, সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য। তিনি বলেন, 'মতুয়ারা মূলত কোনও রাজনৈতিক সংগঠন নয়। বিগত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে তারা বিজেপিকে যে সমর্থন দিয়েছিল, তা কেবল ইস্যুভিত্তিক। এ কারণেই প্রায় আশি থেকে নব্বুই শতাংশ মতুয়া ভোট গিয়েছিল বিজেপির দিকে। আসলে বড় মা বীণাপাণি দেবীকে মতুয়ারা আদর্শ বলে মানেন। আর তিনি মতুয়া ও উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব নিয়ে তার জীবদ্দশা জুড়ে কঠিন আন্দোলন করে গিয়েছেন। নাগরিকত্ব প্রসঙ্গে স্বাধীনতার পরবর্তীতে প্রাথমিক পর্যায়ের আইন-কানুন, বিধিনিষেধ যে সরলীকরণ ছিল, ২০০৩ সালে সেই সমস্ত নিয়ম বিধি লঙ্ঘন করে তা কঠোর করা হয়। এই পরিবর্তিত আইনের নিরিখে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়া ছিল রীতিমতো দুষ্কর। ২০০৩ সালের এই নাগরিকত্ব আইন ছিল

মতুয়াদের কাছে কালা-কানুন। এই কালা কানুন বাতিলের দাবিতে বড় মা বীণাপাণি দেবী সোচ্চার হন। এবং আন্দোলন শুরু করেন। তার এই আন্দোলনে সমগ্র মতুয়া সমাজ শামিল হয়। ফলে মতুয়াদের কাছে কারা দুর্নীতি করল বা গ্রেপ্তার হল, এটা বড় কথা নয়। কারণ মতুয়ারা কখনও সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত নয়। ২০০৩ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল বামফ্রন্ট। তখন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিরোধী নেত্রী। তিনি পরে বড়মার কাছে এসেছিলেন এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হলে সমস্ত রাজ্যবাসী যাতে নাগরিকত্বের প্রশ্নে সুরক্ষিত হয় তা নিয়ে পার্লামেন্ট কথা বলে তার ব্যবস্থা করবেন, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই মত বড়মাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগামীতে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান বলে মত প্রকাশ করেছিলেন মতুয়াদের কাছে। পরবর্তীতে ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনের মতুয়ারা তাদের সমর্থন ঢেলে দিয়েছিল তৃণমূলকে। সেদিনও মতুয়ারা রাজনীতি বুঝত না, বুঝতে চাইত না। আজও মতুয়ারা তেমনই আছে। রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় তৃণমূল আসার পরও নাগরিকত্ব অধরা থেকে গেল। পরবর্তীতে ২০১৯ এবং ২০২১ এই দুটি নির্বাচনে বিজেপিকে ভরসা করে মতুয়ারা সমর্থন দিয়েছে। তবুও নাগরিকত্ব এখনও অধরাই থেকে গিয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

গাঁজা সমেত গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানার সিন্দ্রানী গ্রাম পঞ্চায়েতের পাকা বাড়ি এলাকার ঘটনা। মঙ্গলবার সন্দেহের বশে আটক করতেই উদ্ধার গাঁজার প্যাকেট। গ্রেপ্তার দুই মহিলাসহ পাঁচজন পাচারকারী। তাদের নাম যথাক্রমে রবিউল মণ্ডল (২২), বাড়ি বাগদার মঙ্গলগঞ্জ। আলামিন মণ্ডল (২৩), বাড়ি বনগাঁয় ঘাট বাঁওড়। সেলিম মল্লিক (২৫), বাড়ি বাগদার নলডুগরা। সোনালি পোদ্দার (২৮), বাড়ি নদিয়ার মাঝদিয়া। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গাঁজা ভর্তি প্যাকেট পাচারের সময়ে স্থানীয়রা সন্দেহজনকভাবে কয়েকজনকে আটক করতেই উদ্ধার হয় প্যাকেট

ভর্তি গাঁজা। পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে গাঁজার প্যাকেট সহ পাঁচ জন পাচারকারীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগদা থানার সিন্দ্রানি পার্ক এলাকা থেকে ধৃত দুই মহিলা সহ পাঁচ জনের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া গাঁজার ১১টি প্যাকেট থেকে মোট ২২ কেজি ৬১০ গ্রাম গাঁজা মিলেছে। বাগদা থানার পড় থেকে বুধবার তাদের বারাসত আদালতে তোলা হয় বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 44, 27 August - 2 September, 2022

উঠছে সূচক, বাড়ছে বাজার, স্থিতি নিয়ে প্রশ্ন

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

গত কয়েকমাসের ডাউনফল কাটিয়ে ফের গতি নিয়ে ভারতের শেয়ার এক্সপ্রেস। যাকে কোনওমতেই বুলেট এক্সপ্রেসের চেয়ে কম ধরা হচ্ছে না। ফলস্বরূপ ১৫ হাজার ভাঙতে উপক্রম করা নিফটি ফের ১৮ হাজারের কাছে। আর সেনসেক্সও তেমনি ৫০ হাজার ছুঁয়ে ফেলতে ফেলতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৬০ হাজারকে টার্গেট করে এগোচ্ছে। এখন দেখার কতদিন এই আগুয়ান অবস্থান বজায় রাখতে পারে ভারতের অর্থবাজার। নাকী কোনও কালো মেঘ এসে আচ্ছন্ন করে ফেলে ভারতীয় অর্থনীতির আকাশ।

করোনার আঁতুরঘর চিন শুধু এই মহামারী নিয়ে জেরবার তা নয়, এর দরুণ চিনের অর্থনৈতিক বাজারেও বেশ ভালোমতো প্রভাব পড়ছে। বলাবাহুল্য, এখন ফায়দা তোলার বড় সুযোগ ভারতের কাছে। সাম্প্রতিক অতীতে ভারতের শেয়ার বাজারের এই অভূতপূর্ব উচ্চতায় চলে যাওয়ার পিছনে চিনের সর্বনাশও একটা অত্যন্ত বড় কারণ। চিনের সর্বনাশেই কার্যত ভরা জ্যৈষ্ঠের মধ্যেও পৌষ মাস ভারতের শেয়ার বাজারে। চিন থেকে গত ১–২ বছর ধরেই বিপুল পরিমাণ টাকা তুলে নিতে দেখা যাচ্ছে বিদেশি এফআইআইদের। তাঁরাই হয়তো এখন ভারতের বাজারে সেই টাকা লগ্নি করতে শুরু করেছেন। তার সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে ভারতের শেয়ার বাজার জুড়ে ডোমেস্টিক বা দেশি ফান্ডের ক্রমবর্ধমান শক্তি বাড়িয়ে তোলা। গত ২–৩ বছর তো বিদেশিদের কার্যত সাইডলাইনে রেখে ভারতের অর্থ বাজারের ব্যাটন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে ডিআইআই বা মিউচুয়াল ফান্ডগুলি। এই কর্তৃত্ব খুব সহজে ডোমেস্টিকরা ছেড়ে দেবেন বলে মনেও হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে এই অর্থবর্ষ শেষ হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ মার্চ–এপ্রিল পর্যন্ত ফান্ড–এর জোগান অব্যাহত থাকতে পারে। এমতাবস্থায় নিফটির পক্ষে ২২ হাজার ছুঁয়ে ফেলাও খুব একটা অসম্ভব নয় বলেই মনে হচ্ছে। তবে কাজ করতে হবে কড়া স্টপ লস মেনেই।

দুনিয়া খ্যাত শেয়ার বিশারদ এজেন্সিগুলো এই মুহূর্তে ভারত সম্পর্কে খুব বুলিশ বা তেজিয়ান মনোভাব পোষণ করছে। তাঁদের মতে, নিফটি আগামী ৪–৫ বছরের নিরিখে ৩০ হাজার ছুঁয়ে ফেলতে পারে। বলাবাহুল্য সেক্ষেত্রে সেনসেক্স ১ লাখের ঘর ছাপিয়ে চলে যাবে আরও অনেকটাই ওপরে। এত কিছু বড় টার্গেট বেঁধে দেওয়া হলেও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণেও যে চিত্র ধরা পড়ছে তা বলছে নিফটি আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ২৫ হাজারে চলে যেতে পারে। মোটের ওপরসবাই ধরেই নিয়েছেন যে ভারতীয় অর্থ বাজার এই মোদী–রাজ অব্যাহত থাকতে চলেছে সামনের লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতেও। সেক্ষেত্রে ২০২৪ থেকে ২০২৯ পর্যন্ত বিজেপি রাজ চলার প্রভূত সম্ভাবনা। অর্থাৎ সামনের এই ২ বছরের মধ্যে বড় কোনও অঘটন না ঘটলে একটা অসম্ভব স্থিতিশীলতা চলে আসবে শেয়ার বাজারের অভ্যন্তরে। এর পিছনে আরও কয়েকটি উপাদান অবশ্য কাজ করছে। তার মধ্যে জিএসটি চালু হওয়া, ভালো বর্ষা, দেশি–বিদেশি ফান্ডগুলির ভারতের বাজারের প্রতি আস্থা পোষণ করা, নোটবন্দি পরবর্তী বেশ কয়েকটি নির্বাচনে বিজেপির তাক লাগানো ফলাফল করা, রাজ্যসভায় আগামী বছর খানেকের মধ্যে ঘাটতি মিটিয়ে নেওয়া, মোদির সংস্কার রথ অব্যাহত থাকা, সুদের হার নিরন্তর কমতে থাকা ইত্যাদি এতগুলো ইতিবাচক খবর রয়েছে যা ভারতের বাজারকে অক্সিজেন জোগাচ্ছে পুরোদমে।

ভারতীয় শেয়ার বাজারে গত কয়েকমাসে করেই নেমে এসেছিল বেয়ার অ্যাটাক। এই বেয়ার হামলার শিকার অবশ্য গোটা দুনিয়াই। আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়ার বিস্তীর্ণ প্রান্ত করোনা ভীতিতে কাঁটা হয়ে উঠেছিল। নিফটি সূচকও প্রায় ৩ হাজার পয়েন্ট আর সেনসেক্স ৮ হাজার পয়েন্ট–এর ওপর কারেকশন সেরে বসে আছে। তা বলে বুলরা ঘাবড়ে গিয়েছেন বা যাচ্ছেন তা নয়। বরং তাঁরা মনে করছেন এতে আসলে শাপে বর হচ্ছে। কারণ, একটানা বাড়তে থাকা বাজার সূচকের স্বাস্থ্যের পক্ষে কোনওকালেই খারাপ নয়। তাছাড়া গত এক–দু বছর বাজার তৃঙ্গী হয়ে জানান দিয়েছিল চর্বি জমার কথা। সুতরাং যা হওয়ার তাই হয়েছে।

মিডক্যাপ যেভাবে এখনও গোত্তা খেয়ে নিচে পড়ে রয়েছে তা অগণিত বিনিয়োগকারীকে স্বস্তি পেতে দিচ্ছে না। এই অচলাবস্থা কাটবে কিভাবে জল্পনা চলছে তা নিয়েই। আশু সমাধান হয়তো নেই। কিন্তু বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, সূচকের এই অংশ টাইম ওয়াইজ কারেকশন করছে এখন। এটা হয়তো আর কিছুদিনের মধ্যে শেষ হবে। তারপর টপ গিয়ার নেবে মিডক্যাপ।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৭ আগস্ট – ২ সেপ্টেম্বর, ২০২২

মেষ রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি। বেকারদের চাকরির সুযোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা হলেও তা কাটিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে কর্মে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় খাওয়ার ইচ্ছা বৃদ্ধি। প্রেশার, নার্ভ সংক্রান্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির আশঙ্কা।

প্রতিকার : হনুমানজির আরাধনা করুন।

বৃষ রাশি : সাংসারিক কষ্ট বৃদ্ধি পেলেও কারো কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। চাকরি পেতে বিলম্ব। চাকরিতে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আয়ভাব শুভ। কিন্তু অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : কেশরের তিলক লাগান।

মিথুন রাশি : সঞ্চিত ধন ব্যয়ের সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। বিপরীত লিঙ্গের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় প্রসারতায় শুভ ফল লাভ। পুষ্টি বিনিয়োগ করতে পারেন। রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করুন। অবিবাহিতরা বিবাহের যোগাযোগ করতে পারেন। সাবধানে চলাফেরা করুন। শ্লেষ্মা জাতীয় রোগের বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গণেশকে দুর্বা ঘাস দিয়ে পুজো করুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য। স্বজনের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে বিরোধী মনোভাব। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। সম্পত্তি নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে বিতর্ক। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা বৃদ্ধি। বিবাহে বাধা। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। শ্লেষ্মাতে কষ্ট পাবেন।

প্রতিকার : আগের দিন রাতে চাঁদির গ্লাসের জল ভরে রাখুন, পরের দিন পান করুন।

সিংহ রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে সহকর্মীর বিরুদ্ধাচারণ। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ব্যবসায় অগ্রগতিতে বিলম্ব। সন্তান থেকে কোনো খুশির খবর পেতে পারেন। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কর্মস্থলে বিপরীত সম্ভাবনা। জরায়ুর সমস্যা, ডায়াবিটিস, পায়ের ব্যথা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বিকলাঙ্গদের সেবা ও ভোজন করান।

কন্যা রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ রয়েছে। স্বজনেরপ্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। সন্তান সুখ থেকে বঞ্চনা। ব্যবসার প্রসার জয় শুভ ফল লাভ। পেশাদারিতেও শুভ ফল লাভ। দুর্ঘটনার থেকে সাবধান। আয়ভাবে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : মাছেদের দানা খাওয়ান।

তুলা রাশি : কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা বোধ। প্রিয়জনের প্রতি বিরোধী মন্তব্য না করাই ভালো ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। চাকরিতে শুভ ফল লাভ। শরীর–স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকার সম্ভাবনা। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। সতর্কতার সঙ্গে পথে চলা প্রয়োজন। ব্যবসায় মন্দা।

প্রতিকার : শুক্রের বীজমন্ত্র পড়ুন।

বৃশ্চিক রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সবস্যা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা লাগা জনিত রোগের সম্ভাবনা। সরকারি চাকরিজীবীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা। আয়ভাব আগের তুলনায় শুভ ফলদাতা। ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : একটি লাল রঙের রুমাল রাখুন।

ধনু রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুদের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সন্তানের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং তার মাশুল দিতে হতে পারে। জলীয় দ্রব্যের ব্যবসায় সুফল লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অর্জিত আয় পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার কলাগাছে জল চড়ান এবং হলুদ ডাল দান করুন।

মকর রাশি : ভাই বোনের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা। ব্যবসা ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত লাভের সঙ্গে চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার বা শনিবার বজরঙ্গবলীর পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি : প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কোনো দ্রব্য চুরি বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য হানি বা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। সন্তান থেকে সুখ। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ না করাই যুক্তি যুক্ত হবে। বিপরীত লিঙ্গের থেকে কোনও অর্থ বা সম্পত্তি পেতে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

প্রতিকার : রাস্তার কুকুরদের খাওয়ান।

মীন রাশি : ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা। ভাই বোনের বা আত্মীয় পরিজনের সাথে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ। চোখ নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি ও রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মস্থলে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। বিনিয়োগে ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কর্মচারীদের শ্রদ্ধানুসারে দান করুন।

শব্দবার্তা ২১৪

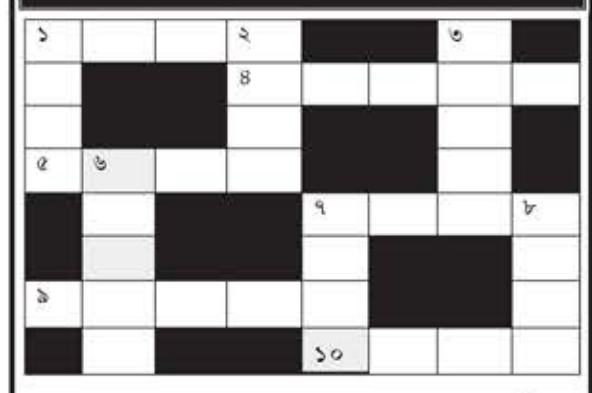

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। জোলাপ ৪। কলেজ ও বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিশেষ ৫। প্রণাম ৭। পাদটীকা ৯। স্বর্গ, দেবলোক ১০। অন্ধকারময়।

উপর–নীচ

১। বিবিকে প্রিয় সম্বোধন ২। শরীর, দেহ ৩। অঙ্কুরোদগম ৬। প্রধান সরকারি দফতরখানা ৭। অবসর, অবকাশ ৮। ধনশালী।

সমাধান : ২১৩

পাশাপাশি : ১। আকাশ ৪। তবলা ৫। দিঙমণ্ডল ৬। জলপান ৭। পদকার ৯। রদবদল ১১। টনিক ১২। ফলন।

উপর–নীচ : ১। আলাদিন ২। শরম ৩। কপালফের ৪। তরল ৬। জলের দাগ ৭। পলটন ৮। কার্তিক।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

উত্তরের আঙিনায়

ট্রেনের দাবি, নড়ল টনক

নিজস্ব প্রতিনিধি : জলপাইগুড়িবাসীর আবেগ দার্জিলিং মেল এবং তিস্তা তোর্সা ট্রেন জলপাইগুড়ি শহর স্টেশন থেকে বন্ধ করে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক। এই অমানবিক নিষ্ঠুর কেন্দ্রীয় সরকার জলপাইগুড়ি স্টেশনকে একটি শ্মশানে পরিণত করে দেয়।

গত দু বছর ধরে এই ট্রেনগুলো পুনরায় জলপাইগুড়ি স্টেশনে ফিরিয়ে আনার দাবি নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি সৈকত চ্যাটার্জি তাঁর যুব সৈনিক দের নিয়ে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যান।

আজ তার ফল স্বরূপ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের আন্দোলন এর সামনে নত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়েছে দার্জিলিং মেল ট্রেনকে পুনরায় জলপাইগুড়ি স্টেশনে ফিরিয়ে দিতে।

এই আনন্দে আজ আমরা যুব সৈনিকরা জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি সৈকত চ্যাটার্জির নির্দেশে এবং জলপাইগুড়ি শহর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে স্টেশন মাস্টার থেকে শুরু করে রেল চালক, এবং স্টেশনে উপস্থিত জলপাইগুড়ির জনসাধারণকে লাড্ডু ও চকলেট খাইয়ে অভিনন্দন জানালেন।

তবে সৈকত চ্যাটার্জির ভাষায় এই আন্দোলন এখানেই শেষ নয়। তিনি বলেন, আগামী তে আমাদের আন্দোলন চলবে তিস্তা তোর্সাকে ফিরিয়ে আনতে, দিল্লিগামী ট্রেন জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে চালু করতে এবং ত্রিস্রোতা এক্সপ্রেস চালু করতে..... এমন কি সুপার ফাস্ট ট্রেনকেও সাপ্তাহিক তিন দিনের বদলে প্রতিদিন দেওয়ার দাবিও করেন তারা।

মানুষের পাশে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িতে বিজেপির বিধায়ক। আজ সকালে নিজে পাড়ার এবং শিলিগুড়ির মানুষের সাথে কথা বললেন। তাদের সুবিধা এবং অসুবিধার কথা শুনলেন। তাদের পরামর্শ নিলেন এবং দিলেনও। এদিন শঙ্কর ঘোষ আরো জানালেন আমরা চেষ্টা করছি যাতে এই ঐতিহ্যবাহী ট্রেনটিকে শিলিগুড়িতেই রাখা হয়। কারণ, বছরের পর বছর ধরে শিলিগুড়ির মানুষের সাথে আছে এই ট্রেনটি। যার কোনও বিকল্প নেই। সেই ট্রেনটি হলদিবাড়ি থেকে ছাড়বে এই ধরনের গুজব বাজারে ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধরনের কোনও পরিকল্পনা নেই। দার্জিলিং মেল শিলিগুড়ি থেকেই ছাড়বে। শঙ্কর ঘোষ এদিন আরো

জানান, তার লক্ষ্য শিলিগুড়ির মানুষকে সুষ্ঠুভাবে পরিষেবা দেওয়া। যেটা তৃণমূলের সরকার দিতে পারছে না। উত্তরবঙ্গের মানুষ বঞ্চিত বহুদিন থেকেই, তবে সেটা আর বেশীদিন থাকবে না,বিজেপি মানুষের সব অভাব পূরণ করবে। এদিন সকাল সাড়ে ছটার সময় শঙ্কর ঘোষ শিলিগুড়ির ২৬নং ওয়ার্ডে এসে বিজেপির অফিসে বসেন। শিলিগুড়ির বিধায়ককে দেখেই মানুষ এগিয়ে যান। তারা তাদের সমস্যার কথা বলেন। পরে বিধায়ক জানান, আমার কাছে মানুষ আসছেন তাদের সমস্যা নিয়ে আর আমি চেষ্টা করছি তাদের সমস্যার সমাধান করে দেবার। শিলিগুড়ির বিধায়ক আরো জানালেন, আমার চেষ্টা হবে শিলিগুড়ির মানুষকে সুষ্ঠুভাবে পরিষেবা দেওয়া। আর আমি সেটা করেই দেখাবো।

এজেন্সি হানায় জেরবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার সিবিআই হানা! বুধবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের ৯ জনের একটি দল দু'টি গাড়িতে করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য সুবীরেশ ভট্টাচার্যর আবাসনে হানা দেন। সেখানে তাঁকে ঘণ্টাখানেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর পাঁচজন আধিকারিক সুবীরেশ ভট্টাচার্যকে নিয়ে চলে আসেন উপাচার্যের দপ্তরে। সেখানে তাঁকে ফের একপ্রস্ত জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। জানা গিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট রেজিস্ট্রারকেও সেখানে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

সুবীরেশ ভট্টাচার্য আগে এসএসসির চেয়ারম্যান ছিলেন।

চেয়ারম্যান থাকাকালীন শিক্ষক দুর্নীতিতে নাম জড়ায় তাঁর। আদালত গঠিত রঞ্জিত কুমার বাগের নেতৃত্বাধীন কমিটিও জানায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্য দুর্নীতিতে জড়িত। এরপর এদিন কেন্দ্রীয় এজেন্সির হানার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। তবে ইডি না সিবিআই, কোন এজেন্সি হানা দিয়েছে, তা নিয়ে কিছুটা সংশয় রয়েছে। আপাতত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। যাঁরা ভেতরে রয়েছেন, তাঁদের মোবাইল ফোনও নিয়ে নেওয়া হয়েছে। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে চলছে জেরা।

কাঠপাচারকারী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাচের বাক্সের ভিতরে পাচার করা হচ্ছিল চোরাই কাঠ। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি রোডে রাঙাপানিতে আজ সকালে রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্তের নেতৃত্বে ওই কাঠ পাচারকারীদের ধরে বন দপ্তরের কর্মীরা। তারা ওই কাচ বোঝাই গাড়িতে করে বাইরে পাচার করছিল কাঠ। রাঙাপানিতে থেমে তারা একটি দোকানে ঢোকে চা খেতে। সেই সময় বন দপ্তরের কর্মীরা খবর পেয়ে ওই চোরা কারবারীদের আটক করে। তারপর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে দেয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় সন্দেহ হওয়ায় তারা ওই তিনজন বন কর্মীদের আটক করে।

ওই ট্রাক থেকে প্রায় ছয় লক্ষ টাকার চোরাই কাঠ পাওয়া গেছে বলে জানান রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত। তিনি আরো জানান, ওই কাঠ শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি হয়ে বাইরে পাচার করবার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আটক পাচারকারীদের জেরা করে জানতে পারা গেছে তারা এর আগেও অনেকবার এই অঞ্চল দিয়েই কাঠ পাচার করেছে।

মণ্ডপে বেলাগাম গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্গা পুজো মন্ডপে ঢুকে গেল ভুট্টা বোঝাই লরি। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত ফুলবাড়ি বাজার এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে একটি ভুট্টা বোঝাই লরি জলপাইগুড়ির দিক থেকে আসার সময় ফুলবাড়িতে জাতীয় সড়কের ধারেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুলবাড়ি বটতলা দুর্গা পূজা মন্ডপের ভিতরে ঢুকে যায়।

এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পুজো মন্ডপের বেশ কিছুটা অংশ।

তবে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন মন্ডপ তৈরির শ্রমিকেরা। এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরেকটি চার চাকার ছোট গাড়ি। গাড়িটি পুজো মণ্ডপের পাশে পার্কিং করা ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ও ফুলবাড়ি ট্রাফিক আউট পোস্ট এর পুলিশ কর্মীরা। পুলিশ এসে ওই গাড়িটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বলে খবরে জানা গেছে।

পুজোর ফিনিশিং টাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারের শারদ উৎসব বাঙালির কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব পেয়েছে ইউনেস্কোর 'হেরিটেজ' তকমা। সেই সুবাদে আগামী ১ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ির রাজপথ জুড়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। তারই প্রস্তুতি পর্বে শিলিগুড়ি পুর নিগমের সভাকক্ষে বৈঠক ডেকেছিলেন মেয়র গৌতম দেব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা এবং অন্যান্য অফিসারেরা। এদিন মেয়র গৌতম দেব জানান, পুজো সামনে চলে আসছে আর মানুষের ব্যস্ততা বেড়েই যাবে। তাই মানুষকে নিরাপত্তা দেবার দায়িত্ব শিলিগুড়ি পুরসভার। কীভাবে পুজোতে শিলিগুড়িকে স্বচ্ছ এবং সুন্দর রাখা যায়, এবং অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো যায় সেটা নিয়েই আজ বৈঠক হল। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা জানান,

শিলিগুড়ির মানুষের নিরাপত্তার দায়িত্ব যেমন শিলিগুড়ির কর্পোরেশনের তেমনিই পুলিশেরও। তাই কীভাবে কী করা যায় সেটা নিয়েই আজ বৈঠক করা হল। এখন শিলিগুড়ির মানুষের পুজোর নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের সবার জানালেন তিনি।

অজ্ঞান করে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাড়ির ৯ জন সদস্যকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অচৈতন্য করে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ধূপগুড়ি জুড়ে।

ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে ধূপগুড়ির ঝুমুর সংলগ্ন দক্ষিন আলতাগ্রাম ঝুমুর পাড়া এলাকায়। জানা গেছে সোমবার বিকেল থেকে ঝুমুর এলাকায় বাসিন্দা নারায়ণ দাসের পরিবারের ৯ জন সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়েন, তারা এর পর চিকিসাও করান।

এর পর রাতে তারা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। আর

সেই সুযোগে দুষ্কৃতীরা বাড়িতে ঢুকে নগদ কিছু অর্থ সহ সোনাদানা নিয়ে চম্পট দেয়। মঙ্গলবার সকালে আশেপাশের বাড়ির লোকজন তাদের সাড়াশব্দ না পেয়ে বাড়িতে এসে দেখেন, বাড়ির সবাই অচৈতন্য অবস্থায়,এর পর ঘরে ঢুকে দেখেন আলমারি ভাঙা সবকিছু তছনছ অবস্থায় রয়েছে। তখনই এলাকাবাসীরা বুঝতে পারেন এর পেছনে রয়েছে রহস্য।

লরিতে উদ্ধার কাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধানের তুষ ও সিমেন্টের বস্তার আড়ালে পাচার করা হচ্ছিল সেগুন কাঠ,বনদপ্তর এর কর্মীদের তৎপরতা উদ্ধার হল দেড় কোটি টাকা মূল্যের সেগুন কাঠ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একটি লরিতে অভিযান চালায় বনদপ্তর এর কর্মীরা। লরির মধ্যে ধানের তুষ ও সিমেন্টের বস্তার আড়ালে পাচার করা হচ্ছিল সেগুন কাঠ।

গ্রেফতার করা হয় চালক ও সহ চালকে। এরপর তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে আবার একটি বিলাস বহুল গাড়িতে অভিযান চালিয়ে আরো তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়।

পাচারের আগেই পুলিশের জালে ২ দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বড় ধরনের সাফল্য পেল বারুইপুর পুলিশ জেলার সোনারপুর থানার পুলিশ। চুরি করা ৫৫ টি ফোন বাংলাদেশে পাচার করার আগেই দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হলো পুলিশ। ধৃত দুই পাচারকারী হলো খুরশিদ আলম সরদার ওরফে সফিকুল ও বাপন লস্কর। ধৃত দুই পাচারকারীর বাড়ি জীবনতলা থানার অন্তর্গত ঘুঁটিয়ারী শরীফ এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোনারপুর থানার এসআই অর্ঘ্য মন্ডলের নেতৃত্বে এক পুলিশ টিম মঙ্গলবার রাতে সোনারপুর থানার তেমাথা এলাকায় চিরুনী তল্লাশি অভিযান চালায়। সেই সময় দুজনকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। তাদের কে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই, পুলিশি জেরায় তারা ভেঙে পড়ে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৫৫ টি বিভিন্ন কোম্পানির চোরাই ফোন। এই ফোন গুলো তারা বাংলাদেশে পাচার করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলো এমনটাই দাবি পুলিশের। অন্যদিকে ধৃত দুই পাচারকারীর সাথে আর কে বা কারা যুক্ত রয়েছে সে বিষয়ে

জানার জন্য ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ধৃতদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের কোনও চাঁইয়ের যোগাযোগ রয়েছে কি না, সে বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বাঘের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্ত্রী'র পাশ থেকে স্বামীকে তুলে নিয়ে গেলো সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ভোরে সুন্দরবনের ঝিলা ৫ নম্বর গভীর জঙ্গলের গোলভঙ্গা নদীখাঁড়ি এলাকায়।নিখোঁজ মৎস্যজীবীর নাম শিবপদ সরকার(৫৫)। বাড়ি গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন উপকূল থানার অন্তর্গত লাহিড়িপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চরাঘেরী এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে শিবপদ সরকার, তার স্ত্রী রীণা সরকার ও তিন পুত্র ও এক পুত্রবধূ রয়েছে পরিবারে। অভাবের

সংসার। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী শিবপদ।পরিবারের মুখে দুমুঠো অন্ন সংস্থানের জন্য সুন্দরবনের নদীখাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরে জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন। প্রতিবেশী শশাঙ্ক মন্ডল ও স্ত্রী রীণা সরকার কে নিয়ে মাছ কাঁকড়া ধরার জন্য মঙ্গলবার ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রওনা দিয়েছিলেন সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের নদীখাঁড়িতে।ডিঙি নৌকার দাঁড় বেয়ে ভোরের আলো ফোটার আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের গোলভঙ্গা খালের নদীখাঁড়ি এলাকায়।তখনও ভোরের আলো ঠিকমতো ফোটেনি। সেখানে চরের কাছে নৌকা বেঁধে রেখে নৌকার উপরে বসে কাঁকড়া ধরার জন্য দোন তৈরি করছিলেন শিবপদ ও তার স্ত্রী।একটু দূরেই ছিলেন সঙ্গী শশাঙ্ক মন্ডল।তখন সময় প্রায় ভোর সাড়ে চারটে।সেই সময় সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল থেকে আচমকা একটি বাঘ বেরিয়ে আসে।টার্গেট করতে থাকে শিবপদ কে। কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই আচমকা বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে শিবপদ'র উপরে। তার ঘাড়ে কামড় বসিয়ে টানতে টানতে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।চোখের সামনে স্বামীর করুণ পরিণতির মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়ে স্ত্রী রীণা সরকার। অন্যদিকে সঙ্গীকে বাঘে আক্রমণ করেছে বুঝতে পেরে দৌড়ে আসেন শশাঙ্ক।নৌকার বৈঠা আর গাছের ভাঙা ডাল নিয়ে রীণা আর শশাঙ্ক বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সঙ্গীকে উদ্ধারের জন্য।ঘন অন্ধকারের মধ্যে দীর্ঘ প্রায় কুড়ি মিনিট রুদ্ধঃশ্বাস লড়াই চলে বাঘে-মানুষে।ভয়ঙ্কর বাঘ কোনও মতেই তার শিকার ছাড়তে নারাজ।শিকার কে পাশে রেখেই রীণা ও শশাঙ্ক কে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হয়। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে রণে ভঙ্গ দেয় দুই সঙ্গী সাথী। সুযোগ বুঝে বাঘ তার শিকারকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে গভীর জঙ্গলে নিয়ে পালিয়ে যায়। অগত্যা নিরুপায় হয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়েন তারা। ব্যর্থ দুই সঙ্গীসাথী নৌকার হাল বেয়ে সকালে গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে।সাতসকালে এমন মর্মান্তিক ঘটনার কথা এলাকায় চাউর হতেই শোকের ছায়া নেমে আসে সরকার পরিবার সহ গোটা গ্রামে।

রীণা দেবীর কথায় 'স্বামীকে এভাবে হারাতে হবে জানা ছিলো না।চোখের সামনে থেকে তুলে নিয়ে গেলো বাঘ। কিছুই করতে পারলাম না।' অন্যদিকে ঘটনার খবর পেয়ে নিখোঁজ মৎস্যজীবীর বাড়িতে হাজির হয়ে স্থানীয় লাহিড়িপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নিরঞ্জন মন্ডল অসহায় মৎস্যজীবীর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

ফিল্মি কায়দায় ৫ কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া থেকে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করেছিল ক্যানিংয়ের চার কুখ্যাত দুষ্কৃতী। মঙ্গলবার রাতে প্রবল বর্ষণের সময়ে ক্যানিং থানার তালদি বাস

ষ্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকার রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ছিনতাই করার ছক কষেছিল তারা।এমন খবর গোপন সূত্রে পৌঁছে যায় ক্যানিং থানার পুলিশের কাছে। দ্রুততার সাথে ক্যানিং থানার একটি পুলিশ টিম যায় ঘটনাস্থলে। দুষ্কৃতীরা বুঝতে পেরে তালদির খিরিশতলা থেকে ট্যাক্সি টি দ্রুত গতিতে চালিয়ে ক্যানিং বাজারের দিকে রওনা দেয়। ট্যাক্সির পিছু ধাওয়া করে ক্যানিং থানার পুলিশ টিম। রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা মরিয়া হয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। অগত্যা পুলিশের বুদ্ধির কাছে হার মানে দুষ্কৃতীরা। দীর্ঘ প্রায় সাত কিলোমিটার রাস্তা ধাওয়া করে ক্যানিং-বারুইপুর রোডের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা ধরে ফেলেন ট্যাক্সিটি কে। ট্যাক্সির মধ্যে থেকে গ্রেফতার করা হয় কুখ্যাত ছিনতাইবাজ জিসান গাজী,জুম্মান গাজী,আসান আলি গাজী, সারির কাজী ও ট্যাক্সি চালক সুখদেব প্রসাদ যাদবকে। ধৃতদের বুধবার আদালতে তোলা হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস জানিয়েছেন, দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন হাইওয়েতে ছিনতাইয়ের ছক কষেছিল। এমন খবর পাওয়ার পর তাদের ট্যাক্সিকে ধাওয়া করে ধরা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে ৫ জন কে। ধৃতদের কাছ থেকে একটি লোহার রড,দুটি ছুরি,তিনটি ধারালো দা,একটি ন্যাপলা উদ্ধার করা হয়েছে পাশাপাশি ট্যাক্সিটি কে আটক করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে জিসান ও জুম্মান এর বিরুদ্ধে একাধিক দুষ্কৃতীমূলক কাজ করার অভিযোগ রয়েছে।'

বেহাল নিকাশি, হাঁটু সমান জল ডিঙিয়ে যেতে হয় স্কুলে

অকারণ মুখোপাধ্যায়: সাধারণ বৃষ্টিপাত কিংবা নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টিপাত হলেই ক্যানিং শহরে হাঁটু সমান জল জমে যায়। এমনই অভিযোগ স্থানীয়দের। সমস্যায় পড়েন সাধারণ নিত্যযাত্রী থেকে বিভিন্ন যানবাহন। মঙ্গলবার সারারাত বৃষ্টিপাতের জেরে ক্যানিংয়ের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এছাড়াও ক্যানিং শহর সংলগ্ন পেট্রোলপাম্প থেকে পুরাতন বিডিও অফিস পর্যন্ত ক্যানিং-বারুইপুর রোডে হাটু সমান জল জমে যায়। সেই নোংরা জল ঝাঁপিয়ে দ্বারিকানাথ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সহ অন্যান্যদের কে যাতায়াত

করতে হয়। এছাড়াও প্রবল বর্ষণে ক্যানিং থানার পুলিশ আবাসনে জল জমে যায়। পুলিশ কর্মীদের কে হাঁটু সমান জল মাড়িয়ে থানায় আসতে হয়। এছাড়াও ভারী বর্ষণের ফলে ক্যানিংয়ের বিভিন্ন এলাকার বাড়িঘর জলমগ্ন হয়ে পড়ে। জল পারাপার হয়ে যাতায়াতের সময় অনেকেই রাস্তার খানাখন্দে পড়ে গিয়ে আহতও হচ্ছেন। এছাড়াও নোংরা জলে হাঁটাচলার জন্য বিভিন্ন রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়ার সম্ভবনা রয়েছে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ যত্রতত্র জলনিকাশি ব্যবস্থা বন্ধ করে সরকারি জমির উপর দোকান,বাড়িঘর গজিয়ে উঠছে। আবার যে টুকু নিকাশিনালা রয়েছে,প্লাস্টিক ব্যবহারের রমরমার জন্য সেগুলো প্লাস্টিকের চাপে বন্ধ হয়ে পড়েছে। যার ফলে সামান্য কিংবা ভারী বৃষ্টিপাত হলেই জলমগ্ন হয়ে পড়ছে ক্যানিং শহর। স্থানীয়দের আরো দাবি, প্রশাসনিক স্তরে অবিলম্বে এমন সমস্যা সমাধান করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। নচেৎ অদূর ভবিষ্যতে ক্যানিং শহর জলমগ্ন হয়ে ডুবে যাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

বেহাল রাস্তায় ভোগান্তির যাতায়াত

অর্ঘ্য রায়, ফলতা : পাকা রাস্তার উপরে ইট দিয়ে চলছে যাতায়াত! একটু অসাবধান হলেই বিপদ পদে পদে। দীর্ঘদিন ধরে এমনই বেহাল দশা ফলতা থানার চালুয়ারী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ফতেপুর থেকে চালুয়ারী গ্রামের মধ্যে সংযোগকারী পাকা রাস্তার। রাস্তার পাথর উঠে গিয়ে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। বর্ষার জল জমে রীতিমতো ছোটখাটো ডোবার আকৃতি নিয়েছে আর তার ওপরেই ইট পেতে চলছে সাধারণ মানুষের পারাপার। যানবাহন খারাপ হওয়া, গাড়ি উল্টানো সহ নিত্যদিন নানা দুর্ঘটনা তো লেগেই রয়েছে। রীতিমতো অসহায় হয়ে এই রাস্তায় চলাফেরা করতে হচ্ছে আশেপাশের ৪-৫ টি গ্রামের মানুষদের। ক্ষোভ

উগরে দিচ্ছেন স্থানীয়রা। একে রাস্তার বেহাল দশা তার ওপরে ল্যাম্পপোস্ট গুলোতে নেই কোনও বৈদ্যুতিক আলো যার ফলে রাতের অন্ধকারে এই বেহাল রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা রীতিমত প্রাণ হাতে নিয়ে চলাফেরা করার মতো অবস্থা পথযাত্রী ও সাইকেল আরোহীদের। এই রাস্তা দিয়েই আশেপাশের গ্রাম থেকে এলাকার হাই স্কুলে প্রতিদিন যাতায়াত করতে হয় এলাকার পড়ুয়াদের ফলে তাদের নিত্যদিন ভোগান্তির শিকার হচ্ছে তারা সেইসঙ্গে এই রাস্তার পাশেই রয়েছে বেনাপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাস্তার জমা জল থেকে সেখানে মশার উপদ্রব বেড়েই চলেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ২০১৫ সালে এই রাস্তা তৈরির কাজ শেষ হলে বিগত বছরগুলিতে একবারও সংস্কার করা হয়নি এই রাস্তা। ২০১৯ সালের শেষের দিক থেকে এই রাস্তার হাল ক্রমশ বেহাল হতে থাকে এবং বর্তমানে তার করুন অবস্থার কথা উঠে আসছে পথচারীদের মুখ থেকেই। এ বিষয়ে চালুয়ারি অঞ্চল যুব তৃণমূলের সভাপতি বিকাশ মিদ্দের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি যত শীঘ্র সম্ভব রাস্তা সারাইয়ের আশ্বাস দেন। পাল্টা স্থানীয়দের অভিযোগ পঞ্চায়েত সবটা জানলেও রাস্তা সারাইয়ের ব্যাপারে এতদিনে নেয়নি কোন পদক্ষেপ । তাই স্থানীয়দের করুণ আর্জি প্রশাসন তাদের এই সমস্যার দ্রুত সুরাহা করুক।

নির্মিয়মান ব্রিজ পরিদর্শনে জেলাশাসক চড়িয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির বজবজ বিধানসভার অন্তর্গত নির্মিয়মান চড়িয়াল ব্রিজের কাজের তদারকি করতে গত ২৫ আগস্ট পরিদর্শনে এলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। সঙ্গে ছিলেন সরকারি আধিকারিকবৃন্দ ও বজজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাসগুপ্ত ভাইস চেয়ারম্যান মহম্মদ মনসুর প্রমুখ। প্রসঙ্গত সংকীর্ণ চড়িয়াল ব্রিজের জন্য প্রতিদিন যানজটে নাকাল হন নিত্যযাত্রীরা। বাম আমল থেকে দাবি ছিল এই ব্রিজ চওড়া বা প্রসস্ত

করা হোক। কিন্তু দাবি বাস্তবায়িত হয়নি। তিন বছর আগে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর তৎপরতায় এই ব্রিজ চওড়া কররার সিদ্ধান্ত নেয় পূর্ত দফতর। প্রায় ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। জায়গা অধিগ্রহণ করে নতুন ব্রিজের কাজ শুরু হয়। এদিন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন আর দেড় মাসের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে আশা করা যায়। বর্তমানে যে ব্রিজ দিয়ে যান চলাচল করছে ওটা ভেঙে সংস্কার করা হবে। বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, বাম আমলে বিধায়ক অশোক দেব বারবার এই ব্রিজ সংস্কারের দাবি করেছেন। কিন্তু তা হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠনের পর সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী উদ্যোগ নিয়ে এই ব্রিজ সংস্কার করছেন। যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে কাজ শেষ হতে আড়াই মাস লাগবে।

বুড়ুল-বাওয়ালী-ধর্মতলা বাস উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দঃ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ-২ নম্বর ব্লকের সঞ্চিতা কলাভবন থেকে গত ২৪ আগস্ট একটি নতুন বাস রুটের উদ্বোধন করলেন পরিবহন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল। বাস ছাড়বে বুড়ুল পর্যটন কেন্দ্র থেকে। ডোঙাড়িয়া, নোদাখালী, সাতগাছিয়া, বাওয়ালী, বজবজ, ভবানীভবন হয়ে বাস যাবে ধর্মতলায়। সকালে দুটি বাস ছাড়বে বুড়ুল থেকে। বিকাল ৫টার পর ধর্মতলা থেকে দুটি বাস ছাড়বে।

পরবর্তী সময়ে বাসের সংখ্যা বাড়ানো হবে। নতুন বাস রুটের জন্য গ্রামীণ এলাকার মানুষ বৃহত্তর কলকাতার সঙ্গে খুব সহজে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে। তবে এলাকার মানুষের দাবি বাস রুট যেন কিছুদিন পর বন্ধ না হয়ে যায়। সেই সঙ্গে এলাকার মানুষজন জানাচ্ছেন বিশালাক্ষীতলা থেকে বাওয়ালী ট্রেকার স্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার করা হোক। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, মোহন চন্দ্র নস্কর, সভাপতি রীতা মিত্র, সহকারী সভাপতি বুচার ব্যানার্জী, আইসি পার্থ সারথী ঘোষ, জয়েন্ট বিডিও সওকাত আলী প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী।

কাঁঠালপাতা বিক্রি করে মেয়েকে বিডিও করলেন নুরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি : অভাবে হাঁসফাঁস করছিল সংসারটা। অদম্য ইচ্ছে শক্তি আর বড় হওয়ার স্বপ্ন স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জয়েন্ট বিডিও অফিসার হয়েছেন। ছোট থেকেই আর্থিক সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। এবং জীবনের সঠিক পথে হাঁটা যায়। তিনি সেটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে তা করে দেখিয়েছেন। ভদ্রেশ্বর অ্যাঙ্গাস খাঁ পুকুরের বাসিন্দা জ্যোৎস্না খাতুন। জ্যোৎস্নার বাবা নুরুল ইসলাম কাঁঠাল পাতা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। ওই কাঁঠালপাতা বিক্রির আয় থেকেই পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলেকে পড়াশোনা করিয়ে

শিক্ষিত করেছেন। নুরুল ইসলামের আদি বাড়ি মুর্শিদাবাদে সালার ভরতপুর গ্রামে। ভদ্রেশ্বর অ্যাঙ্গাস জুট মিল চত্বরে প্রতি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক হাট বসে। সেখানেই নুরুলের সাথে এই প্রতিবেদকের সাক্ষাৎ। বড় মেয়ে জ্যোৎস্না ২০০৮ সালে ভদ্রেশ্বর ধর্মতলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে ৪টে বিষয়ে লেটার নিয়ে ৬৫৯ (৮২.৩৭%) নম্বর নিয়ে পাশ করে। ২০১০ এ দিগড়া মল্লিক হাটি দেশবন্ধু স্কুলে সায়েন্স নিয়ে ৭১.২০% পাশ করেন। ২০১২তে চন্দননগর সরকারি ডুপ্লেক্স কলেজ থেকে উদ্ভিদ বিদ্যায় অনার্স নিয়ে উত্তীর্ণ হয়। এরপর এই মেধাবী ছাত্রী হুগলি মহসিন কলেজে উদ্ভিদ বিদ্যায় মাস্টার ডিগ্রি করেন। যদিও অ্যাঙ্গাস জুট মিল অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির বসবাস। সেখানে উচ্চ শিক্ষিত পড়াশোনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নেই। ২০১১তে জ্যোৎস্নার মুর্শিদাবাদে সালারে খজোরা গ্রামে বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু কমপিটিটিভ পরীক্ষার জন্য শ্বশুরবাড়ি থেকে ভদ্রেশ্বরে আসেন। স্বামীর অবদান অনস্বীকার্য।

বাঘের ভয়ে রাত কাটল গাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৭ আগষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে উত্তাল হয় ওঠে সমুদ্র। বঙ্গোপসাগরের গভীরে জেগে থাকা চড়ে ধাক্কা লাগে এফবি ভাই ভাই নামে এক বাংলাদেশী ট্রলারের। আর তাতে ঘটে যায় বড়সড় বিপত্তি। ট্রলারের পাটাতন ফুটো হয়ে ট্রলারের মধ্যে জল ঢুকতে শুরু করে। জীবন তখন বিপন্ন। বিপদ আসন্ন বুঝেই লাইফ জ্যাকেট ও ট্রলারে থাকা অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে তৈরি করে ফেলেন ভেলা। এরপর জীবন রক্ষার তাগিদে গভীর সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন এক দল বাংলাদেশী

মৎস্যজীবী। ভেলা সম্বল করেই দুরাত কেটে যায়! প্রত্যন্ত সুন্দরবন জঙ্গল লাগোয়া কালিবাড়ি দ্বীপে আশ্রয় নেন ১৭ জন বাংলাদেশী মৎস্যজীবী। দ্বীপে উঠতেই ভয় হয়, জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘ! অগত্যা নিরুপায় হয়ে সুন্দরবন জঙ্গলের গাছের উপর উঠে পড়ে ১৭ জন মৎস্যজীবী। শেষে রবিবার রাতে মৈপীঠ উপকুল থানা এলাকার মৎস্যজীবীদের একটি নৌকা কাঁকড়া ধরার সময় তাদের নজরে পড়ে বাংলাদেশী মৎস্যজীবীদের। তারা ১৭ জন মৎস্যজীবীকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে মৈপীঠ থানায় নিয়ে আসে। মৈপীঠ থানার পুলিশ অতি তৎপরতায় বাংলাদেশী মৎস্যজীবীদের শারীরিক পরীক্ষার জন্য স্থানীয় কুলতলি-জয়নগর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। চিকিৎসকদের মতে ১৭ জন বাংলাদেশী মৎস্যজীবী সকলেই সুস্থ রয়েছেন। অন্যদিকে দুরাত, দুদিন সমুদ্রে সাতার কেটে ১৩ জন মৎস্যজীবী প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের জীবনতলা থানার পুলিশ উদ্ধার করে।

বারুইপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাকসুদ হাসান জানিয়েছেন, মৎস্যজীবীদের খুব তাড়াতাড়ি তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

সমাজ বন্ধুদের সঙ্গে ইলিশ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইলিশের নাম শুনলেই বাঙালির জিভে জল আসে। তার উপর যদি তা একটু ভিন্ন স্বাদের হয় তাহলে তো কথাই নেই। তেমনই চেনা-অচেনা ইলিশের নানা পদের সম্ভার নিয়ে গত ২১ আগস্ট রবিবার বাঁশদ্রোণী পার্ক রোহিত প্যালেসে টালিগঞ্জ মানব কল্যাণ সংগঠনের উদ্যোগে ইলিশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বর্ষা মানেই বাঙালির মন ইলিশের স্বাদ গ্রহণ করতে চায়।

সংগঠনের সভাপতি তথা সমাজসেবী রাজু সরকার বলেন,

জাতে বাঙালি আর মাছে ইলিশ। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। নিম্নবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত সব বাঙালিরা ইলিশের প্রতি সমানভাবে অনুরক্ত। এদিন তাই সমাজের সমাজবন্ধুরা ছিল যেমন রিকশাওয়ালা, নাপিত থেকে বাড়ির ঠিকে কাজের লোকদের মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজনের ব্যবস্থা ছিল। সংস্থার সম্পাদক শুভঙ্কর দে বলেন, সময়ের স্রোতে জীবনের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হলেও ইলিশ নিয়ে আমাদের আবেগ, উচ্ছাস এখনও অটুট। ইলিশের সঙ্গে একটা আভিজাত্য জড়িয়ে আছে। এদিন ইলিশের নানারকম পদ ছিল, সারা বছরই বিশেষ বিশেষ দিনে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আমাদের সংগত করে চলেছে। পাশাপাশি সম্রাট বোস-এর বাউল সঙ্গীত ছিল। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় দলের ফুটবলার অনুদেব দাস, প্রাক্তন জাতীয় গোলকিপার দিলীপ পাল সংগঠনের সম্পাদক প্রাণগোপাল বসু। সংস্থার সম্পাদিকা পারমিতা সরকার, ১১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গোপাল রায়, সঞ্জয় কর্মকার সারা বাংলা মানব সংগঠনের সভাপতি তাপস দে, বাঁশদ্রোণী থানার অফিসার প্রদীপ ঘোষাল।

বারুইপুরে ইলিশ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুর পুরসভার উপপ্রধান, গৌতম দাসের তত্ত্বাবধানে,আবার বারুইপুরে চতুর্থ বর্ষ ২০২২ ইলিশ উৎসব পালিত হল। পরিচালনায় পদ্মপুকুর ইয়ুথ ক্লাব, উদ্বোধন করলেন অধ্যক্ষ পশ্চিমবঙ্গ (বিধানসভা) বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মহতী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক (বনমন্ত্রী), শশী পাঁজা (শিশু ও নারী কল্যাণ মন্ত্রী), অখিল গিরি (মৎস্যমন্ত্রী), রাজ চক্রবর্তী (বিধায়ক)ও জুন মালিয়া (বিধায়ক), ১৫ রকম পদ নিয়ে এই ইলিশ উৎসব পালিত হয়। শুধু তাই নয় এখানে ইলিশ মাছের বিভিন্ন পদ ক্রয় করা হয়, বসে খাওয়া ও কাঁচা ইলিশ মাছ কেনার ব্যবস্থা ছিল। বারুইপুর সোনার তরী কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠানটি পালিত হয়েছিল। সকাল ১১ টা থেকে রাত নটা পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি চালানো হয়। প্রচুর লোকের সমাগম, হয়েছিল। বাঙালির শ্রেষ্ঠ ইলিশ উৎসব বলে কথা।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর-১ নম্বর ব্লকের রসখালী অঞ্চলে বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং রসখালী সানরাইজার ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি পালিত হল। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে র‍্যালী হয়। সেই সঙ্গে এলাকার বাজার রাস্তা ঘাট ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের শপথ বাক্য পাঠ করান দফতরের অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কপিল কুমার। ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধিনস্ত সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর বলেন, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে পরিবেশকে দূষণ মুক্ত ও সুস্থ রাখতে হবে। এর জন্য যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। সুভাষ চন্দ্র বসু ও স্বামী বিবেকানন্দের মর্মর মূর্তিও পরিষ্কার করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষক কামিনী কুমার গুছাইত, বিশিষ্ট সমাজসেবী নিতিশ মণ্ডল, সুফল ঘাঁটু সহ রসখালী সানরাইজার ক্লাবের সদস্যরা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ২৭ আগস্ট – ২ সেপ্টেম্বর, ২০২২

ওরা কবে চাকরি পাবে

রোদ জল বৃষ্টি উপেক্ষা করে মাসের পর মাস একদল যোগ্য শিক্ষক পথের মাঝে প্রতিবাদ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। পাশ দিয়ে বাস মিনিবাস গাড়ি কখনও ধুলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছে কখনো বা একের পর এক হর্নের শব্দে শব্দদূষণের নিয়ন্ত্রিত মাত্রা অতিক্রম করে যাচ্ছে। কিছুতেই ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। শিক্ষক নিয়োগের সমস্ত কিছু যোগ্যতা অতিক্রম করার পরও ওরা শিক্ষকতার চাকরি পাচ্ছে না। এই লজ্জা ঢাকতে নানা রাজনৈতিক দলের নেতারা আসছেন, প্রথামত প্রতিশ্রুতিও দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু তারা চাকরির নিয়োগপত্র হাতে পাচ্ছেন না। জেলা থেকে কেউ এসেছেন অসুস্থ বাবা মাকে বাড়িতে রেখে, কারুর বা প্রাইভেট টিউশনগুলি চলে গেছে এই আন্দোলনের শরিক হতে গিয়ে। শিশুকে কোলে নিয়ে হবু দিদিমনি অসহায় হয়ে পথের ধারে প্রতিবাদ আন্দোলন করে চলেছেন। গণ মাধ্যমে সামাজিক মাধ্যমে সেসব চিত্র এখন আর নতুন নয়। তারা মন্ত্রী নেতা শিক্ষা দফতর সর্বত্রই অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েছেন। কখনও কখনও তাদের ভাগ্যে পুলিশের লাঠি পেটার মতো ঘটনাও ঘটেছে। তবু তাদের চাকরি হয়নি। উচ্চ ন্যায়ালয়ের দিকে তাকিয়ে সহৃদয় আইনজীবীদের উদ্যোগে এবং বিচারপতির নির্দেশে পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে গেলেও বাস্তব ঘটনা হচ্ছে হবু শিক্ষক শিক্ষিকাদের বয়স বাড়ছে, আর্থিক দুঃখ দুর্দশা বাড়ছে, ধৈর্যের বাধ ভাঙছে কিন্তু প্রতিশ্রুতির মতো তারা নিয়োগ পত্র পাচ্ছে না।

নিয়োগ দুর্নীতির এই ভয়ংকর চিত্র শুধু বাংলাকে নয় সারা দেশকে চমকে দিয়েছে। সেন্ট্রাল এজেন্সি দিয়ে তদন্ত করাতেই ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে। সারা দেশ বিস্ফরিত নয়নে দেখেছে একদা উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কীর্তি ও কেলেঙ্কারি। যা দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করেছে প্রহর গুনেছে চাকরির নিয়োগপত্র পাওয়ার আশায় তারা সারা রাত ধরে কোটি কোটি টাকা গোনার দৃশ্য দেখেছে গণমাধ্যমে। সারা দেশ সাক্ষী থেকেছে এক মন্ত্রীর কন্যাকে কীভাবে বেআইনিভাবে শিক্ষিকার চাকরি থেকে অপসারণ করা এবং টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ মাননীয় বিচারক অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ঐতিহাসিক রায়গুলি সামনে না এলে জানাই যেত না দুর্নীতির শিকড় এতো গভীরে। হিমশৈলের চূড়ার মতো যেটা দেখা যাচ্ছে এর সব দুর্নীতি গড়ে উঠেছে ভদ্রতা আর গাম্ভীর্যের মুখোশের নেপথ্যে। একদা শিক্ষামন্ত্রীর এই অসহনীয় চৌর্যবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয় নি তাকে দল থেকে বিতাড়িত করেছে।

বিগত বাম আমলেই শিক্ষার অনিলায়ন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। সে সময় কলেজ সার্ভিস কমিশন কিংবা বিশ্ব বিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের সুপারিশ জরুরি ছিল। জরুরি ছিল বাম নেতাদের আত্মীয় স্বজন হওয়ার সৌভাগ্য। বহু যোগ্য প্রার্থীকে বঞ্চিত করে উচ্চশিক্ষায় স্বজপ পোষণের ধারা চলতো সে ঐতিহ্য পল্লবিত হয়েছে পরবর্তী কালে। অতি সূক্ষ্মভাবে চলা বাম আমলের দুর্নীতিগুলি প্রকাশ্যে আসতে পারেনি নানা কারণে। অনুচ্চারিত থেকে গেছে সেই সব বঞ্চিতের হাহাকার। তবু বাম আমলের অনিলায়ন ছাড়িয়ে গেছে বর্তমানের বিভীষিকাময় দুর্নীতির ব্যাপ্তিতে।

ভোট আসবে যাবে নানা সরকারের নানা প্রতিশ্রুতি হাওয়ায় ভেসে বেড়াবে কিন্তু যারা জীবনের মূল্যবান বছরগুলি হারিয়ে ফেলল তাদের বিচার কে করবে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র আঠার

অগ্নে নয় সুপৃথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং
তে নমউক্তিং বিধেম।।১৮।।

অগ্নে– হে অগ্নিসম শক্তিমান ভগবান; নয়– কৃপা করে পরিচালিত করুন; সুপথা– সঠিক পথের দ্বারা; রায়ে– আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; অস্মান্– আমাদিগকে; বিশ্বানি– সমস্ত; দেব– হে দেব; বয়ুনানি– কার্যাবলী; বিদ্বান– জ্ঞাতা; যুয়োধি– কৃপা করে দূর করুন; অস্মৎ– আমাদের থেকে; জুহুরাণম্– পথের প্রতিবন্ধকগুলি; এনাঃ– সকল পাপসমূহ; ভূয়িষ্ঠাম– বার বার; তে– আপনাকে; নমঃ উক্তিম– প্রণাম উক্তি; বিধেম– আমি করি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি অগ্নিসম তেজস্বী, সর্বশক্তিমান, এখন আপনাকে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করি। হে পরম করুণাময়! আপনি আমাকে যথাযথভাবে চালিত করুন। যাতে পরিণামে আমি আপনাকেই প্রাপ্ত হই। আপনি আমার অতীত কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত, তাই কৃপা করে পরমার্থ লাভের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ পূর্ব পাপকর্মের ফল থেকে আমাকে মুক্ত করুন।

তাৎপর্য

এমন কি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম না হলেও, দক্ষ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্নই হন না, স্বয়ং পরমেশ্বরের সকল সদ্‌গুণাবলীই তিনি অর্জন করেন। এমন কি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম না হলেও, দক্ষ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের মতো সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের যোগ্যতা আপনা থেকেই তিনি অর্জন করেন। এমনই ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা, তিনি একজন ব্রাহ্মণ বংশজাত ব্যক্তিকে নীচ চণ্ডালে পরিণত করতে পারেন, আবার কেবল ভগবদ্ভক্তিরই বলে নীচ চণ্ডালকে যোগ্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেয় করতে পারেন।

সর্বশক্তিমান ভগবান যেহেতু সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, তাই তিনি তাঁর নিষ্ঠাবান ভক্তকে নির্দেশ প্রদান করেন যাতে তিনি সঠিক পথ লাভ করে। ভক্ত অন্য কিছু কামনা করলেও, এই রকম নির্দেশ, বিশেষভাবে ভক্তকে প্রদান করেন।

বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিও, কহিলেন গুরু রামদাস

অমিতাভ সেন

স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী তাঁর গুরু স্বামী শিবানন্দের (স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা) আশীর্বাদে হয়েছিলেন স্বশিক্ষিত পূর্ণ মানুষ। তাঁর প্রথাগত শিক্ষা ক্লাস এইট পর্যন্ত, মাদ্রাজ মঠে রাঁধুনীর কাজ করতেন, আর সময় পেলে (সে ৫ মিনিট, ১০ মিনিট হলেও) শ্রীরামকৃষ্ণ–মা সারদা–স্বামীজী সংক্রান্ত বই অতি নিবিষ্ট মনে পড়তেন। একবার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী শিবানন্দজী মাদ্রাজ গেছেন। ওদেশে কফি সুলভ, কিন্তু মঠের রান্নাঘরের কিশোর কর্মী চা তৈরি করে প্রেসিডেন্ট মহারাজকে পান করালেন। স্বামী শিবানন্দ খুব খুশি তিনি বল্লেন– তুই যা চাস আমি সেই আশীর্বাদ করবো, বল তুই কী চাস। কিশোর কর্মী বললেন,– আশীর্বাদ করুন যেন শ্রীঠাকুর স্বামীজির ভাব প্রচার করতে পারি। গুরুজী আশীর্বাদ করলেন তোর জিহ্বাগ্রে দেবী সরস্বতী নিবাস করবেন। পরবর্তী জীবনে বহুভাষাবিদ মহাপণ্ডিত রঙ্গনাথানন্দ মহারাজ পৃথিবীর বহু দেশে ভাব প্রচার করে গেছেন। ইংরাজীতে তিনি শ্রীগীতার ব্যাখ্যা লিখেছেন তিন খণ্ডে। বিভূতি যোগ অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্নের ব্যাখ্যায় তিনি লিখছেন,– ভারতবর্ষীয়রা যুগ যুগ ধরে সংস্কারগত ভাবে আত্মার ক্ষুধা অনুভব করে, দেহের নয়, মনের নয়। আত্মার।

ভ্যাটিকান এর পোপ ভারত ভ্রমণকালে মুম্বাই এসেছিলেন। এই ঘটনাটি কোন ভারতের সংবাদপত্রে নয়, ভ্যাটিকানএর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। হাজার মানুষ পোপের ভাষণ শুনতে এসেছেন। পোপ সেক্রেটারিকে প্রশ্ন করেন। সমবেত জনতা কী ক্যাথলিক? সেক্রেটারির উত্তর না মহোদয়। আবার প্রশ্ন, তবে কী ক্রিশ্চিয়ন? পুনঃ উত্তর না মহোদয়, সমবেত জনতা প্রায় সকলেই হিন্দু। পোপ মহোদয় বলেন, এই টাই ভারতবর্ষের মহাত্মা। সমবেত হিন্দুরা ক্যাথলিক চার্চের শীর্ষ ব্যক্তিকে দেখতে আসেনি। খ্রিস্টান জগতের পুরোধাকেও দেখতে আসেনি। কিন্তু ঈশ্বরপ্রেরিত মানুষকে দেখতে এসেছে। এইটাই ভারতবর্ষীয়দের গুণ। ভারত এই জন্যেই অমর।

তেন তক্তেন ভুঞ্জী থাঃ– তাঁহাকে ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ করিতে হয়। ঈশোপনিষৎ–এ এই মন্ত্রটি বলা আছে। ঈশ্বরও ভোগের বস্তু, তবে অমৃতভোগের একমাত্র উপায় ত্যাগ। বৈরাগ্য আর ত্যাগের অর্থ কাছাকাছি এলেও এদুটি সমার্থক পদ নয়। বৈরাগ্য বাসনা তীব্র হলে সন্ন্যাস প্রাপ্তি হয়। অন্তরে বাহিরে গেরুয়া। ত্যাগ তিতিক্ষা সুষমা মণ্ডিত হলে অন্তলোক ভাগবা রঙে রাঙা হয়। ঈশ্বর রসো বৈ সঃ তিনি রস স্বরূপ–প্রেম স্বরূপ। শ্রীগীতায় শেষ অধ্যায়ে রয়েছে মোক্ষ যোগ। বৃন্দাবনের গোপিনীরা বলেছিলেন আমরা মোক্ষও চাই না, শ্রীকৃষ্ণ আমরা শুধু তোমাকে চাই। এই তীব্র প্রেম মূর্ত হয়েছে শ্রীচৈতন্যের মধ্যে। দিব্য প্রেমও যুক্তি এনে দিতে পারে। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়/অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তি স্বাদ– লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রায় কাছাকাছি মত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণেরও; যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সে তো পাহাড়ের ওপর থাকে, সে তো সূর্য্যি দেখবেই। কিন্তু যে গৃহী, গুহার মধ্যে থাকে, সাতমন পাথর ঠেলে তাকে আলো দেখতে হয় ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ এটা ভারতীয় অর্থনৈতিক দর্শনেরও মূল কথা।

আমেরিকা ভোগবাদী দেশ, সেখানকার মানুষ যত খায় তত নষ্ট করে। অর্থনীতি চলে ক্রেডিটের ওপর, ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। নাগরিকজন উপার্জন করে শোধ করে। সবার উপার্জন করার ক্ষমতা সর্বদা সমান থাকে না, বা উপার্জন করার সুযোগও একই রকম থাকে না। কমপিউটর প্রয়োগের বিপুল বিকাশের ফলে মেধাশক্তি (Intellectual Property)

স্বামী শিবানন্দ মহারাজজি

সর্বত্রগামী হয়েছে। রিসর্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের কাজ বঙ্গদেশেও চলছে। যে সামগ্রী আগে একমাত্র আমেরিকান কোম্পানি ওই মুলুকে তৈরি করতো, আজ ভারতেও তৈরি হচ্ছে। ভারতীয় মানুষের প্রয়োজন বুঝে প্রোডাক্টের রিমডিউল করা হচ্ছে। মেডিসিন, এপ্লায়েনসেস সকল ক্ষেত্রেই; এক চেটিয়া কারবার চলছে না। এটাই উপার্জনের সুযোগ কমার কারণ এবং নন পারফর্মিং অ্যাসেট (NPA) বাড়ার উৎস। প্রতিটি মার্কিন মানুষের মাথার ওপর গড় ঋণের পরিমাণ অবিশ্বাস্য রকম বেশী। সারা পৃথিবীর অর্থনীতির এক্সচেঞ্জ (আমদানী রপ্তানীর আর্থিক বিনিময়) ডলারের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর থেকেই Pas Britanica ধীরে ধীরে Pas Amerikanaর রূপ পেতে থাকে। অর্থাৎ আমেরিকা আর্থিক দুনিয়ার সেন্টার অফ গ্রাভিটিতে পরিণত হয়ে থাকে। ২০০৮ সালের ভয়ংকর ইকোনমিক রিসিসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পদে পদে গ্রাস করেছিল। ভারতবর্ষ এড়াতে পেরেছিল ভারত কন্যাদের চিরকালীন স্বতন্ত্র স্বভাবের জন্য। রাখিবে লক্ষ্মীর চাল এক মুষ্ঠি করে। ভোজনের জন্য যতটা চালের প্রয়োজন হয় তার থেকেও এক মুঠো চাল ভাঁড়ারে তুলে রাখে। এই সঞ্চয় প্রবৃত্তি ভারতীয় অর্থনীতির লাইফ লাইন। উন্নত দেশগুলির নষ্ট করার যে রোগ, যাকে বলে কনসপিকিউয়স কনসামপসন ভারতীয় সমাজ সেই সংক্রমণ থেকে দূরে থাকে। কিন্তু গ্লোবালাইজেশন এর যুগে সব ইনফেকসন থেকে তো এড়িয়ে থাকা যায় না। তার মধ্যেও পথ খুঁজে নিতে হয়। রাশিয়ার ওপর আমেরিকা স্যাংশনস চাপিয়েছে। আগে দূরত্ব এর কারণে রাশিয়া থেকে ভারতে মাত্র ১% তেল আমদানি করা হতো। বাকি অংশ আসতে আরব দুনিয়ার থেকে। অবশ্য অনেকে মনে করেন এর পেছনে ভোট ব্যাঙ্ক পলিটিকসই আসল কারণ। কংগ্রেস বরাবরই (১৯১৫ সালে লক্ষ্ণৌ প্যাক্টএর সময় থেকে) তোষণবাদিতার ওপরই ভরসা করে এসেছে। যাই হোক বর্তমানে প্রায় ১৮% তেল রাশিয়া থেকে আসছে ৪৭% কনসেশনাল রেটে। ট্রান্সপোর্টেশন চার্জ ও ইনস্যুরেন্স এর দায়িত্ব রপ্তানীকারক দেশ রাশিয়ার। এর দাম মেটাতে হবে ডলার এ নয়; টাকা রুবল প্যারাল্যানসএর মাধ্যমে। তাই দেখা গেল ক্রুড অয়েল ভর্তি জাহাজ যখন আসছে, ইউক্রেনে বম্বিং কমছে। এতে রাশিয়ার ও সুবিধা। সমগ্র আরব দুনিয়ায় যতো তেল আছে তার ডবল পাওয়া যায় ভেনেজুয়েলায়। এর ডবল তেল আছে রাশিয়ায়। ইউরোপের অনেক দেশ যখন তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে তখন ভারতবর্ষের বিপুল কনসিউমার মার্কেট রাশিয়ার টার্গেট। এটা না পেলে অনেক অয়েল রিগ রাশিয়াকে বন্ধ করে দিতে হতো। দিবে আর নিবে, মেলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।

শিকাগো ধর্মসম্মেলন থেকে ফিরে ১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ রামেশ্বরমে এক বিশাল সভায় বলেছিলেন আগামী পঞ্চাশ বছর ভারতবর্ষের সমস্ত দেব–দেবী নিদ্রা যান। আগামী পঞ্চাশবছর তোমাদের একমাত্র আরাধ্যা হোন ভারতমাতা।

কতো সালে বলেছিলেন? ১৮৯৭! কতো বছর? ৫০ বছর? ১৮৯৭+৫০=১৯৪৭ ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। যোগী সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি কখনও ব্যর্থ হয় না। স্বামীজি আরও বলেছিলেন : আমি দেখিতে পাইতেছি আমার ভারতমাতা সারা বিশ্বের পূজা পাইতেছেন। আজকে বিশ্বের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামরিক, রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক ফ্যাকটরসগুলি যদি বিবেচনা করি, তবে এটাই প্রতীয়মান হবে যে স্বামীজি চিরসত্য। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ রোমা রেল্যাকে বলেছিলেন : If you want to know India study Vivekananda, every thing is positive in Him.

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে ১৪০ কোটি ভারতবাসী একজাতি এক প্রান এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। আদরনীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে প্রতিটি পরিবার তিরঙ্গাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে। (ব্যতিক্রম শুধু একজন মহিলা। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি খাঁক করেছেন : পতাকা আমি টাঙাবো কি টাঙাবো না সেটা তুই ঠিক করে দিবি?) লাল কেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী মিশন শতবর্ষ ঘোষণা করে দিয়েছেন। বিশ্ব সভায় ভারতমাতাকে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে পাঁচটি প্রতিজ্ঞার কথা বলেছেন। বাকি চারটির পণের আলোচনা পরে করবো। শুধু একটির কথা এখানে নিবেদন করি : ভ্রষ্টাচার, ভাই–ভাতিজাবাদ, পরিবারবাদ মুক্ত ভারত। ভ্রষ্টাচার এর সূত্রপাত নেহরু জমানায় লাইসেনস রাজের মোহময়ী নয়নসজ্জা থেকে। এ ব্যবস্থা এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে একসময়ে আরেক প্রধানমন্ত্র নেহেরু দৌহিত্র রাজীব মন্তব্য করে : যদি দিল্লি থেকে এক টাকা খরচ হয় তো মানুষের হাতে মাত্র পনের পয়সা পৌঁছায়। আজ DBT (Direct Benefit Transfer) মাধ্যমে প্রাপ্তব্য আর্থিক সুবিধা মানুষের হাতে পৌঁছাচ্ছে। আয়ুষ্মান ভারত স্কীমে পাঁচ লাখ পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিমা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে পাকা আবাস, জল–জীবন মিশন স্কীমে ৫৫% এর বেশি পরিবারে পরিশ্রুত পেয় জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। করোনাকালে ২০০ কোটি স্বদেশী টিকা বিনা মূল্যে বিতরণ একটা বিরাট উপলব্ধি। সাগরপাড়ে মোদী বিরোধী লবির একটা বিরাট প্রচার ছিল ভারতে স্বাস্থ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত নয়, তাই অন্ততঃ পক্ষে ৫০ কোটি ভারতীয়র মৃত্যু হবে। পাঁচ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে সেই দুর্ভাগ্য থেকে নিস্তার পাওয়া গেছে। নাগরিকজীবনে মিনিমাম এমেনিটিস পৌঁছে দেওয়া সরকারের বেসিক দায়িত্ব। প্রান্তিক চাষিরা (যাদের মোট জমির পরিমান নয় বিঘে বা কম) চাষের সিজনে প্রয়োজনীয় খরচ যোগাড় করতে পারে না; সুভাষচন্দ্রের ভাষায় 'জরু গরু' বন্ধক রাখতে হয়। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দিতে কিষাণ সম্মান নিধি বছরে তিন বার দেওয়া হয়। অন্নদাতা কৃষক সমাজ বাম্পার কৃষি উৎপাদন করেন। করোনাকালে শিল্প উৎপাদন কমেছে, কিন্তু কৃষি উৎপাদন বিপুলভাবে বেড়েছে। শ্রমিকবন্ধুরা গ্রামে ফিরে গিয়ে জমিতে ঘাম ঝড়িয়েছেন। আগের বছরের তুলনায় ২০–২১ ভিত্তি বর্ষে ৪৮ শতাংশ বেশি কৃষিপণ্য রপ্তানি হয়েছে ২১–২২এ তার থেকেও ২১ শতাংশ বেশি। বিভিন্ন কোম্পানি চাষিদের কাছ থেকে শষ্য ডাইরেক্টলি কিনে রপ্তানি করছে একটা প্রতিযোগিতা রয়েছে। চাষিরা এমএসপি থেকেও ২০–২৫ টাকা কুইন্টল প্রতি বেশি পেয়েছেন। আর্থিক অবস্থার সুধার হওয়ায় ভোগ্যপণ্য বেশি করে কিনছেন। তাঁরা মূলতঃ যে পোশাক আশাক বেশি ব্যবহার করেন তার ব্যবসা (খাদি ও গ্রামদ্যোগ) এক লক্ষ বাহান্ন হাজার কোটি টাকা হয়েছে। অর্থাৎ জনকল্যাণ খাতে সরকারি বিনিয়োগ স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করতে পারছে। কিন্তু আপ পার্টির মত মুফতে বিদ্যুত জল ঢালাও পেনসন দিতে থাকলে ভোট বাক্সে লাভ হবে; কিন্তু অর্থনীতির ক্ষতি। লক্ষ্মীর ঝাঁপিও এই রকম একটি ফ্রীবিজ। এসব লক্ষ্য করেই আদরণীয় মোদিজী বলেছেন : রেওড়ী বাঁটনা বন্দ করো।

লেখক কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট

দেশ দেশান্তরে

মুদ্রা সঙ্কট

প্রণব গুহ

সবাই তটস্থ– যদি শ্রীলঙ্কা হয়ে যাই! দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের প্রতিবেশি ছোট ছোট দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে শ্রীলঙ্কা ফোবিয়া। কোভিডে দুর্বল অর্থনীতিতে ধাক্কা দিয়েছে রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ। প্রথমে সবাই ভেবেছিল যুদ্ধ থেমে যাবে দু–এক সপ্তাহে। বড় জোড় মাসখানেক। কিন্তু সে যুদ্ধ আজ পেরোচ্ছে মাসের পর মাস। রাশিয়ার আগ্রাসনের জোর টক্কর দিচ্ছেন জেলেনেস্কি। ফলে জ্বালানী তেলের সরবরাহ ব্যহত হচ্ছে প্রতিদিন। জনজীবন সচল রাখতে বেশি দাম দিয়ে হলেও জ্বালানী কিনতে হচ্ছে ছোট বড় সব দেশকেই। ভারতের মতো যাদের সামলে নেবার ক্ষমতা রয়েছে তারা কারোর তোয়াক্কা না করে এদিক ওদিক ম্যানেজ করে তেল কিনছে কিছুটা সস্তায়। কিন্তু যাদের সেই এলেম নেই বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে তারা পড়েছে ঘোর বিপদে।

বাংলাদেশ এই সংকট সামলাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুলগুলি প্রতি সপ্তাহে একটি অতিরিক্ত দিন বন্ধ করবে এবং সরকারী অফিস এবং ব্যাঙ্কগুলি বিদ্যুতের ব্যবহার কমাতে তাদের কাজের দিনগুলি এক ঘন্টা কমিয়ে দেবে। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার ফলে দেশে জ্বালানি ও খাদ্যের দাম বেড়েছে। সরকার সমস্ত ডিজেল চালিত

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কার্যক্রম স্থগিত করার পরে, দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ১০০০ মেগাওয়াট হ্রাস করার পরে দেশটি আরও ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় ৮০ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে।

বাংলাদেশ তার ক্রমহ্রাসমান বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ কমাতে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ব্যবস্থা নিচ্ছে। গত মাসে, জ্বালানির দাম ৫০% এর বেশি বাড়ানো হয়েছিল। সরকার বলেছে যে তারা একটি বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে রাশিয়া থেকে সস্তা জ্বালানী পাওয়ার বিকল্পগুলি অনুসন্ধান করছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ দেশের ৪১৬ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিকে সমর্থন করার জন্য শিল্প অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা গত এক দশক ধরে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জুলাই মাসে, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কাছে একটি অনির্দিষ্ট ঋণ চেয়েছিল, শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানের পরে সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ার তৃতীয় দেশ হয়ে উঠেছে। আইএমএফের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভাগের বিভাগীয় প্রধান রাহুল আনন্দ একটি সাম্প্রতিক পরামর্শে বলেছেন যে বাংলাদেশ একটি সঙ্কট পরিস্থিতির মধ্যে ছিল না এবং এর বাহ্যিক অবস্থান এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের থেকে খুব আলাদা।

এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা শুরু হয়েছে। তবে সরকার বলেছে যে আন্তর্জাতিক জ্বালানির দাম বৃদ্ধির মধ্যে লোকসান কমানো প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে উচ্চ মূল্যের বিরুদ্ধে ছোট রাস্তায় বিক্ষোভ হয়েছে, এবং সরকার বলেছে যে আন্তর্জাতিক দাম সহজ হওয়ার পরে অভ্যন্তরীণ দামগুলি সামঞ্জস্য করা হবে। দেশটির বিরোধীরা দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে এবং জ্বালানি খাতে লোকসান দূর করতে সরকারের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছে।

ভুটানের অর্থনৈতিক সংকটও গুরুতর। ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতি এবং ক্রমবর্ধমান আমদানি ব্যয় ভুটানের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের উপর ছায়া ফেলেছে। ছোট্ট হিমালয় জাতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি প্রক্রিয়া তৈরি করছে। ভুটান – দক্ষিণ এশীয় দেশ যেটি সম্ভবত মোট দেশীয় পণ্যের (জিডিপি) তুলনায় মোট জাতীয় সুখের প্রচারের দর্শনের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত – অর্থনৈতিক হেডওয়াইন্ডের সম্মুখীন হচ্ছে। ৮০০০০০০–এর কম লোকের জনসংখ্যা সহ, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা এবং দেশব্যাপী কোভিড লকডাউন। ভুটানের ছোট– এবং মাঝারি আকারের ব্যবসাগুলি ভেসে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে।

ভুটানের রয়্যাল মনিটারি অথরিটি দ্বারা জুলাই মাসে প্রকাশিত ডেটা দেখায় যে ডিসেম্বরের শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০২১ সালের এপ্রিলে ১.৪৬ বিলিয়ন ডলার থেকে সঙ্কুচিত হয়ে ৯৭০ ডলার মিলিয়ন যেখানে মোট বৈদেশিক ঋণ করোনাভাইরাস আগে ২.৭ ডলার বিলিয়ন থেকে বেড়ে ৩.২ ডলার বিলিয়ন হয়েছে। পৃথিবীব্যাপী ১৪ মাসের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি মেটাতে দেশের পর্যাপ্ত বৈদেশিক রিজার্ভ রয়েছে। ভুটানের সংবিধান ১২ মাসের আমদানি পূরণের জন্য পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বজায় রাখার জন্য দেশটিকে বাধ্য করে। আপাতত, ভুটান তার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের মধ্যে ডুবে যাওয়া রোধ করতে বাণিজ্য ঘাটতির সমস্যা মোকাবিলার জন্য চেষ্টা করছে।

ফেসবুক বার্তা

আপনি জানেন কি?

Tom & Jerry নির্মিত হয়েছিল ৮২ বছর আগে ১৯৪০ সালে, William Hanna এবং Joseph Barbera'র মাধ্যমে। কার্টুন হয়েও টম এন্ড জেরি একাডেমি অ্যাওয়ার্ড অর্থাৎ অস্কার জিতেছে ৭ বার।

প্যাকেটজাত সামগ্রীর আইন সংশোধন

পিআইবি : পোশাক এবং হোসিয়ারি শিল্পের সহজ ব্যবসা–বাণিজ্যের জন্য উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর ২০১১ সালের প্যাকেটজাত সামগ্রীর আইনি পরিমাপগত নিয়মাবলীতে সংশোধন এনেছে। এর ফলে, খুচরো সামগ্রী বিক্রির ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। গ্রাহকদের স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করলেই এইসব সামগ্রী বিক্রি করা যাবে।

এখন থেকে পোশাক এবং হোসিয়ারি শিল্পের প্যাকেটজাত সামগ্রীর জন্য অভিন্ন বা জেনেরিক নাম, সামগ্রীর মোট ওজন, একক সামগ্রীর মূল্য ঘোষণা, কবে সংশ্লিষ্ট সামগ্রীটি তৈরি করা হয়েছে সে বিষয়ে তথ্য, কোন সময়ের মধ্যে এটি ব্যবহার করতে হবে এবং গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। সংশ্লিষ্ট শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আবেদনের নিরিখে এই পরিবর্তন করা হল। বর্তমানে উৎপাদক সংস্থা, বাজারজাতকারী সংস্থা, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, গ্রাহক পরিষেবার ই–মেল ঠিকানা ও ফোন নম্বর, সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রীর আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত নিয়ম অনুসারে পরিমাপ এবং সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রাহকদের দিলেই চলবে।

পাঠকের কলমে

কলিযুগের পার্থ

বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও ঘুষ নিয়ে, বেশ কিছু সুপারিশ নিয়ে স্কুল–কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি হয়েছে। কিন্তু তাদের ছিল যোগ্যতা, নিদেন পক্ষে মাস্টার ডিগ্রিটা ছিল। কিন্তু প্যানেলে নাম নেই এমন নজির নেই। বিশেষত শিক্ষামন্ত্রী নিজে নিয়োগ কমিশনের শীলমোহর লাগানো খামে করে সরাসরি ঘুষ নিয়েছেন। তা টাকার পরিমাণ এতটাই বেশি যে তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একাধিক মহিলার সংশ্রব। ছিঃ ছিঃ কী অরাজকতা। কী অবক্ষয়। এই প্রজন্ম কী দেখছে, কী শিখবে। কারো বাবা, কারো কাকা বা কারো জ্যাঠার বয়সী একজনের একাধিক মহিলা সংশ্রব যা নাকি তার মেয়ের বয়সী। তার স্ত্রী বিয়োগ, মাতৃ বিয়োগ মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়া কোনোটাই কি তার রুচিকে বাধা প্রদান করে নি। তিনি রাজনীতিবিদ যাদের কিনা মতাদর্শ, ভাবধারা এমন হওয়া উচিত যা জনগণের বিশ্বাস যোগ্যতার কারণ হওয়া উচিত। একি তার নমুনা। মূল্যবোধের অবক্ষয় যেন এক সীমাহীন পর্যায়ে চলে গেছে। জনগণের ভোটে জিতে মন্ত্রিত্ব লাভ করার পর জনগণের চোখে তার পদলেহন।

একি কলিযুগের পার্থ।

আজ ইলেকট্রিক–ইলেকট্রনিক্স দুনিয়ার দ্বারা প্রত্যন্ত গ্রামে–গঞ্জে মানুষ সব ব্যাপারে অবগত। বিভিন্ন ব্যঙ্গ প্রহসনের শিকার মন্ত্রী। তথাপি তিনি এখনও মন্ত্রিত্ব হারাননি। শাসক দলের সর্বময় সম্পাদক পদেও অধিষ্ঠিত। রাজ্যটা পশ্চিমবঙ্গ বলেই সম্ভব।

আরও একটা বিষয় যে শিক্ষক পদের জন্য প্রার্থীরা এই টাকা জোগাড় করেছেন হয়ত মায়ের

গয়না বন্ধক দিয়ে, হয়ত বা জমি বিক্রি করে, না হয় ধার করে নতুবা বাড়ি মটগেজ রেখে চাকরি পাবার আশায়। বহু মানুষের অশ্রুভেজা কান্না হয়ত জড়িত এর সঙ্গে কিন্তু একটা বিষয় খুব খটকা লাগছে এই নিয়োগ কিন্তু শিক্ষক নিয়োগের কাণ্ড যারা দেশের ভবিষ্যত তথা দেশের আগামী প্রজন্ম সৃষ্টির কারিগর। এরা এতটা অসদ উপায় অবলম্বন করলেন কিভাবে। তাদের মনে কি নাড়া দিত না এটা অস্বচ্ছভাবে নিয়োগ। তাদের আত্মবিশ্বাস, মর্যাদায় আঘাত হানল না যে এটা ভ্রষ্টাচার, এটা অন্যায়। জানি না এই অসৎ শিক্ষক, কীভাবে ভবিষ্যত প্রজন্মকে শিক্ষা দেবেন।

মুখ্যমন্ত্রী ফেঁসে যাওয়ার ভয়ে তায়ভার এড়াতে পারেন না। তিনি এসব ব্যাপারে অবগত ছিলেন না তা দুগ্ধপোষ্য শিশুর পক্ষেও বিশ্বাস করা কঠিন। কেননা তার অঙ্গুলিহেলনেই এ রাজ্যের প্রতিটি গাছের পাতা নড়ে। তিনি অবিলম্বে সদুপায়ে শিক্ষকদের যথাযোগ্য মান্যতা দিয়ে যদি চাকরি দিয়ে পদে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তবে তিনিও কিছুটা দায়মুক্ত হবেন। ঈশ্বরের বিচার বড় কঠিন। প্রতিটি চাকরি প্রার্থীর, তাদের পরিবারের চোখের জল, তাদের রাতের ঘুম, কারো কারো মৃত্যু কোনও অভিশাপ বয়ে নিয়ে আসবে কেউ জানে না।

হে কৃষ্ণ পার্থের বিচার করো।

বীথিকা সাহা, লেকটাউন

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

আরপিএফের রেলযাত্রী সচেতনতা কর্মসূচি

দেবাশিস রায় : যাত্রী সুরক্ষায় ভারতীয় রেল সদা তৎপর। তা সে ট্রেনে সফরকালেই হোক কিংবা স্টেশন প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের অপেক্ষায়। হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল, বর্ধমান, মালদহ, নিউ জলপাইগুড়ি সহ এরাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশনগুলির পাশাপাশি মফঃস্বলের আরও অসংখ্য জমজমাট স্টেশনগুলিতে রেলযাত্রী সুরক্ষায় আরপিএফ কার্যত শ্যেনদৃষ্টি রেখেছে। আর তার সুফলও বেশ মিলছে। এই ধারাবাহিক নজরদারির কারণেই সাম্প্রতিককালে শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশনে একাধিক বড়োসড়ো সাফল্য এসেছে রেলের ঝুলিতে। স্টেশন চত্বর থেকে উদ্ধার হয়েছে লক্ষ লক্ষ নগদ টাকা সহ বিপুল পরিমাণ সোনা সহ অন্যান্য সামগ্রী। সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, বিচ্ছিন্নতাবাদী একাধিক গোষ্ঠী তথা চক্র দেশজুড়ে সক্রিয়। ইতিমধ্যেই জঙ্গিগোষ্ঠীর একাধিক মডিউলের ফের সক্রিয়তার খবর গোয়েন্দাদের কাছে পৌঁছে যাওয়ায় দেশজুড়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে। বিশেষ করে রেল, বিমান বন্দর সহ জনবহুল ক্ষেত্রগুলিতে। গত সপ্তাহে আরব সাগরের বুক থেকে বিপুল অস্ত্র বোঝাই একটি ভিনদেশি বিশাল নৌকা আটক করেছে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী। ত্রিপুরায় বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে গত সপ্তাহে একজন বিএসএফ জওয়ান শহিদ হয়েছেন। এরাজ্যেও একাধিক বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ফের উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে। আর জম্মু-কাশ্মীরে তো বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তৎপরতা কমার কোনও লক্ষণই নেই। এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির নাশকতার কবল থেকে রেল সহ রেলযাত্রীদের সুরক্ষিত রাখতে লাগাতার সচেতনতা কর্মসূচি চালাচ্ছে আরপিএফ। যে কারণে দেশের গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন সহ ব্যস্ততম স্টেশনগুলিতে আরপিএফের তৎপরতা আরও বেড়েছে। এমনকি, রেল কর্তৃপক্ষের তরফে বিভিন্ন স্টেশন সহ ট্রেনের কামরায় যাত্রীসচেতনতা বৃদ্ধিতে

সাউন্ড সিস্টেমে ধারাবাহিক প্রচারাভিযান চলছে। তবে, এই সুরক্ষাবলয়ের ফাঁক গলেই বিভিন্ন স্টেশনে এবং ট্রেনে অসামাজিক লোকজনের দৌরাত্ম্য অব্যাহত বলে ভুক্তভোগী রেলযাত্রীদের অনেকেরই অভিযোগ। একাধারে যখন যাত্রী সহ রেলওয়ের সম্পত্তির সুরক্ষা নিয়ে আরপিএফের নিরন্তর প্রচারাভিযান ও নজরদারি চলছে ঠিক তখনই তাদের নাকের ডগায় স্টেশন প্ল্যাটফর্মে শৌচাগারগুলির নানাবিধ ফিটিংস সহ বিভিন্ন প্রযোজনীয় সামগ্রী রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে মফঃস্বলের অসংখ্য স্টেশনে রেলযাত্রীদের জন্য যেসব শৌচাগার, পানীয় জলের ট্যাপ প্রভৃতি রয়েছে সেসবের নানাবিধ দামি ফিটিংস মাঝেমধ্যেই উধাও হয়ে যাওয়ায় রেলযাত্রীরা বেশ সমস্যায় পড়েন। এরই পাশাপাশি এইসব শৌচাগার এবং পানীয়জলের কলগুলির বেসমেন্ট নিয়মিতভাবে সাফাইয়ের অভাবে সেখানে অপরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধময় পরিস্থিতির মধ্যেও পড়তে হয় রেলযাত্রীদের। মঙ্গলবার বর্ষণমুখর বিকেলে পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে গিয়ে দেখা গেল সেখানে আরপিএফের তরফে রেল এবং যাত্রী সুরক্ষায় লাগাতার সচেতনতামূলক প্রচার কাজ চলছে। অথচ এই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই একাধিক শৌচাগার সহ পানীয় জলের ট্যাপের অত্যাবশ্যকীয় ফিটিংস উধাও। অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় শৌচাগার রেলযাত্রীদের বাধ্য হয়েই ব্যবহার করতে হচ্ছে। রেলযাত্রীদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে আরপিএফ সহ স্টেশন কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে অসামাজিক লোকজনেরা এইসব ফিটিংস চুরি করে নিয়ে যায়। বিভিন্ন স্টেশনের এই চিত্রটি এখন রেলযাত্রীদের কার্যত গা সওয়া হয়ে গিয়েছে।

শাসক দলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত বাসন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবারও শাসক দলের গোষ্ঠিদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো বাসন্তী।শাসক দলের যুব কর্মীকে মারধর করার অভিযোগ উঠলো মাদার গোষ্ঠির বিরুদ্ধে। ঘটনা গুরুতর আহত হয়েছেন সিরাজ মোল্লা নামে এক যুব তৃণমূল কর্মী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার বিকালে বাসন্তীর ফুলমালঞ্চ অঞ্চলের ১০ নম্বর বাজারে দাঁড়িয়েছিলেন যুব তৃণমূল কর্মী সিরাজ মোল্লা সহ অন্যান্যরা।অভিযোগ সেই সময় অতর্কিতে আচমকা সিরাজ মোল্লাকে লাঠি ও বাঁশ দিয়ে বেধ।ক মারধর করে জনা দশেক মাদার তৃণমূল আশ্রিত লোকজন।স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় গুরুতর সিরাজ মোল্লা কে উদ্ধার করে। চিকিসার জন্য তড়িঘড়ি নিয়ে আসা হয় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে।সেখানে ওই

যুব তৃণমূল কর্মীর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হলে তাকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিসকরা।জানা গিয়েছে আহত সিরাজ মোল্লা স্থানীয় তৃণমূল নেতা ইউসুফ আনসারীর অনুগামী। ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন, এই ঘটনার সাথে রাজনৈতিক কোন সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিগত ঘটনার কারণে এই সমস্ত মারধরের ঘটনা ঘটছে। তবে আমি পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করেছি এই ঘটনার অভিযুক্ত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। ঘটনার বিষয়ে আক্রান্তের পরিবারের লোকজন রউপ আলি মোল্লা,ভোলা পিয়াদা,রফিকুল মোল্লা,মহব্বত মিদ্দে,উজির আলি সরদার,গোলাম রসুল সরদার,হামিদ সরদারখয়েরুল সরদার ও রইচ আলি মোল্লাদের বিরুদ্ধে বাসন্তী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বাসন্তী থানার পুলিশ চারজন কে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এলাকায় রয়েছে চরম উত্তেজনা।

চটুল নাচে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ আগস্ট ভদ্রপুর গ্রামের ভদ্রপুর মহারাজ নন্দকুমার উচ্চ বিদ্যালয়ের পঁচাত্তরতম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠান শেষে হিন্দি গানের তালে নাচতে দেখা যায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবং কিছু পড়ুয়াকে। সতেরো আগস্ট সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সমাজ মাধ্যমে। মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায় সেই ভিডিও। এই ঘটনায় স্বভাবতই ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা এবং গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দারা। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীমন্ত মার্জিতকে ফোন করা হলে প্রতিক্রিয়া দিতে চান নি।

চিকিৎসার গাফিলতিতে এক প্রসূতির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : নলহাটি পুরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের শ্বেতা প্রসাদ নামে এক অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর মৃত্যু হয় গত ১৯ অগাস্ট। পরিবারের আত্মীয়রা জানান, নলহাটির ডাক্তার মদনলাল চৌধুরীর চেম্বারে বেশ কিছুদিন থেকে চিকিৎসা চলছিল ওই অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর। ওই ডাক্তারের পরামর্শেই তৃতীয় বাচ্চা নিয়েছিলেন মৃত গৃহবধূ শ্বেতা প্রসাদ। অভিযুক্ত ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তারা বর্ধমানের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হন। মৃত গৃহবধূ শ্বেতা প্রসাদের স্বামী জানান, অতি সংকটজনক পরিস্থিতিতে ওই রোগীকে সরকারি হাসপাতালে নিয় যাওয়ার পরামর্শ দেন । নার্সিংহোম থেকে সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরণ করার সময়ে অন্তঃসত্ত্বা শ্বেতা প্রসাদের মৃত্যু হয়। সোমবার নলহাটির চেম্বারে ওই অভিযুক্ত ডাক্তারকে পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁর আত্মীয়রা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ঘটনাস্থলে আসে নলহাটি থানার পুলিশ আসে।

পুলিশ আরব সাগর তীরে

প্রথম পাতার পর

পুরো এই অপারেশনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তদন্তকারী দলের ক্যানিং থানার অফিসার রঞ্জিত চক্রবর্তী। গত ২৩ জুলাই ক্যানিং থানার পুলিশ অফিসার রঞ্জিত চক্রবর্তীর নেতৃত্ব পাঁচ সদস্যের এক বিশেষ পুলিশ টিম কেরালার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। প্রথমে এই তদন্তকারী অফিসাররা কেরালাতে গিয়ে যে এলাকায় রফিকুল ছিল সেই কোঝিকোডে এলাকাটিতে লুঙ্গি পরে ছদ্মবেশে অনুসন্ধান চালায়। কারণ রফিকুল ওই এলাকায় রংমিস্ত্রি হিসেবে ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছিল। তার সঙ্গে ছিল জয়নগর ও বাসন্তীর আরো বেশ কিছু দিনমজুর। একসঙ্গেই থাকছিল তারা। পরিচয় গোপন করে রফিকুল সেখানে কাজ নেয়। রফিকুলকে চিনতে অসুবিধা হচ্ছিল তদন্তকারী অফিসারদের। কারণ তার মুখে কোন দাড়ি ছিলোনা। কেরালাতে গিয়ে দাড়ি রাখে সে। রফিকুলের সঠিক নিশানা পেতে কয়েকদিন কেটে যায়। যদিও চোখে চোখে রাখছিলেন পুলিশ অফিসাররা। ঘটনার যবনিকা হয় বৃহস্পতিবার রাতে। তদন্তকারী অফিসাররা সিদ্ধান্ত নেন আর দেরি করার প্রয়োজন নেই। ফলে ওই দিন রাত ১২ টা নাগাদ ক্যানিং থানার পুলিশ ক্যানিং খুনের ঘটনার মূল মাষ্টার মাইন্ড অভিযুক্ত রফিকুলকে ধরার জন্য অপারেশন শুরু করে। তাদেরকে সাহায্য করে কেরালা পুলিশের কর্মীরাও। হিন্দি সিনেমার কায়দায় তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ইতিমধ্যেই রফিকুলকে কেরালার আদালতে তুলে তারপর ট্রানজিট রিমান্ডে আনা হবে ক্যানিংয়ে। পুলিশের জেরাতে ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছে খুনের কথা অভিযুক্ত। তবে এর পেছনে রাজনৈতিক যোগ আছে কিনা এবং কে তাকে খুনের বরাত দিয়েছিল সবটাই জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। এ বিষয়ে জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মকসুদ হাসান বলেন, কেরালা থেকে খুব শীঘ্রই তাকে ট্রানজেট রিমান্ডে আনা হবে বারুইপুর পুলিশ জেলাতে। সেখানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

উল্লেখ্য খুনের কয়েকদিন পরে এলাকা থেকে পালিয়ে গা ঢাকা দেয় রফিকুল ও তার দলবল। পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালালেও তার খোঁজ পাচ্ছিল না। অবশেষে কেরালার কোঝিকোডে এলাকা থেকেই মিললো বড় ধরনের সাফল্য।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১

অভীক মিত্র : পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হল এক বয়স্ক সাইকেল আরোহী। নলহাটি পাইকপাড়া বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় ২৪ অগাস্ট সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মুরারই দিকে যাওয়ার সময় পিছন থেকে একটি ট্রাকের চাকায় ধাক্কা লেগে গুরুতর আহত হয় এক সাইকেল আরোহী। ওই গুরুতর আহত ব্যাক্তির নাম হুমায়ুন কবির। বাড়ি মুরারই থানার অন্তর্গত রূপরামপুর গ্রামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নলহাটি থানার পুলিশ। গুরুতর আহত ব্যাক্তিকে রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘাতক ট্রাককে আটক করেছেন লহাটি থানার পুলিশ। ষাট নং জাতীয় সড়কে সিউড়ি তিলপাড়া কাছে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির আহত হয় অপর এক ব্যক্তি। বুধবার বিকাল পাঁচটা নাগাদ তিলপাড়া ষাট নং জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক থেকে পড়ে যায় দুজন। উল্টোদিক থেকে আসা একটি লরি পিষে দেয় এক ব্যক্তিকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির এবং আহত একজন সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃতের পরিচয় জানা যায় নি।

পুলিশের উদ্যোগে আত্মনির্ভর কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নারী পাচার ও নির্যাতন রুখতে এবার কর্মশালা করা হলো ক্যানিংযে। বারুইপুর জেলা পুলিশের ক্যানিং মহিলা থানার উদ্যোগে ও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার এ অনুষ্ঠান আযোজন হয় ক্যানিং মহিলা থানা প্রাঙ্গনে। প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক দিবাকর দাস। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিংয়ের সিআই বিমল মন্ডল,ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ,ক্যানিং মহিলা থানার ওসি তনুশ্রী মন্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

মূলত প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার মেয়েদের পাচার করে দেওয়া হয়,বিহার,ঝা।খন্ড, দিল্লি,মহারাষ্ট্র হরিয়ানা ও মুম্বাই বিভিন্ন এলাকাতে। লকডাউন পরিস্থিতির পরবর্তী সময়ে বেড়েছে আরো বেশি পাচার। আর তাই সেই পাচার রুখতে এবং গার্হস্থ নারী নির্যাতন বন্ধ করতে এই সেমিনারে আলোচনা করা হয়।

ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক দিবাকর দাস বলেন নারীরা যাতে করে নিজের নিজেরাই রক্ষা করতে পারেন তারজন্য যোদ্ধা নামক একটি প্রয়াস চালু করা হয়েছে। সেখানে তাঁদের আত্মরক্ষার কৌশল নিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হবে। পাশাপাশি তাদের কে আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর করা যায় কি না সে বিষয়েও আগামী ভবিষ্যতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।'

ভোট প্রচারে শিল্পীরা

অরিজিৎ মন্ডল : সামনে পঞ্চায়েত ভোট তাই রাজ্য সরকারের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে এবারে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাঁচ হাজারের বেশি, লোকোশিল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের প্রকল্পের প্রচারে নামবে। সেই নিয়ে বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবারে রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হলো দক্ষিণ ২৪ পরগনার লোকশিল্পীদের কর্মশালা। জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ডায়মন্ড হারবার রবীন্দ্রভবনে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে জেলার ৪ শতাধিক লোকশিল্পী অংশগ্রহণ করে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ, ডায়মন্ড হারবারের মহকুমাশাসক অঞ্জন ঘোষ সহ ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার কুলপির বিধানসভার বিধায়ক যোগ রঞ্জন হালদার, মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক নমিতা সাহা জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক অনন্যা মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

শিশু বিক্রি চক্রের হদিশ

প্রথম পাতার পর

সেখানে একটি কন্যা শিশুর জন্ম দেয় ওই মহিলা। এবপর ওই চিকিৎসক শিশুটিকে বিক্রির জন্য বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর শুরু করে। চিকিৎসকের চেম্বার থেকে ঢিল ছোঁড়া দুরত্বে গৌতম সাহার স্ত্রী মুক্ত সাহার সাথে যোগাযোগ হয়। মুক্ত সাহা নামে ওই গৃহবধুর দীর্ঘ ১১ বছর আগে বিয়ে হয়। তার কোনও সন্তান না হওয়ায় তিনি ওই শিশু কন্যাকে কিনতে রাজী হয়ে যায়। সেই মতো তিনি ওই হাতুড়ে চিকিৎসককে কুড়ি হাজার টাকা দেবেন বলে শিশুটিকে বাড়িতে নিয়ে চলে যায় অভিযোগ গ্রামের বাসিন্দাদের। বুধবার রাতে এমন খবর প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসে স্থানীয় তালদি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সংগঠনের নেত্রীরা। তাঁরা ঘটনার কথা ক্যানিং থানার পুলিশকে জানায়। ঘটনাস্থলে ক্যানিং থানার পুলিশ হাজির হয়। সেখান থেকে অভিযুক্ত ৬ জন কে গ্রেফতার করে। উদ্ধার হয় সদ্যজাত কন্যাশিশু। স্থানীয় তালদি অঞ্চল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী বর্ণালী নাইয়া বলেন হাতুড়ে ডাক্তারের নামে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এদিন আমরা হাতেনাতে ধরতে পেরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। মহিলা সমিতির অপর এক সদস্যা সঙ্গীতা ভান্ডারী বলেন কন্যা শিশুকে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ দর কষাকষি হচ্ছিল। কেউ দু হাজার,আবার কেউ বা কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে কিনতে চাইছিলো। সেই সময় মুক্ত সাহা নামে জনকল্যাণ মো।রে এক গৃহবধু কুড়ি হাজার টাকা দিতে রাজী হয়। কন্যা শিশুকে নিয়ে বাড়িতে চলেও যায়। তার স্বামী গৌতম সাহা কলকাতা থেকে ফিরলে টাকা দেবে বলে হাতুড়ে চিকিৎসক কে জানায়। পরে টাকা লেনদেন হয়েছেরকি না জানা যায়নি। আমরা ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে পলিশ কে খবর দিই। স্থানীয় তথা ক্যানিং ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক অঞ্জন ঘটক বলেন ওই হাতুড়ে চিকিৎসকের নামে এর আগে বহুবার অভিযোগ উঠেছিল। এমনকি চেম্বারে মদের আসর বসাতো। বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই আসল ঘটনা জানা যায়। আমরা পুলিশকে ঘটনার কথা জানিয়েছি। পুলিশ উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে।'

অন্যদিকে ক্যানিং ১ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ অসীমা নস্কর জানিয়েছেন একজন হাতুড়ে ডাক্তার কি ভাবে গর্ভপাত করায়! যেখানে বড় বড় সরকারী হাসপাতাল রয়েছে। তারপর ওই ডাক্তার চেম্বারের মধ্যে মদের আসর বসায়, অবৈধ কর্মে লিপ্ত। আমরা পলিশকে জানিয়েছি। পুলিশ আইনত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।'

ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনায় অভিযুক্তদেরকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠিয়ে রহস্য উন্মোচন করতে তদন্ত শুরু করেছে।

অভিনব উদ্যোগ বোলপুর বিদ্যালয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার বোলপুর শিক্ষানিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এক বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যে সকল ছাত্রছাত্রীরা অনিয়মিত স্কুলে আসে তাদের গ্রাম পাড়া এবং ওয়ার্ড অনুযায়ী এক লিস্ট তৈরি করে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে গিয়ে অভিভাবক অভিভাবিকাদের সাথে কথা বলা। প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত কুমার দাস বলেন, বেশ কিছু পড়ুয়া ঠিকমতো স্কুলে আসে না। তাই এলাকা ভিত্তিক তার এক লিস্ট বানিয়ে প্রতিটি বাড়িতে যাচ্ছি এবং অভিভাবকদের সাথে কথা বলছি। কী কী সমস্যা রয়েছে সে বিষয়ে যেমন আলোচনা করা হচ্ছে তেমনি স্কুলে এলে তার ভবিষ্যতে কত ভালো হবে সে বিষয় বোঝানো হচ্ছে। প্রথমদিন খোসকদমপুর গ্রামে প্রায় পনেরোটি বাড়িতে গিয়ে ছিলাম। পঞ্চায়েত সদস্য মাধব মন্ডল সঙ্গে ছিলেন।

বিজেপি মহিলা মোর্চার সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২১ আগস্ট ডাঃ হারবার সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মহিলা মোর্চার সভা

অনুষ্ঠিত হল আমতলার বিজেপির জেলা অফিসে। জেলা মহিলা মোর্চা ও মণ্ডল সভাপতি মহিলা মোর্চার উপস্থিতিতে এই সভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার বিভাগ কনভেনর সাহানা মুখোপাধ্যায়, জেলা মহিলা মোর্চার সভাপতি সোমা নস্কর। সভায় আমন্ত্রিত ছিলেন জেলা বিজেপির কনভেনর নিতিশ মণ্ডল, সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু প্রমুখ। সভার শুরুতে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। সভায় মহিলা মোর্চাকে জেলা নেতৃত্ব নির্দেশ দেন, মহিলাদের জন্য নরেন্দ্র মোদির সরকার যে সমস্ত জনকল্যাণমুখী কাজ করেছেন তা মহিলা সমাজে তুলে ধরতে হবে। এদিনের সভায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

দুর্নীতি বুঝিনা

প্রথম পাতার পর

যদিও ২০০৩-এর নাগরিকত্ব আইন (কালা কানুন) সংশোধিত হয়ে নতুন নাগরিকত্ব আইন তৈরি হয়েছে। তবে তা কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত ভরসা নেই। আমরা চাই নিঃশর্ত নাগরিকত্ব প্রদান। বিজেপি সরকার মতুয়াদের দাবি অনুযায়ী নাগরিকত্ব আইন কার্যকর না করলে বিজেপি পুরোপুরি মতুয়াদের সমর্থন হারাবে।' বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদের সর্বভারতীয় সভাপতি বিমল মজুমদার বলেন, 'কেন্দ্র যে আশ্বাস দিয়েছে, ২০১৪ সালের ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা ভারতে এসেছেন, তারা সকলেই নাগরিকত্ব পাবেন। আমরা কেন্দ্রের এই আশ্বাসকে এখনও বিশ্বাস করি। সিএএ লাগু করণের প্রতি আমাদের আস্থা আছে। দেশভাগের ফলে আজ বহু মানুষ ভিটে হারা। বাস্তু হারা এই মানুষগুলো তো আর দেশভাগ করেনি। কিছু মানুষ তাদের রাজনৈতিক চরিতার্থ সিদ্ধির জন্যই আজ এহেন পরিণতি। এর দায় তো বর্তমান ভারত সরকারের উপরই বর্তাবে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। সরকার পুনর্বাসন না দিলেও অন্তত নাগরিকত্ব প্রদান করুক।'

নাম পরিবর্তন

আলিপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ০৪.০৮.২০২২ তারিখের এভিডেভিড বলে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমার আধার, প্যান, ভোটার ও রেশন কার্ডে উল্লিখিত আমার পিতার সঠিক নাম DUKHIRAM MONDAL ভুল বশত আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে U MONDAL উল্লিখিত হয়েছে। U MONDAL-এর পরিবর্তে DUKHIRAM MONDAL হবে। U MONDAL ও DUKHIRAM MONDAL এক ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি।SAMAR MONDAL

ANANDA PALLY, PO : PURBA PUTIARY, PS : REGENT PARK, KOLKATA 700 093

সত্যনারায়ণ পুতুল নাট্য সংস্থা আয়োজিত

পুতুল নাট্য প্রশিক্ষণ

১০ই ও ১১ ই সেপ্টেম্বর শনি ও রবিবার ২০২২

স্থান : পুতুল নাট্যের মহড়া কক্ষ,জীবন মন্ডল হাট, (ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পাশে)।

সময় : সকাল ১০- বিকাল ৪ টা

* প্রশিক্ষার্থীদের বয়স হতে হবে ১৫ বছরের উর্ধ্বে।
* প্রশিক্ষণ শেষে শংসাপত্র দেওয়া হবে।
* আহারাদির ব্যবস্থা থাকিবে।
* প্রশিক্ষণের সমস্ত জিনিস দেওয়া হইবে।

**সহযোগিতায় : সঙ্গীত নাটক আকাদেমী, নিউ দিল্লি।

যোগাযোগ: ৯৭৩৩৫৩৭৭২০

website: satyanarayanpuppetdrama.com

মানুষের মহাজোট

প্রথম পাতার পর

তাই বারবার ইডি-র ক্ষমতা খর্ব করার আবেদন জানানো হচ্ছে। সুপ্রীম কোর্ট যা বারবার ফিরিয়ে দিচ্ছে। স্বাধীন ভারতের জনপ্রতিনিধিরা আবার জাতে মাতাল তালে ঠিক। তাই মানবাধিকার বজায় রাখতে দেশে তৈরি করেছেন মানবাধিকার কমিশন। নিজেদের অগ্নিপরীক্ষার জন্য তৈরি করেছে লোক আয়োগ, লোকায়ুক্ত কুন্ড। এত ঢাল-বর্ম-তলোয়ার থাকা সত্বেও ভারতবর্ষে দুর্নীতির প্রকোপ কমছে না বরং বেড়েই চলেছে। তার একমাত্র কারণ আমলা এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছে এরা অসহায়। এই সব দুঁদে গোয়েন্দা সংস্থার সাকসেস রেট নিয়ে আলোচনা করতে বসলে উঠে আসে তীব্র হতাশা। কারণ এদের তৈরি করে প্রাণ দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু তার প্রাণ ভোমরা বন্দী রয়েছে নির্মাতাদের কুঠুরিতে। আগে এসব প্রশাসনিক চাতুরতায় চাপা ছিল, আজ ইন্টারনেট ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমের কল্যাণে সবার সামনে বেরিয়ে পড়েছে সব। তাই তো সমাজের অধঃপতনের মূলে আইএএস-আইপিএসদের প্রকাশ্যে দোষী সাব্যস্ত করলেও তারা এখন মুখে রা কাড়েন না। বরং তারা ছুটে যান গোয়েন্দাদের ডাকে সাড়া দিতে। সুপ্রিম কোর্ট সামান্য পুলিশকে নিরপেক্ষ সংস্থা বানাবার কথা বলেছিল, তাতে কান দেয়নি কোন নেতাই। এদের নিরপেক্ষতা তো দূর অস্ত। তাই হয়তো দিন আসছে নেহেরুজীর সেই আদিম অস্ত্রই একদিন হাতে তুলে নেবে জনগণ। দুর্নীতি দমনে দল, মত, ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের মহাজোট স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ার একমাত্র হাতিয়ার।

মহানগরে

এবার জলাশয় চিনতে নম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার কলকাতা পুর এলাকার জলাশয় গুলির বিশেষ নম্বর দেওয়া হবে। জমির ওপর বাড়ির পাশেই জলাশয় থাকলে ওই জলাশয়ের জন্য নম্বর শুরু হবে 'পি' দিয়ে। 'পি' অক্ষরের সম্পূর্ণ অর্থ 'পন্ড'। জলাশয় সংরক্ষণ করতে জলাশয়ের জন্য এই বিশেষ নম্বর কলকাতা পুরসভা চালু করছে। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ৩০ জুলাই বলেন, কলকাতা পুর এলাকাস্থিত পুকুরের ক্ষেত্রে এবার থেকে আমরা একটা করে নতুন অ্যাড্রেস দেবো। ধরুন আপনার

বাড়ির ঠিকানা হচ্ছে, ৮/এ, ফলে বাড়িতে থাকা পুকুরের ঠিকানা হবে পি – ৮/এ। পন্ডের আলাদা একটা অ্যাসেসমেন্ট হবে। তার কত কাঠা পন্ড। সেটা আলাদা করে থাকবে। এতে কেউ জলাশয় ভরাট করে নির্মাণ করলে সহজে ধরা যাবে।

অষ্টমের মেরিট বৃত্তি পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ রাজ্যে চলতি ২০২২ শিক্ষাবর্ষের ন্যাশনাল মিনস-কাম-মেরিট বৃত্তি পরীক্ষা ১৮ ডিসেম্বর, রবিবার অনুষ্ঠিত

হবে। এ রাজ্যের অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পরীক্ষা পরিচালনা করবে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর। এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ২৫ আগস্ট থেকে www.scholarships.wbsed.gov.in – এ গিয়ে এ রাজ্যের অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবে। আবেদনকারীদের এ রাজ্যের সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত, সরকার পোষিত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত হতে হবে। এবং সপ্তম শ্রেণিতে ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। অভিভাবকদের বার্ষিক আয় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার কম হতে হবে। আগামী ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদন করতে হবে। ওই দিনই আবেদনের শেষ তারিখ।

ডেঙ্গু রুখতে উড়বে ড্রোন

বরুণ মণ্ডল : মশা নিধনে কলকাতা পুর এলাকায় উড়বে ড্রোন। ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া রুখতে ড্রোন ওড়ানোর পূর্ব সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ট্রায়াল রানও হয়েছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল ছাড়পত্রে। পুরসভার উপ মহানাগরিক অতীন ঘোষ জানান, কলকাতা পুর এলাকায় ড্রোন ওড়ানোর ছা.পত্র দিয়েছে রাজ্যের নগরোন্নয়ন দফতর। মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং, ঘিঞ্জি এলাকা, উড়ালপুলের মতো জায়গা, মহীরুহের মোটামোটা কান্ডের ফাঁকেফোঁকে ড্রোন দিয়ে মশার আঁতুড়ঘর চিহ্নিত করা হবে। ড্রোনের মাধ্যমে মশা নিধনের তেল স্প্রে করে মশার লার্ভা নিধন করা হবে।

রিমঝিম বৃষ্টি ডানে-বামে জমা জল মানেই ডেঙ্গুর চোখরাঙানি। এটা অবশ্যম্ভাবী। অন্তত এবারের বর্ষার বৃষ্টির যা ধরনধারণ। ২ থেকে ১৪ আগস্ট মহানগরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৩৫২ জন। এর মধ্যে ১৬৯ জন কলকাতার বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তবে কলকাতা পুর এলাকায় ডেঙ্গু এখনও পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে থাকলেও কলকাতা পুরসভার ৮ নম্বর বরোর ১১ ওয়ার্ডর বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড এবং মহানাগরিকের বরো ৯ নম্বর বরোর ১০ টি ওয়ার্ডের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে ডেঙ্গুর যা প্রাদুর্ভাব তাতে পুর কর্তৃপক্ষের নিশ্চিতে ঘুম ছুটিয়েছে। আসলে কলকাতার যত্রতত্র পরিত্যক্ত জমি রেল ট্রাকের দু'পাশের পরিত্যক্ত, দীর্ঘদিন যাবৎ তালাবন্ধ বাড়ি ডেঙ্গু মশার নিশ্চিত ঠেকনা। কলকাতা পুর এলাকায়

এমন পরিত্যক্ত জমি গুলি ও তালাবন্ধ বাড়ি গুলি চিহ্নিত করে কলকাতা এলাকার ডেঙ্গু রোধে কলকাতা পুরসভা আপাতত নিজ পকেটের পয়সা খরচ করে দেবে। এবং খরচের মোটা অঙ্কটা যার যার বাড়ি ও যার যার জমি পরিষ্কার করা হচ্ছে তার সম্পত্তি করের বিলের সঙ্গে যোগ করে মালিককে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কলকাতা পুর এলাকায় এমন পরিত্যক্ত জমি ও। দীর্ঘদিন যাবৎ তালাবন্ধ অবস্থায় কত বাড়ি পড়ে আছে, তার মালিক কে তা চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। এবং বর্ষার জল জমা খোলা নিকাশিনালায় গাপ্পি মাছ ছাড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। কলকাতা পুর এলাকার বিভিন্ন জাগায় পরিত্যক্ত গাড়ি পড়ে থাকতে দেখা যায়। এগুলিতে বৃষ্টির পরিষ্কার জল জমে ডেঙ্গুর মশা ডিম পাড়ে। কলকাতাস্থিত বিভিন্ন গাড়ি সারাই সেন্টার গুলিতে এমন পুরনো ভাঙাচোরা গাড়ি পড়ে থাকতে দেখা যায়। এবিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা পুর এলাকার কিছু কিছু জায়গায় পুরনো পরিত্যক্ত তালাবন্ধ বাড়ি আছে, সেসব জায়গা গুলিতে কলকাতা পুরসভার জঞ্জাল অপসারণ দফতরের কর্মীরা পরিষ্কার করতে পারছে না। সেই জায়গা গুলিতে ডেঙ্গুর প্রবণতা বেশি। ডেঙ্গু রোগটা যেহেতু মশাবাহিত, তাই কে কোথা দিয়ে কে কামড়াচ্ছে, কোথায় গিয়ে ধরা পড়ছে। আসলে কলকাতার কোনও জায়গায় প্রথমবার ডেঙ্গু হয়েছে, এরকম জায়গা খুবই কম আছে। অনেক গুলি কেস ধরা পড়েছে এমন জায়গা খুবই কম আছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে ডেঙ্গু এখানে একটি, ওখানে একটা, ওইখানে আরেকটা। এটার একটু বেশি প্রবণতা আছে, কলকাতার যে ছ'টি ওয়ার্ডে, সেটাই কলকাতা পুরসভা দেখছে। যেগুলি একটু লিটিগ্রেটেড প্রপার্টি, পুরনো এলাকা, অনেক শরিকানা এলাকা সেসব জায়গা গুলিতে একটু বেশি। আমরা নিজেরাও ভিতরে গিয়ে দেখেছি জল জমা আছে। কিছু মানুষ আছেন, খুব কম আছেন। কিন্তু আছেন। আমাদের যারা স্বাস্থ্য কর্মী আছেন। তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন। কখনো সাত দিনের জমা জল ফেলে দিতে বলছে। ওতে মশার লার্ভা আছে। ওটা ফেলে দিন, সেখানে তার স্বাস্থ্য কর্মীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে। অনেক সময় ধাক্কাধাক্কিও দিচ্ছে। আমরাও স্থানীয় পুরপ্রতিনিধিকেও বলেছি। ওই জল ফেলে দিতে। তবে আমরা এই বিষয়ে আরও কড়া ব্যবস্থা নেবো। আমি পুর স্বাস্থ্য দফতরকে বলেছি। এরকম ঘটনা ঘটলে পুলিশের সাহায্য আমাদের নিতে হবে। তার কারণ হচ্ছে, স্বাভাবিক ভাবেই ডেঙ্গু ছড়াবে। আর একটা মানুষের খেয়ালখুশিতে এলাকায় ডেঙ্গু ছড়াবে। এটা হতে পারে না। তবে আগে যেভাবে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া হতো তার তুলনায় অনেক কমে গেছে। কিন্তু যেহেতু গত দু'বছর কোভিড ছিল, তাই মানুষের মুভমেন্ট কম ছিল। এবছর আবার মানুষের নর্মাল মুভমেন্ট হচ্ছে। তা-ই একটা জায়গায় হচ্ছে, আরেকটা জায়গায় হচ্ছে না। কলকাতায় কিছু পুরনো চৌবাচ্চা আছে। সেখানে বর্ষার জল জমে রয়েছে। বিভিন্ন উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। আশা করছি, আমার মনে হচ্ছে, এবারও আমরা ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে পারবো। যদি কলকাতাবাসী পাশে থাকে। তবে পুরনো তালাবন্ধ বা.রি তালা ভেঙে পরিষ্কার করাও হচ্ছে। স্প্রে করা হচ্ছে। যদিও এক্ষেত্রে কলকাতা পুলিশকে সামনে রেখে।'

এবার ডেঙ্গুর ৩০ শতাংশ হয়েছে আর্বান এলাকায় আর বাকি ৭০ শতাংশ হয়েছে গ্রামীণ এলাকায়। সেটার কারণ এখন পেরি-আর্বান এলাকা তৈরি হচ্ছে গ্রামীণ এলাকায়। যেহেতু গ্রামেও এখন ছাদ আটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। আসলে পেরি-আর্বান এলাকাতে এখন আর্বানাইজড নেচার হয়ে যাচ্ছে বলে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান।

লেন্স বার্তা

পুজোর আগে রাজ্য জুড়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে অসুরের মতো রয়েছে রাস্তাগুলি। মহামায়ার স্পর্শে হাল কি ফিরবে? ছবি : অরুন লোধ

এ বছর আবর্জনা ও জমা জলের প্রভাবে সময়ের অনেক আগে থেকেই কঠিন ডেঙ্গির খপ্পরে কলকাতা।

এতো কাজের পরেও অল্প সময়ের বৃষ্টিতেই নাকাল শহরবাসী।

চাহিদা মতো মিলছে না ইলিশ, মুখে চিন্তার ভাঁজ মাছওয়ালির। ছবি : অভিজিৎ কর

পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমাজের উদ্যোগে বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস উপলক্ষে শিয়ালদহ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ভবনে রবিবার (২১ আগস্ট) এক বর্ণময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। প্রথম পর্বে বর্ষীয়ান কবি ও শিশু সাহিত্যিক লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী (৮৪) প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানটির সূচনা করেন। ছিলেন কবি সমীর কুমার শীল, অনুষ্ঠানের সভাপতি পার্থ বসু, চেয়ারম্যান মঞ্জুশ্রী বসু সরকর, কবি মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী ঘোষ, বাচিক শিল্পী দেবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল ধারা। অনুষ্ঠানে স্লোগান ছিল 'কোনো পিতা মাতার স্থান যেন বৃদ্ধাশ্রমে স্থান না পায়'। দ্বিতীয় পর্বে জমজমাট অনুষ্ঠান মঞ্চে অভিনব আকর্ষণ ছিল বাচিক শিল্পী মধুমিতা ধৃত-এর কেক কেটে জন্মদিন পালন। সকলের মন জয় করলেন। কলকাতায় এরকম উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠানটির সুন্দর সঞ্চালনায় ছিলেন মধুমিতা ধৃত। তথ্য : মলয় সুর, ছবি : স্নেহাশিস পরামানিক

বিশ্ব প্রবীণ দিবস উপলক্ষে এবং কলকাতার আর্মি ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট এর প্রাক্তন ছাত্র অশোক চক্র সম্মানে ভূষিত লেফটেন্যান্ট নভদ্বীপ সিং বেইংসের মৃত্যু দিবস স্মরণে কলেজের এমবিএর স্টুডেন্ট কাউন্সিলের ছাত্রছাত্রীরা মিলে দিনটিকে বিশেষভাবে পালন করবার জন্য ২০ আগস্ট স্নেহদিয়া বৃদ্ধাবাসে পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গেই দিনটিকে মনে রাখার মতো করে পালন করে তারা। সকল প্রবীণ ব্যক্তিও খুবই আনন্দের সাথে দিনটিকে কাটায়। তারা তাদের এই নতুন নাতি-নাতনিদের দুহাত ভরে আশীর্বাদ করে। এই সমগ্র পরিকল্পনাটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন স্টুডেন্ট কাউন্সিলের কো-অর্ডিনেটর তথা বিজনেস অ্যানালাইসিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ড: দেবলীনা চাটার্জী।

এখানে ওখানে

কালাদিবস স্মরণ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য অজস্র মানুষ প্রাণ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবর রহমন তাঁর স্ত্রী তিনপুত্র ও পুত্রবধূকে রেহাই দেয়নি নির্মমভাবে গণহত্যা করে। পাকিস্তানের জল্লাদ বাহিনী। রবিবার বিকেলে কলকাতা প্রেস ক্লাবে ঢাকা শহরে ২০০৮ সালে জঘন্য গ্রেনেড আক্রমণের প্রতিবাদে সেই দিনটাকে স্মরণ করে অনুষ্ঠানে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব এ এইচ এম খায়রুজ্জমান লিটন এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। ৩০ লাখ মুক্তিযোদ্ধাকে প্রাণ দিতে হয়। সেই সময় বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা করেন ভারতের তৎকালীন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। এছাড়া সেদিনের ভয়ংকর লোমহর্ষক ঘটনার কাহিনী বলেন বাংলাদেশের সাংসদ আলেমা দত্ত। অনুষ্ঠানে লেখক দিলীপ চক্রবর্তীর দুটি বই প্রকাশিত হয় নয়ন মেনে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ৭১ এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক শিল্পীদের জীবন গরিমা। সেই সময় মুজিবর রহমান-এর দুই মেয়ে বিদেশে ছিলেন। এদের মধ্যে বড় মেয়ে ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হন। বাংলাদেশে যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু নামাঙ্কিত সেতু তৈরি হয়েছে। ভারতের যেমন ১৫ আগস্ট ইংরেজ মুক্ত দেশ স্বাধীনতা পায়, সেরকম বাংলাদেশ ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লেখক দিলীপ চক্রবর্তী, রঞ্জন সেন সহ অন্যান্যরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস সুর।

রাণাঘাটে সত্যসন্ধানী বিপ্লবের সূচনা

নেতাজি মানেই এক বিপ্লব। তাই তাঁর নামেই ২১ অগাস্ট এক বিপ্লবের সূচনা করলো রাণাঘাটবাসীরা। নেতাজির রক্ত সম্পর্কের পরিবার এবং কিছু স্বার্থান্বেষী নেতা ও রাজনৈতিক দল মিথ্যা অপপ্রচারে তাঁকে অপমান করে চলেছে বহু বছর ধরেই। সত্যকে সামনে না নিয়ে এসে মুখার্জী কমিশনের রিপোর্টকে নাকচ করে দিয়ে তারা প্রমাণ করেছেন বীর বঙ্গ সন্তানের প্রতি তাদের কোনও সম্মান নেই। তাই বারে বারেই স্বার্থান্বেষীরা তাঁর কথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার কথা এবং বিবাহ-সন্তানের কথা ভাসিয়ে দেয় জনমানসে। কিন্তু সত্য যে কোনওভাবেই আটকে রাখা যায় না তা নেতাজি অনুরাগী এবং গবেষকরা প্রমাণ করে দিয়েছেন। রাণাঘাটে 'সত্যের আলোকে নেতাজি' শীর্ষক অনুষ্ঠানে রাণাঘাট নজরুল মঞ্চ ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। সকলকে তাক লাগিয়ে ৮৫০ জন নেতাজি অনুরাগী ছাত্রছাত্রীরা ঢেউ তুলে দিয়েছিল রাণাঘাটে। আলিপুর বার্তার সম্পাদক তথা নেতাজি বিষয়ক ডক্টরেট জয়ন্ত চৌধুরী ছিলেন মুখ্য বক্তা। তাঁর এই দুঘন্টার ভাষণে উঠে আসে নেতাজির ওপর অবিচার করা মূর্খ দেশবাসীর কার্যকলাপ। মুখার্জি কমিশনের ডিপোনেন্ট ড. চৌধুরী মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট সকলের কাছে তুলে ধরেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বুঝিয়ে দেন বিমান দুর্ঘটনার অসত্য কাহিনী। অনিতা যে বারবারই দাবি করেন ছাইভস্মের ডিএনএ টেস্ট

করার তার ভিত্তিও যে পুরোটাই অবৈজ্ঞানিক তাও তুলে ধরেন এবং প্রতিবাদ স্বরূপ সকলের কাছে আহ্বান করেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে সামাজিক মাধ্যমে হ্যাস-ট্যাগ আন্দোলনের যেখানে লেখা থাকবে 'অনিতা আদৌ নেতাজির কন্যা নয় তাই অবিলম্বে নেতাজি জন্ম উৎসব কমিটি থেকে তার নাম বাদ দিতে হবে।'

এই সমগ্র অনুষ্ঠানটি ব্যবস্থাপনায় ছিল হেল্পিং হ্যান্ড নামক এক সামাজিক সংস্থা। বিভিন্ন সামাজিক কাজের সাথে সাথে তারা নেতাজিকে নিয়ে চর্চা এগিয়ে নিয়ে চলে। তাদের এই প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। এবং সমাজের কাছে দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরতে হয়। এদিনের এই সেমিনারের আগে ছিল নাচে গানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যা দেশাত্মবোধকে আরও চাঙ্গা করে তুলেছিল। সংস্থার সদস্য প্রতীক পাল, মানিক অধিকারী, অরিজিৎ সাহা, অস্মিতা ব্যানার্জী, অস্মিতা দত্ত প্রমুখ সদস্যরা বলেন, নেতাজির আদর্শই আমাদের এগিয়ে চলার প্রেরণা দেয়। তাই তাঁকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান করতে পেরে খুবই আনন্দ লাগছে। ভবিষ্যতেও এমন অনুষ্ঠান আমরা করবো বলে মনস্থির করেছি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাণাঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান কুশলদেব ব্যানার্জী, ভাইস চেয়ারম্যান আনন্দ দে, জেলা পরিষদের সদস্য বর্ণালী দে রায়, আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ তাপস ব্যানার্জী ও সুমন চক্রবর্তী, আইনজীবী চন্দ্রনীল চ্যাটার্জী, ভারত সরকারের যুব ক্রীড়া দফতরের যুব আধিকারিক অগ্নিনীল দাস সহ আরও বিশিষ্টরা। অনুষ্ঠানের শেষে ড. জয়ন্ত চৌধুরীকে নিয়ে রাণাঘাট স্পোর্টিং ক্লাবে নেতাজির মূর্তিতে মাল্য দান করা হয়। ১৯৩১ সালে এই ক্লাবেই সুভাষ চন্দ্র বোস কলকাতার মেয়র হিসাবে পা রেখেছিলে। তাঁর এই স্মৃতি বিজড়িত সংস্থা তাঁরই আদর্শে এগিয়ে চলেছে। ১৯২৫ সালে এক ব্যায়ামাগার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এই সংস্থা। নেতাজিময় রানাঘাট অচিরেই ঘোষণা করল এক সত্যসন্ধানী বিপ্লবের।

বিনা ওষুধে রোগ সারান

থাইরয়েড ১

অআজকাল ঘরে ঘরে থাইরয়েড রোগ যেন মড়কের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ৫০/১৬০ বছর আগে এ রোগ তেমনভাবে শোনা যেত না। থাইরয়েড শরীরের বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থি। এ গ্রন্থি ঠিকমতো কাজ না করলে যে সব সমস্যা ফুটে ওঠে যা দেখে চিকিৎসকরা বলে ওঠেন থাইরয়েড হয়েছে। আসলে থাইরয়েড রোগ নয় এটা গ্রন্থি। এই গ্রন্থি অসুস্থ হলে যে সমস্যা রোগীর দেহে দেখা দেয় তা দেখেই সোজা কথা ভাষায় থাইরয়েড রোগ বলে চিহ্নিত করা হয় ও তার চিকিৎসার জন্য ওষুধ সেবন করে থাকি। থাইরয়েডকে সাহায্য করে প্যারাথাইরয়েড। যাই হোক এ গ্রন্থি সুস্থ থাকে আয়োডিনের মাত্রার উপর। প্রশ্ন উঠবে থাইরয়েড দমনে কোন খাদ্য খেতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আয়োডিনে জন্য কোনও খাদ্য খোঁজার দরকার নেই। প্রকৃতিদেবী আয়োডিনের অনন্ত ভাণ্ডার বিনা মূল্যে দিয়ে রেখেছেন। আমরা তার উপযুক্ত সম্মান দিচ্ছি না।

আয়োডিনের মূল উৎস লবণ। আমরা খাদ্যের মাধ্যমে তো অনবরত ভক্ষণ করছি তথাপি কেন আয়োডিনের অভাব? বরং আগে আয়োডিন যুক্ত লবণ ভক্ষণ করতাম না। তখন আয়োডিনের অভাব হতো না। এখন আয়োডিন যুক্ত লবণ অকাতরে খাওয়ার পর কেন আয়োডিনের অভাব ঘটছে? আসলে ঘটনাটা উল্টো। আগে যে প্রাকৃতিক ক্ষটিকাকার মোটা দানার নোংরা লবণ খেতাম তা ছিল আয়োডিন সমৃদ্ধ। আর আজ আমরা যে পরিষ্কার সাহেবী প্যাকেট জাত বিজ্ঞাপন পুষ্ট লবণ খাই। তাতে আয়োডিন যথোপযুক্ত নেই। এক কথায় বলা যায় এই গুড়ো লবণকে বিষাক্ত আখ্যা দেওয়া যায়। এই বিষাক্ত লবণ ভক্ষণ করেই ঘরে ঘরে থাইরয়েড সমস্যায় ভরপুর হয়ে আছে। পুরনো দিনের লবণে থাকত একশ ভাগ থাইরয়েড। এখন সেখানে বড় জোর দশ ভাগ থাকে। যে দশ ভাগ থাইরয়েড ছড়িয়ে দেওয়া হয় তা শরীরের জন্য বিশেষ কাজে আসে না। এ ব্যাপারে আলিপুর বার্তায় বহুদিন আগে বিজ্ঞানীদের অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আলোচনায় বিশিষ্ট চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছিলেন। বিজ্ঞানীদের কথাকে অনুসরণ করে প্রকৃতির কথাই বলি।

পৃথিবীর ৩ ভাগ জল এক ভাগ স্থল, এই জল বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য পৃথিবীর মূল জল ভাণ্ডার সমুদ্রে ছড়িয়ে দিয়েছেন হ্যালোজেন দিয়ে। (ক্রমশঃ)

দুর্গাদাস সরকার

মাঙ্গলিকী

ফ্লেয়ার ম্যানেজমেন্টের নাটক প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নৈতিকতা ও নান্দনিকতা এই দুইয়ের সহযোগে জীবনে পূর্ণতা আসে। এই আপ্তবাক্যকে পাথেয় করে মানুষের পাশে থাকার জন্য, উদার মন তৈরি ও সঠিক শিল্প চর্চার মাধ্যমে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের পূর্ণ বিকাশ সাধনের লক্ষ্য নিয়ে ফ্লেয়ার ম্যানেজমেন্ট' পরিবারের পথ চলা শুরু বছর তিনেক আগে বলে জানান সস্থার কর্ণধার দেবতোষ চক্রবর্তী। ফ্লেয়ারের এবারের ইন্টার-স্কুল ড্রামা কমপিটিশনে'র (সেশন – ২) মূল পর্বের ড্রামা কমপিটিশন অনুষ্ঠিত হল ১২ আগস্ট বেহালার শরসদন প্রেক্ষাগৃহে। বেহালাস্থিত যে ছ'টি সরকারি পোষিত বিদ্যালয় এবারের মূল নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় সেই বিদ্যালয় গুলি হল – সরসুনার কাকলি বিদ্যামন্দির হাই স্কুল, বড়িশা গার্লস হাই স্কুল(উ.মা.), বড়িশা উচ্চ বালিকা বিদ্যামন্দির(উ.মা.), জগপুর

রুক্মিণী বিদ্যামন্দির ফর বয়েজ, বেহালা কিশোর ভারতী গার্লস হাই স্কুল এবং বেহালা বানীতীর্থ গার্লস হাই স্কুল। এবারের নাট্য প্রতিযোগিতায় রবিঠাকুরের ছাত্রের পরীক্ষা' নাটক উপস্থাপনা করে বড়িশা উচ্চ বালিকা বিদ্যামন্দির প্রথম স্থান অর্জন করে। রবিঠাকুরের বিদূষক' নাটক মঞ্চস্থাপনায় জগপুর রুক্মিণী বিদ্যামন্দির দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে আর তৃতীয় স্থান অর্জন করে বড়িশা গার্লস হাই স্কুল। তারা মঞ্চস্থ করে রবিঠাকুরের রক্তকরবী'। প্রথম স্থানাধিকারীদের নগদ ৫,০০০ টাকা, দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদের নগদ ৩,০০০ টাকা এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীদের ২,০০০ টাকা অর্থ পুরস্কার ও শংসাপত্র এবং স্মারক উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়। কাকলি বিদ্যামন্দির কবিগুরুর ছাত্রের পরীক্ষা' নাটকের মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনা করে। কিশোর ভারতী গার্লস হাই স্কুল মঞ্চস্থ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূজার সাজ' কবিতার নাট্যরূপ। স্কুলের সোমা প্রামাণিকের অভিনয় দর্শক মন ছুঁয়ে যায়। আর বানীতীর্থ গার্লস হাই স্কুলের বিশ্বকবির খ্যাতির বিড়ম্বনা' নাটকের অভিনয় বেশ ভালো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত ২০১৯ সালে ফ্লেয়ার ম্যানেজমেন্টের ইন্টার-স্কুল ড্রামা কমপিটিশন' সেশন ওয়ানে এই সদনেই বেহালাস্থিত পাঁচটি সরকার পোষিত বিদ্যালয়ের অভিনয় কুশলী বিদ্যার্থীদের পুরস্কার স্বরূপ নির্ধারিত অর্থ তুলে দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য, বিদ্যালয়ের ছোটো ছোটো শিক্ষার্থীদের অভিনীত এই নাটক গুলি দর্শকদের মন জয় করে।

সাধু সাবধান! তপনে 'ঝড় আসছে'

কৃষ্ণচন্দ্র দে

নাটক

পৃথিবীটা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। বড় অসময়, একটা গুমোট পরিস্থিতি চারপাশের। যেন একটা দমবন্ধ হওয়া পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। বিশ্ব জুড়ে ধ্বংস যজ্ঞে শেষ হয়ে যাচ্ছে সভ্যতা। হিংস্রতা থাবা বসিয়েছে সর্বত্র। সারা দুনিয়াটা যেন যুদ্ধবাজ ও সন্ত্রাসে মদত পুষ্ট ফায়দাবাজদের কর্মশালা। আমজনতার মুক্তি কী নেই, এ নরক থেকে। বিশ্ব জনতা পথ খুঁজে মরে। কে দেখাবে নতুন দিশা, কিংবা কোন আলাদিনের সন্ধান। আসলে মানুষকেই খুঁজতে হবে মুক্তির পথ, আর এ পথ একলা চলার নয়, তাই তোমার আমার সকলের মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হোক সমাজ ধ্বংসের ধারাবাহিকতার প্রতিরোধী শ্লোগান— ভাঙবো অন্যায়ের জগদ্দল পাষাণ, হিংসার বিষবাষ্প, ছিনিয়ে আনবো সোনালী সূর্যের সোনালী সকাল। তাই বলছি নাটক হয়ে উঠুক সংগ্রামের হাতিয়ার। কথাগুলি বললাম নাটকটা দেখে।

'ঝড় আসছে' মূলতঃ স্যাটার ধর্মী রাজনৈতিক নাটক। একটা সামাজিক সময়োপযোগি উপস্থাপনা। রূপকের অন্তরালে রাজনৈতিক উপস্থাপনা। এখানে নাটকের চরিত্রগুলি সব প্রতীকী। দেব দেবীর নামাঙ্কিত চরিত্রগুলির মাধ্যমে সমাজের অবক্ষয়কে তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি রাজনৈতিক স্বার্থ, ভেস্টেড ইনটারেস্ট দলাদলি সবগুলিই পরতে পরতে এসেছে। কৌতুক আবহ সৃষ্টি হয়েছে অনেক দৃশ্যে ও সংলাপে। দেব দেবীর সংলাপে এ ধরনের কৌতুকাবহ সৃষ্টি, এ ধরনের নাটকে ব্যবহার আমরা এর আগেও দেখেছি।

সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর ভীষণভাবে চিন্তিত, কারণ তার সৃষ্ট মানবকুল যেন এক নারকীয় খেলায় মেতে উঠেছে। আলোচনার জন্য তিনি একদিন মহেশ্বরের নিবাসে আসেন, এসে দেখেন তিনিও ভীষণ চিন্তিত এবং অস্থির। পার্বতী তখন মর্তবাসীদের ডাকে মর্ত ধামে গিয়েছে। পরমেশ্বর ও মহেশ্বরের আলোচনার মাঝে পার্বতী এসে উপস্থিত হয়। পার্বতীর মুখে মর্তের কথা শুনে পরমেশ্বর থমকে যায় এবং মহেশ্বরকে বলেন– তাহলে কি একটা ওলট পালটের প্রয়োজন আছে? মহেশ্বর বলেন– সবই তো আপনার হাতে। পরমেশ্বর বিচলিত হন। এরপর কি ঘটলো? সেটা জানতে গেলে নাটকটা একবার দেখতে হবেই।

নির্দেশক শ্যামল সরকার সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনীকে সরসভাবে ব্যঞ্জনা দিয়ে রসসাহিত্যের আবহে নাটকটি নির্মাণ করেছেন। দর্শক বৃন্দ মজা আনন্দ উপভোগ করেছেন।

কিছু কিছু কম্পোজিশন একটু অদল বদল করলে ভাল হয়। আরও একটু টাইট করার দরকার আছে। জয়ন্ত বোস দক্ষ ভারত নাট্যম শিল্পী। বিথী মিত্র, রচনা মিত্র ও স্বাগ্নিকা মিত্র ভাল সহযোগ দিয়েছেন। অভিনয়ে ভুজঙ্গ ওরফে মহেশ্বর চরিত্রে অমিতাভ চ্যাটার্জী, পরমেশ্বর ওরফে পিপি চরিত্রে অশোক বসু, কৃষ্ণেন্দু ওরফে কার্তিক চরিত্রে সুপ্রভাত ঘোষ, কৌশল ওরফে নারদ এর ভূমিকায় সুনীল বর্ধন, লক্ষ্মী ওরফে লেখা চরিত্রে পম্পা দাস, স্বাতী ওরফে সরস্বতীর ভূমিকায় মনীষা সেন মোটামুটি ভাল কাজের নমুনা রাখলেন। পার্বতী ওরফে বাসন্তীর ভূমিকায় ভবানী চ্যাটার্জীও বেশ ভালো তবে মাঝে মাঝে একটু ওভার অ্যাকটিং লক্ষ্য করা গেছে। গনেশ ওরফে গজানন চরিত্রে আদিত্য মজুমদার তোতলামির অভিনয় করতে গিয়ে অনেক সংলাপের সদব্যবহার করতে পারেন নি। আরও চর্চার দরকার। নন্দু ওরফে নন্দী চরিত্রে শান্তনু দাস এবং জনৈক শিল্পীর ভূমিকায় অপু চক্রবর্তী মোটামুটি।

সামগ্রিক উপস্থাপনা মোটামুটি উৎরে গেলেও আরও তালিম বা অনুশীলনের দরকার আছে বলে মনে হয়। শিল্পীদের কস্টিউম এর দিকে আরও একটু নজর দিলে ভাল হয় বিশেষ করে ভুজঙ্গ, নারদ এবং কৃষ্ণেন্দু/কার্তিক এর পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে। মালকোচা ধুতি ও গিলে করা পাঞ্জাবীতে কার্তিককে মানাবে ভাল। লক্ষ্মী/লেখা এবং সরস্বতী/স্বাতী উভয়কে নিয়েও একটু ভাবলে ভাল হয়।

অজিতের সাদামাটা মঞ্চ মন্দ লাগেনি। অনিন্দ নন্দীর শব্দক্ষেপনও বেশ ভাল। মেকাপ মহঃ ইব্রাহিমকে বলবো আর একটু যত্নবান হতে। আলোক সম্পাতে বাবলু রায় কাজ চালিয়ে দিয়েছে। নির্দেশক শ্যামল বাবুকে বলবো তালিমের উপর একটু জোর দিন। আরও একটু তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারলে নাটকের মান ও পরিবেশনা অধিক প্রজ্বল হয়ে উঠবে। নাটকে মাল মশলা উপকরণ ভালই মজুত আছে। দরকার শুধু ব্যঞ্জন ও সুষ্ঠু পরিবেশন। আপনার দক্ষতা আছে এটা আমি নিজেই জানি। 'কৃষ্ণগহ্বর' থেকে আপনাকে দেখছি ফলে আপনার উপর আমার আস্থা আছে। সবচেয়ে ভাল লেগেছে নিরন্তর কর্মব্যস্ততা এতোটুকু কেড়ে নিতে পারেনি আপনার অন্তঃসলিল সৃক্ষ্মরসবোধের ফল্গু ধারাকে। এখানেই আপনার বিশেষত্ব।

নাটকের স্ক্রিপ্টে সামান্য রদ বদলে এই নাটক অন্যমাত্রা এনে দিতে পারে। নাট্যরূপ ও নির্দেশনা দুটোই নাটকের স্তম্ভ স্বরূপ, এবং দুটোই আপনার হাতে রয়েছে। একটু ভাবুন। আপনার উপর আমার আশা যে অনেক। উপসংহারে বলছি সভ্যতা ফিরে আসুক মানুষের মহামিলনে সৃষ্টির নতুন উষা আনুক নতুন প্রভাত।

অগ্নীশ নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭/২ডি সিমলা রোডে অবস্থিত কলকাতার অগ্নীশ নাট্যগোষ্ঠী। এই নাট্যগোষ্ঠী দেখতে দেখতে ১৫ বছর পার করে ১৬ বছরে পদার্পণ করল ।এই উপলক্ষে সম্প্রতি এক রবিবার সন্ধ্যায় অগ্নীশ নাট্যগোষ্ঠী তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল কলকাতার মানিকতলার রামমোহন লাইব্রেরী মঞ্চে। তারা ওই দিন সেখানে তিনটি হাসির নাটক মঞ্চস্থ করেছিল। যার মধ্যে রয়েছে শান্তনু বসুর লেখা বড়লোক, শিবাশীষ সেনগুপ্তের লেখা হানব জাতি এবং মনোজ মিত্রের লেখা চোখে আঙুল দাদা। তিনটি নাটকেরই পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শিবাশীষ সেনগুপ্ত ।এই ১৬ বছরে পদার্পণ করাকে কেন্দ্র করে অগ্নীশ নাট্যগোষ্ঠী তাদের বিরাট কর্মকান্ডকে একটি তথ্যচিত্রের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে তুলে ধরেন। অত্যন্ত মনোজ্ঞ সেই তথ্যচিত্রটি। অগ্নীশের সকল শিল্পী ও কলাকুশলীরা দক্ষতার সঙ্গে নাটক তিনটি মঞ্চস্থ করে দর্শক সমাদৃত হয়েছেন। এই নাটক তিনটির মধ্য দিয়ে অগ্নীশ নাট্যগোষ্ঠীর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে ।এর পাশাপাশি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটা রঙিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তারা তুলে ধরেছিলেন, যা সত্যিই অনবদ্য মনে রাখার মত। সেদিনের সন্ধ্যা দর্শকদের মনে স্থায়ী দাগ কেটেছে নিঃসন্দেহে।

বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস উপলক্ষ্যে ১৯ আগস্ট শুক্রবার হুগলি ফটোটেক অ্যাসোসিয়েশন চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির প্রেক্ষাগৃহে গান ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হল। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন স্বনামধন্য ফটোগ্রাফার অতনু পাল। হাজির ছিলেন পাহাড় কন্যা এভারেস্ট জয়ী পিয়ালী বসাক, ইমেজ ক্রাফট পরিচালক শংকর দাস। এদিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল যেমন রূপসা ব্যানার্জীর মারাঠি ফোক ডান্স। শ্রোতারা সুন্দরভাবে উপভোগ করেন। এই সংগঠনের সভাপতি দেবার্ঘ্য মুখার্জী ও সম্পাদক রঞ্জন ব্যানার্জী, অমিতাভ চৌধুরী রয়েছেন। অনুষ্ঠানে প্রয়াত লোক শিল্পী অমরপালের একনিষ্ঠ ছাত্র প্রবীণ শিল্পী গৌরাঙ্গ বিশ্বাস বাংলাদেশের সারি, ভাটিয়ালি এবং শচীনদেব বর্মনের গানগুলি করেন। সঙ্গীত শিল্পী গৌরাঙ্গ বিশ্বাস এই বয়সে দরদী কণ্ঠ তা শুনলে সত্যি অবাক হতে হয়। তিনি গাইলেন দোকান খোলো দেখি, তারপর খুবই জনপ্রিয় গান ওরে পদ্মা ওরে মেঘনা বল আমারে, শেষ গাইলেন শচীন কর্তার গান আমি তাকদুম তাকদুম বাজাই বাংলাদেশের খোল। গানগুলি অবশ্যই প্রশংসনীয়। এরপর বর্ষীয়ান শিল্পী প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় গাইলেন 'পৃথিবী আমারে চায়', 'গভীর রাত্রে তোমায় মনে পড়ল', 'শোনো বন্ধু শোনো প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা'। নৃত্যশিল্পী দেবলীনা চ্যাটার্জী ক্রিয়েটিভ বেঙ্গলি নৃত্য পরিবেশন করেন।

সুর ও ছন্দ-এর কর্ণধার ছন্দা দত্ত সমবেত দেশাত্মবোধক গান করেন। দ্বিতীয়ার্ধে মোনালিসা ড্যান্সারের কর্ণধার মোনালিসা নন্দী পেশায় শিক্ষিকা, নেশা নৃত্য। তিনি চিত্তাকর্ষক নৃত্য পরিবেশন করেন। এদিন জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের উপর নৃত্য নাট্য ছিল। সব মিলিয়ে এক সুন্দর জমজমাট অনুষ্ঠান উপহার দিল আয়োজক সংস্থা। বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় পরিপূর্ণ ছিল প্রেক্ষাগৃহের শ্রোতারা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন সুমনা দাস পাঠক।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : মাসের তৃতীয় বুধবারগুলিতে স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সান্ধ্য অধিবেশনে 'পুণ্য জীবন কথা' পরিবেশিত হয়ে থাকে। এক ঘন্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে প্রণম্য কাউকে নিয়েই এই অনুষ্ঠান। আগস্ট মাসে 'পুণ্য জীন কথা' অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হল 'ভগিনী নিবেদিতা'র কথা। পরিবেশন করলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক,

চলচ্চিত্রাভিনেতা, গায়ক ও লেখক ড. শঙ্কর ঘোষ।

নিবেদিতার জন্ম থেকে মৃত্যুর মধ্যে স্মরণীয় ঘটনাগুলির উপরই আলোকপাত করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রসঙ্গ সূত্রে এসেছে স্বামী বিবেকানন্দ, মা সারদামণি, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র প্রমুখের কথা। বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে শিল্পী শোনালেন গান। যার মধ্যে ছিল 'আর কিছু নাই সংসারের মাঝে', 'একবার বিরাজ গো মা', 'জয় রামকৃষ্ণ বল আমার মন', 'জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী', 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'ধনধান্য পুষ্প ভরা' প্রভৃতি গানগুলি। শ্রোতাদের মন জয় করে নিলেন শিল্পী। বেদান্ত মঠের অভেদানন্দ মঞ্চে এই অধিবেশগুলি হয়ে থাকে। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করলেন বিশ্বজিৎ গোস্বামী। 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ' এই ইউটিউব চ্যানেলে এ অনুষ্ঠান আপনারা যখন খুশি দেখতে পারবেন।

কালজয়ী কবিপত্র ও কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়

অবশেষ দাস

দহনজাত মননের কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় নিঃশব্দে চলে গেলেন, গত এপ্রিল মাসে (৯ এপ্রিল, ২০২১)। বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি বেশ কিছুদিন ধরে ভুগছিলেন। শরীর আর তেমন সাধ দিচ্ছিলো না। তেমন কোথাও আর যেতেন না। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থাকতেন। দীর্ঘ সময় ধরে লেখার ঘরে বসে থাকতেন। এক সময়ে ২২/ বি প্রতাপাদিত্য রোডের এই বাড়িতে তরুণ কবিদের ভিড়ে শোরগোল পড়ে যেত। অগ্রজ কবিদের যাতায়াত খুব একটা কম ছিল না। একটানা ৬২ বছর ধরে 'কবিপত্র' সম্পাদনা করার সুবাদে 'কবিপত্র' এবং পবিত্র মুখোপাধ্যায় সমার্থক হয়ে উঠেছিলেন। বিভিন্ন কাব্য আন্দোলনের নেপথ্যে 'কবিপত্র' এর অবশ্যম্ভাবী ভূমিকাকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু সবকিছুর পুরোধা হিসাবে কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের নাম গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে হয়। মাত্র ১৫ বছর বয়সে নামকরা ভবানীপুর সাউথ সাবার্বান স্কুল (মেন) ম্যাগাজিনের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আরো বেশি বিস্ময়ের এই যে মাত্র ১৭ বছর বয়সে শুরু করেছিলেন 'কবিপত্র' এর সম্পাদনা। কী গভীর প্রাণশক্তি, কী বিপুল ইচ্ছাশক্তি ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে মাত্র ১৭ বছরের ছেলেটি একটি কবিতা পত্রিকার সম্পাদনা কাজ শুরু করেছেন সেইদিন ঠাহর করা যায়নি। কিন্তু সুদীর্ঘ ৬২ বছর ধরে একটানা নিরলসভাবে সেই 'কবিপত্র'কে তিনি বাংলা কবিতার শাশ্বত তীর্থে পরিণত করেছেন। 'কবিপত্র' আজ কবিতার পবিত্র পীঠস্থান। আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে 'কবিপত্র' এমনই এক উচ্চতায় আসীন হয়েছে, যা চিরকালের পত্রপত্রিকার ইতিহাসে হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি পত্রিকার কপালে জোটে। কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে বিষাদগ্রস্ত মন সহজাত ভাবের দ্যোতনায় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সময়টা এমনিতেই খুব খারাপ। কোভিডের বাড়বাড়ন্ত চারদিকে মৃত্যুপুরী তৈরি করেছে। জনজীবন স্বাভাবিক হতে হতে হঠাৎই আবার সংশয় ও আতঙ্কের মেঘ ঘনীভূত হয়ে জীবনের পাড়ায় পাড়ায় সাবধান বাণী শুনিয়ে চলেছে। ঠিক এই রকমই এক দুর্বিনীত সময়ে নিষ্পাপ কুঁড়ির মতো কবি পবিত্র টুপ্ করে চলে গেলেন। ষাটের দশকের কবি বলে তাঁকে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু একক দশক শতক সবকিছু পেরিয়ে তিনি চিরকালের কবি হয়ে উঠেছেন। বাংলা কবিতা জগতে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হয়ে উঠেছেন। চারিদিকে মৃত্যু থৈথৈ করছে। প্রতিদিন দিকে দিকে অগণিত মানুষ মারা যাচ্ছে। বর্ষীয়ান কবির পারিজাত জীবন শতাব্দী কাঁপানো মহামারীর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। বার্ধক্যজনিত কয়েকটি সমস্যা কবিকে পরকালের গোলার্ধে ডেকে নিয়ে গেছে। বর্ষীয়ান কবির কথাবার্তা ও আচরণে ধরা যায়, পরকালে যাবার প্রস্তুতি ও অনুশীলন তাঁর যেন দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। জীবনসচেতন কবি পবিত্র মৃত্যুচেতনাকে এড়িয়ে গিয়ে জীবনকে অন্বেষণ করেন নি কখনো। বরং মৃত্যুঞ্জয়ী কবি বুঝেছিলেন, কবি জীবন পঞ্চভূতে মিশে গিয়ে মহাকালের কাছে সমগ্র জীবন ও সৃষ্টির যথার্থ মূল্যায়নের দাবি তৈরি করবে। মৃত্যু-পরবর্তী উত্তরণের পথ আবিষ্কৃত হবে। জগৎ ও জীবনের প্রতি কবির গভীর অনুরাগ ও যোগাযোগ জীবনের শেষ প্রশ্বাসেও জড়িয়ে ছিল। অশীতিপর বার্ধক্যের সীমাবদ্ধতা তিনি যেন আর বইতে পারছিলেন না। মৃত্যুর কাছে অনুগত অঞ্জলি দিয়ে দীর্ঘ কবিতাচর্চায় তিনি পূর্ণচ্ছেদ টানলেন। কিন্তু কবিতা চর্চা ছাড়া তাঁর পরলোক বাস সম্ভব নয়। তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তির তিনি হয়তো নির্দিষ্ট স্থান বেছে নিয়ে আজও কবিতা লিখছেন। কারণ জীবনের জন্য কবিতা আর কবিতার জন্য জীবন এই সমান্তরাল ভাবনা তাঁর জীবনের ক্ষেত্রে চিরসত্য হয়ে উঠেছে। মৃত কবির কোনো দাবি থাকে না। কিন্তু কবির সারা জীবনের নিরলস সাধনা ও উৎসর্গীকৃত

প্রাণের প্রতিধ্বনি আপনজনের ছায়া সুনিবিড় মনের আলো জল বাতাসের মতো একটা নীরব দাবি তৈরি করে। পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের মত যুগাতিশায়ী শক্তিমান কবির মৃত্যুতে কবিতা জগতের কোনো হেলদোল নেই। বরফাবৃত জীবনের মত নিঃশব্দ। বাংলার শিল্প-সংস্কৃতি জগত কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। অথচ সাম্প্রতিককালে কয়েকটি মৃত্যু নিয়ে বেশ নাড়াচাড়া হল। এই নাড়াচাড়াটাই বড় প্রয়োজন। বর্তমান প্রজন্ম বেশ আগ্রহের সঙ্গে এই নাড়িয়ে দেওয়া মৃত্যুগুলোকে সামনে রেখে তাঁদের সুবিপুল কর্মকাণ্ডের ইতিবৃত্ত সম্যকভাবে জানতে পেরেছে। দিনের আলোর গভীরে সুবিপুল নক্ষত্রের উপস্থিতি চাক্ষুষ করা যায় না, কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে এই যুক্তি বড় আন্তরিক ও সত্য বলে মনে হয়। দিব্যি কয়েক মাস কেটে গেলেও ছোট-বড় প্রায় কোনো কাগজেই তাঁকে নিয়ে তেমন কোনো লেখালেখি হলো না। বলবার মতো স্মরণ সভা হল না। করোনা সিচুয়েশনের দোহাই দিয়ে জগতের সবকিছুই এখন উপেক্ষা করা যায়, এখানে কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় বাদ যাবেন কেন। এ রকমই একটা ব্যাপার স্যাপার চলছে, সাহিত্যজগতে। পরলোকের বাসিন্দা হয়ে তিনি নিশ্চয়ই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। কেননা তাঁকে নিয়ে এক সময়ে কম শোরগোল হয়নি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবার মত বহু উৎসব ও অনুষ্ঠান তাঁকে ঘিরে আয়োজন করা হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে ভীষণ অগোছালো হলেও তাঁর 'কবিপত্র' বাংলা কবিতাকে শাসন করার জন্য পুরোপুরি মেদবর্জিত হয়ে বীক্ষণ ও বোধের আলোয় আলোকিত হয়ে সুদীর্ঘ পথ পরম গৌরবের সঙ্গে পাড়ি দিয়েছে। কবি বিষ্ণু দে, কবি বুদ্ধদেব বসু, কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কবি জয় গোস্বামীর মতো স্বনামধন্য ব্যক্তিরা একদিন তাঁর বাড়িতে এসেছেন। 'কবিপত্র' ও পবিত্র মুখোপাধ্যায়কে ঘিরে দীর্ঘ সময় ধরে এক আলোকবেষ্টনী তৈরি হয়েছে। দিনের পর দিন কবিতাকে সামনে রেখে অতলান্তিক সময় বয়ে গেছে। সেদিনের কবিতা আন্দোলনের অনেকেই আজ নেই। আর আজ যারা আছেন, তাঁরা আশ্চর্যজনকভাবে নিষ্প্রভ, শব্দহীন অন্যমনস্ক হয়ে আছেন কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতি। খুব সচেতনভাবেই বলছি, কবি পবিত্র এতোখানি নিষ্প্রভ নন , তাঁর সৃষ্টির সাম্রাজ্য বহুধা বিস্তৃত। ষাটের দশক থেকে তাঁর নিরলস কবিতাচর্চা, প্রবন্ধচর্চা ও যুগাতিশায়ী সম্পাদনা। তাঁর কবিতার কাগজ সম্পাদনা কেবলমাত্র কবিতা ছাপানোর জন্য নয় , দু'চারটে কবি তৈরির জন্য নয়, একের পরে এক কবিতা আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তাঁর কবিতা পত্রিকার ষড়ৈশ্বর্যে। সেই ইতিহাস অস্বীকার করা যায় না। তাঁর প্রতি সুনজর দিলে মহাকাল কাউকে কটূক্তি করবে না। কারও কপালে নাম, যশ ও পুরস্কার যোগ্যতার মাপকাঠিতে কম লেখা হবে না। কিন্তু ইতিহাস যদি অন্যভাবে তৈরি হয় তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই উপেক্ষাকে অন্যভাবে ফিরিয়ে দেবে। একজন প্রকৃত কবির কারও কাছে কোনো দাবি থাকে না। জগত সংসারে তিনি আজন্ম অবহেলা পেয়েছেন। অনেক কষ্টে বড় হয়েছেন। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে বেয়ারার কাজ করেছেন। দিনের পর দিন টিউশন পড়িয়েছেন। চেতলা বয়েজ হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। শেষমেষ তিনি অধ্যাপক হয়েছেন। আমরা কেবল হয়ে ওঠার দিকে তাকিয়ে দেখি, কিন্তু হয়ে ওঠার কাঁটা বিছানো পথের দিকে দেখি না। একের পর এক জীবন জটিলতা ও বঞ্চনায় কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের মতো বিরল প্রতিভার অচিরেই ঝরে যাওয়াটা অসম্ভব কিছু ছিল না। শাশ্বত জীবনীশক্তির অধিকারী হয়ে তিনি মহাযুদ্ধের নায়কের মতো লড়াই করে গেছেন। কখনও কোথাও তিনি আত্মসমর্পণ করেননি।

আমরা জানি, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক, ভক্তি ও ভালবাসা দিয়ে তিনি জগতকে জয় করেছিলেন। অনুরূপভাবে বাংলা কবিতার জগতে তিনিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। দিনে দিনে কবির কবি হয়ে শুধু ওঠেননি, আশ্চর্য মেধা, অধ্যবসায় ও প্রতিভার পৌরোহিত্যে তিনি তরুণ কবিদের সামনে আলোকিত রাস্তা খুলে দিয়েছেন। তাঁর অভিভাবকত্বে সমকাল যেমন বাংলা কবিতার জগতে নতুন নতুন আন্দোলন ও উদ্দীপনায় নতুন নতুন বাঁক সৃষ্টি করেছে, ঠিক তেমনই তাঁর হাত ধরে উত্তরকালের কবিরা নাবিকের মতো কবিতার মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়েছেন । তিনি কম্পাসের মতো পথ ও সম্ভাবনা দেখিয়ে দিয়েছেন। ভালবাসার কবি , প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় যেদিন নির্ভয়ে পরলোকে চলে গেলেন, আকাশবাণীর মতো কে যেন কানের কাছে এসে বারবার বলে যাচ্ছিল, 'দর্পণে অনেক মুখ' (১৯৬০) একবার দ্যাখো। কবি পবিত্রের 'শবযাত্রা' (১৯৬১) চোখ মুছে দ্যাখো। 'হেমন্তের সনেট' (১৯৬১) হাতে 'আগুনের বাসিন্দা' (১৯৬৭) চলে গেলেন। একের পর এক অসামান্য কাব্যগ্রন্থ বাংলা কবিতার জগতে তিনি উদার হস্তে দিয়ে গেছেন। সমৃদ্ধ ও ঋদ্ধ করেছেন, বাংলা কবিতাকে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'ইবলিসের আত্মদর্শন' (১৯৬৯), 'অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সংক্রান্ত' (১৯৭০), 'বিযুক্তির স্বেদরক্ত' (১৯৭২), 'অলর্কের উপাখ্যান' (১৯৮৩) থেকে শুরু করে অজস্র কালজয়ী কাব্যগ্রন্থ তিনি লিখেছেন। দীর্ঘ কবিতা, মহাকবিতা, সনেট থেকে শুরু করে কবিতা নিয়ে তাঁর নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল।

ক্রমশঃ

জিম্বাবোয়েতে প্রত্যাশিত জয় টিম ইন্ডিয়ার

পারঙ্গম শাস্ত্রী

জিম্বাবোয়ে সফরেও প্রত্যাশামতো ৩-০ সিরিজ জিতল ভারত। যদিও জিম্বাবোয়ের মতো বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের শিশু দেশের সঙ্গে এই জয় নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে রাজি নয় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে এখনও অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড বা দক্ষিণ আফ্রিকা অনেক বড় প্রতিপক্ষ। আর এশিয়ার মধ্যে ভারতের চিরাচরিত প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানও পিছিয়ে নেই। কিছুদিন আগেই অবশ্য ইংল্যান্ডের মাটিতে তাদের ওয়ান ডে এবং টি-২০ দুটি সিরিজেই হারিয়েছে ভারত। তারপর উপর্যুপরি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সফর জেতা নিশ্চিতভাবে আগামী জোড়া বিশ্বকাপের আগে বলবর্ধক ভারতের কাছে। তারওপর যে রোটেশন পদ্ধতিতে ভারত এই মুহূর্তে খেলছে এবং তার মধ্যে দিয়ে পরের পর জয় ছিনিয়ে আনছে তাও যথেষ্ট ইতিবাচক। তাও এর মধ্যে গাফিলতিও প্রকট হচ্ছে বেশ কয়েকটি বিভাগে। খেলোয়াড় নির্বাচনেও অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে কোথাও কোথাও। বিশেষ করে মহম্মদ সামিকে শুধুমাত্র টেস্টের জন্য ভেবে যেভাবে একদিন ও টি-২০ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া রোটেশনের জন্য বারংবার ওপেনিং জুটি থেকে ব্যাটিং ফর্ম্যাটে যে পরিবর্তন করা হচ্ছে তা কতটা ফলপ্রসূ হবে তা নিয়েও জোর চিন্তা থেকে গিয়েছে। আবেশ খানের মতো বোলারকেই বা কেন বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তা নিয়েও সমালোচনা ধেয়ে আসছে। বস্তুত, আবেশ খানের বোলিং কখনই সেভাবে দাগ কাটতে পারছে না। সামির পরিবর্তে আবেশ কীভাবে ফার্স্ট চয়েজ হয় তাও যথেষ্ট দুর্বোধ্য। মহম্মদ সিরাজ এবং শার্দুল ঠাকুরদের খেলানো হলেও সেই ভরসা করছেন না নির্বাচকরা। এতেও আশ্চর্য লাগছে অনেকেরই।

তা সত্ত্বেও জিম্বাবোয়ের মাটি থেকে ভারতের হোয়াইট ওয়াশ করা সিরিজ জেতাকে সরিয়ে রাখাও যাচ্ছে না। বিশেষ করে কে এল রাহুল যাবতীয় অসুস্থতা কাটিয়ে এই সিরিজে দেশের অধিনায়কত্বও করেছেন। রোহিতের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব যে খারাপ সামলেছেন তা নয়। বলা চলে উতরেই দিয়েছেন। তবে যে কাজের জন্য রাহুলের ওপর ভরসা করে দেশ সেই ব্যাটিংয়ে আপাতত ডাহা ফেল মেরেছেন তিনি। এক্ষেত্রে বলা যায় যত ম্যাচের মধ্যে দিয়ে যাবেন ততই খেলা খুলবে রাহুলের। এই জড়তা নিঃসন্দেহে দূরে সরে যাবে। ক্যারিবিয়ান বধে অবশ্য শিখর ধাওয়ানও ঠিকঠাক দায়িত্ব সামলেছেন। এই মুহূর্তে ধীরে ধীরে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিতও মিলছে ধাওয়ানের ব্যাটে। সেদিক থেকে বলা যায় জিম্বাবোয়ে সফরে ভারতের আবিষ্কার শুভমন গিল।

বিগত কিছু সময় ধরে শুভমনকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ চড়েছে। সেই অনুযায়ী কিন্তু ব্যাটিংয়ে ছাপ রাখতে পারছিলেন না গিল। কিন্তু শেষ ম্যাচের সেঞ্চুরি-সহ এই সিরিজে যে প্রতাপ নিয়ে ব্যাট করেছেন শুভমন তাতে ভারতের পক্ষে আরও এক ওপেনিং স্লটের তুখোড় ব্যাটার মিলল বলেই মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে যে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে ভারতের রিজার্ভ বেঞ্চ তা যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর। গিল এই সিরিজে ম্যান অফ দ্য সিরিজের সম্মানও পেয়েছেন। আর পেয়েছেন শেষ ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার। যদিও ট্র্যাজিক হিরো হিসেবে এই ম্যাচে ক্রিকেটপ্রেমীদের মন কেড়েছেন জিম্বাবোয়ের নব্য প্রতিভা সিকান্দর রাজা। আর একটু হলেই ম্যাচ বের করে নিচ্ছিলেন তিনি। শেষ মুহূর্তে সিকন্দরের ক্যাচ যে অসামান্য নৈপুণ্যে নিয়েছেন শুভমন তাতে এর মধ্যে যেন এক জায়ান্ট কিলারের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে।

সামনেই এশিয়া কাপের আসর বসছে। আরব মুলুকে ফের একবার নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে ভারতীয়রা। এদের মধ্যে অধিনায়ক রোহিত ও বিরাট কোহলির মতো মহাতারকারও প্রত্যাবর্তন ঘটছে। তারসঙ্গে সূর্যকুমার যাদব, ঋষভ পন্থ আর হার্দিক পান্ডিয়ার মতো বোমব্লাস্টিক তারকাদের অন্তর্ভুক্তি এক অন্য মাত্রা এনে দিতে চলেছে। আর হ্যাঁ কে এল রাহুল তো রয়েছেনই। এখানেই তো প্রথম একাদশের ৬ জনের নাম হয়ে গেল। এরপর অলরাউন্ড এবিলিটির জন্য রবীন্দ্র জাদেজাকে অবশ্যই রাখতে হচ্ছে। আর তিন পেসার এক স্পিনার ফর্মুলায় এগোলে ভুবনেশ্বর কুমার, আবেশ খান, দীপক চহার (কিংবা মহম্মদ সিরাজ) আর যুজবেন্দ্র চহাল। এই দলটা কিন্তু বিশ্বের যে কোনও দলের পক্ষে ভয় ধরাতে পারে। খালি আবেশ খান নিয়ে খুঁতখুতানিটা বাদ দিলে। পরবর্তী পাঁচটি নাম হতে পারে শুভমন গিল, দীনেশ কার্তিক, শার্দুল ঠাকুর, রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং অক্ষর প্যাটেল। এই তালিকাটায় অবশ্য নাম নেই চোট পাওয়া ভারতীয় পেস অ্যাটাক তথা বোলিংয়ের প্রধান ভরসা যশপ্রীত বুমরার। আর বুমরা ফিরলে তো মার দিয়া কেল্লা হবে তা বলাইবাহুল্য। এই তালিকার বাইরেও শ্রেয়স আয়ার, সঞ্জু স্যামসন, রবি বিষ্ণোই, ওয়াশিংটন সুন্দর, উমেশ যাদবদের মতো একগুচ্ছ প্রতিভাধরের নাম থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ ভারতের ক্রিকেট এক স্বর্ণযুগের মধ্যে দিয়ে চলেছে তা বলাই যায় । প্রয়োজন শুধু একটু পরিমার্জিত ক্রমিং ও অভিভাবকত্বের। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিসিসিআইয়ের সর্বোত সাহায্য পাওয়াটাও বড় ব্যাপার এক্ষেত্রে। ভারতীয় ক্রিকেটে আজহারের আমলের বেটিং বিতর্ক কাটিয়ে সোনালী রোদ্দুর এনেছিলেন কিন্তু এই বাংলার মহারাজই। তারসঙ্গে কোচ হিসাবে রাহুল দ্রাবিড় ও তাঁর সাহচর্যে ভিভিএস লক্ষ্মণের থাকা সব মিলিয়ে ষোলোকনা পূর্ণই হয়েছে।

সৌরভের জমানা থেকে এই পরিবর্তিত ভারত বা টিম ইন্ডিয়া প্রমাণ করে চলেছে বিদেশের মাটিতেও একের পর এক জয় ছিনিয়ে আনা যায়। আজহার জমানার সেই স্পিন সহায়ক পিচে ভারতের সহজ জয় আর বিদেশের দ্রুতগতির পিচে গড্ডালিকা প্রবাহ তাও উধাও। বলাবাহুল্য, আলাদা এক টিম স্পিরিটে উদ্বুদ্ধ এই ভারতীয় দল। সব বিভাগে সেরা হওয়ার লড়াইয়ে উত্তীর্ণ এই নব্য ভারত। স্পিন ও ব্যাটিং গরিমা ধরে রাখার পাশাপাশি পেস অ্যাটাকে বিগত কয়েক বছরে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে ভারত। ফের একবার ফিরতে হয় সৌরভে। সৌরভের টিম ইন্ডিয়া কপিলদেবের পর আরও একবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। কিন্তু ব্যাটিংয়ের চেয়েও দুর্বল বোলিং আক্রমণ অজিদের চেয়ে শতযোজন পিছিয়ে দেয় ভারতকে। আজ নিশ্চিতভাবে সৌরভ আপশোস করেন একজন বুমরা কিংবা সামি না থাকার জন্য। জাভাগাল শ্রীনাথ সেসময় ভালো বোলার ছিলেন ঠিকই কিন্তু বুমরাদের তুলনায় অতিমাঝারি। শ্রীনাথ ব্রিগেডের বাকিরা অর্থাৎ ভেঙ্কটেশ প্রসাদ, অজিত আগরকরদের কথা যত না বলা যায় ততই ভালো। সৌরভোত্তর জমানায় ধোনি , বিরাট এবং হালফিলে রোহিত শর্মারা কিন্তু অনেক উন্নত মানের পেসার পাচ্ছেন। যা অতিঅবশ্যই চিরাচরিত খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এক অত্যাশ্চর্য ভারসাম্য এনেছে ভারতীয় ক্রিকেটে। সেজন্যই অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের মতো প্রথম সারির দলগুলিও ভারতকেই সবথেকে বড় প্রতিপক্ষ ধরছেন। এবং সমীহও করছেন যথেষ্টই।

একটা সময় ছিল যখন প্রতিপক্ষের নাম পাকিস্তান শুনলেই ম্যাচ হেরে বসত ভারত। বিশেষ করে শারজা বা আরব মুলকে খেলা থাকলে তো কথাই নেই। সেই জায়গা থেকে এই ভারত এখন পাকিস্তানের যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও একেবারে সাম্প্রতিক কালের হিসেব ধরলে পাকিস্তানও তলানিতে থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে। এক ঝাঁক প্রতিভার অবসরের পর সেই হতোদ্যম জায়গা থেকে পাকিস্তানকে আলো দেখাচ্ছে বাবর আজমের মতো উঠতি প্রতিভারা। যাঁদের ওপর ভর করে পাকিস্তান কিছুটা প্রত্যাঘাত করার অবস্থায় ফিরেছে। এশিয়ার নিরিখে শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ বরং অনেকটা পিছিয়ে গিয়েছে। আবার বিশ্ব ক্রিকেটে একসময়ে উন্নতি গ্রাফ ভালো থাকলেও পিছনের সারিতে সরে গিয়েছিল জিম্বাবোয়ে। সিকান্দর রাজাদের আবির্ভাব সেদেশকেও বেশ চাঙ্গা করে তুলেছে। ক্রিকেটের দুই মহাযজ্ঞ শুরুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত তামাম ক্রিকেট বিশ্বেই চলছে গুছিয়ে নেওয়ার পালা। মহড়ার পর্বও বলা চলে। কারা আগামীর ক্রিকেট শাসন করবে তার নির্ণায়ক অধ্যায়ও বটে। যে কোনও একটি দল চ্যাম্পিয়ন হবে তা তো বলাইবাহুল্য। এর পাশাপাশি উঠে আসবে নব্য প্রতিভাও। যাদের অন্যতম আইকন হিসেবে ভারত থেকে যে ত্রয়ীর নাম আলোচিত হচ্ছে তাঁরা হলেন সূর্যকুমার যাদব, ঋষভ পন্থ এবং হার্দিক পাণ্ডিয়া। বস্তুত, যাঁদের তুরুপের তাস মনে করা হচ্ছে ভারত তথা বিশ্ব ক্রিকেট মঞ্চ থেকে।

জাতীয় বায়ু ক্রীড়া নীতি ২০২২ চালু

বিশেষ সংবাদদাতা : এই প্রথম বার সেরা বিমান ক্রীড়া এবং সরঞ্জাম অবকাঠামোর প্রচারের জন্য ২০২২সালের জুন মাসে জাতীয় বায়ু ক্রীড়া নীতি চালু করা হয়েছে। এতে এগারোটি বিভাগ রয়েছে যথা, অ্যারোবেটিক্স, অ্যারোমডেলিং এবং মডেল রকেট্রি, অপেশাদার-নির্মিত এবং পরীক্ষামূলক বিমান, বেলুনিং, ড্রোন, গ্লাইডিং এবং পাওয়ার গ্লাইডিং, হ্যান্ড গ্লাইডিং এবং পাওয়ার হ্যান্ড গ্লাইডিং, প্যারাসুট, প্যারা গ্লাইডিং এবং প্যারামোটরিং, চালিত বিমান এবং রোটরিং। নীতিমালায় একটি বায়বীয় খেলা সংঘ'-এরও প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য হবে বায়বীয় ক্রীড়ার ইকোসিস্টেমকে উন্নীত করা,আন্তর্জাতিক মান গ্রহণ করা, বিশ্বব্যাপী ক্রীড়া ইভেন্টে অংশগ্রহণ করা এবং কার্যকর শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা ইত্যাদি।

খেল খেল মে

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ ভারত গত ১৭ বারে ৫০৩টি পদক জিতেছে।ভারত ২০১০ দিল্লি কমনওয়েলথ গেমসে ১০১টি পদক জয় করেছিল, তার মধ্যে৩৮টি স্বর্ণ, ২৭টি রৌপ্য এবং ৩৬টি ব্রোঞ্জ পদক ছিল।

১৯৩৪ থেকে এখনও পর্যন্ত, ভারত শ্যুটিং ইভেন্টে সর্বোচ্চ পদক অর্জন করেছে কিন্তু এবার এটি কমনওয়েলথ গেমসের অংশ নয়।

কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের হয়ে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ সংখ্যক পদক জিতেছেন শুটার জসপাল রানা। তিনি মোট ১৫টি পদক জিতেছেন যার মধ্যে নয়টি স্বর্ণ, চারটি রৌপ্য এবং দুটি ব্রোঞ্জ পদক রয়েছে।

এবার ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন ১৪ বছর বয়সী অনাহত, ১৬ বছর বয়সী সঞ্জনা সুশীল জোশী, শেফালি এবং বেবি সাহানা।

ফিট ইন্ডিয়া এবং খেলো ইন্ডিয়া অভিযান অত্যন্ত সফল হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গিকে সঙ্গী করে ফিট ইন্ডিয়া' অভিযান শুরু হয়েছিল। এর লক্ষ্য হল দেশের যুবসমাজকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ করে তোলা।

টার্গেট অলিম্পিক পডিয়াম স্কিম (টপস্)এর অধীনে, সরকার ভারতের প্রতিভাসম্পন্ন ক্রীড়াবিদদের অলিম্পিক্স এবং প্যারালিম্পিক্সের জন্য প্রস্তুত করতে সহায়তা করে। বর্তমানে ১৬২ জন ক্রীড়াবিদ, মহিলা এবং পুরুষ হকি দলকে এই স্কিমের অধীনে কোর গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একইভাবে উন্নয়ন গ্রুপে ২৫৪ জন সেরা খেলোয়াড়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোর গ্রুপের খেলোয়াড়রা প্রতি মাসে ৫০,০০০ টাকা এবং উন্নয়ন গ্রুপের খেলোয়াড়রা মাসিক ২৫,০০০ টাকা আউট অফ পকেট অ্যালাওয়েন্স' পান।

২০২৮ সালের দিকে লক্ষ্য টপস্-এর অধীনে, কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে শুধুমাত্র সেই সমস্ত খেলাগুলির জন্য প্রস্তাব অনুসরণ করছে যা অলিম্পিক্স, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, প্যারালিম্পিক্স,প্যারা এশিয়ান গেমস, বা অলিম্পিক্স ২০২৮, প্যারালিম্পিক্স ২০২৮, কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬,এশিয়ান গেমস ২০২৬ এবং প্যারা এশিয়ান গেমস ২০২৬-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। খেলো ইন্ডিয়া স্কিম: এই স্কিমের উদ্দেশ্য হল গণ-অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা এবং খেলাধুলায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা। খেলো ইন্ডিয়া' স্কলারশিপ স্কিম অনুযায়ী স্বীকৃত অ্যাকাডেমিতে প্রতিটি আবাসিক ক্রীড়াবিদের প্রশিক্ষণের জন্যবার্ষিক ৬.২৮ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ সালে খেলো ইন্ডিয়া স্কিম চালু হওয়ার পরে, সরকার সারা দেশে বিভিন্ন খেলার সঙ্গে সম্পর্কিত ২৮৯টি ক্রীড়া পরিকাঠামো প্রকল্প অনুমোদন করেছে।

৮৪ বছরেও টেবলে ঝড় তুলছেন অশোক

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ চুঁচুড়ার অশোক কুমার পাইন ৮৪ বছরের যুবক। টেবল টেনিস বোর্ডে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ বয়সকে হার মানিয়েছে। ভেটারেন্স টেবল টেনিসে অশোক কুমার পাইনের নাম জাতীয় স্তরেও পরিচিত রয়েছে। টেবল টেনিসের ব্যাট হাতে বিপক্ষকে কোণ ঠাসা করতে তিনি পারদর্শী। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা তো বটেই দেশের নানা প্রান্তে ভেটারেন্স প্রতিযোগিতায় খেলতে ছুটে বেড়ান। বয়স যে তাঁর কাছে স্রেফ কয়েকটা সংখ্যা ছাড়া কিছু নয়। ১৯৫৪ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার পর বাবা একরকম জোর করে চুঁচুড়ার ডিউক ক্লাবে টেবল টেনিসে ভর্তি করে দেন। সেই তাঁর হাতে খড়ি। তারপর থেকে রাজ্যস্তরে একাধিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য পান অশোক। তিনি ফিলিপস ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানিতে চাকরি করতেন। ১৯৯৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরের পর দ্বিতীয় দফায় টেবল টেনিস ব্যাট হাতে তুলে নেন। আজ পর্যন্ত প্রায় ২২টা ভেটারেন্স টুর্নামেন্ট খেলেছেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত টেবল টেনিস বোর্ডে ঝড় তুলে যাচ্ছেন অশোকবাবু। বুড়ো হড়ের ভেল্কি আর অনবদ্য ব্যাক হ্যান্ড রিটার্নে কুপোকাৎ প্রতিপক্ষ। চেহারায় বয়সের সামান্য কামড়। এই বয়সে চশমা ছাড়া ভালোভাবেই সবকিছুই

দেখতে পান। এমন কী খবরের কাগজ গড়গড় করে পড়েন। দিব্যি লাঠি ছাড়া সব জায়গায় অবাধে যাতায়াত করেন। তাঁর শরীরে কোনও রোগ নেই। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রশ্ন নেই, টেনিস বোর্ডের সামনে দাঁড়ালেই যেন তিনি অফুরান প্রাণশক্তির ভাণ্ডার। অশোকবাবুর জীবন দর্শন খুব সহজ সরল। প্রতি বছরের আগস্ট মাসে কাশ্মীরে যান। সেখানে জাতীয় স্তরের একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। অশোকবাবু কথায়, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই উপভোগ্য। বার্ধক্য মানে নিজেকে বাতিল করে দেওয়া নয়। অনেক কিছু করার থাকে। আমার পরিবার পাশে না থাকলে এই জাতীয় জায়গায় আসতে পারতাম না। তিনি ২০১৬তে কোয়েম্বটুরে ভেটারেন্স টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্বর্ণপদক অর্জন করেন। সেই সময় জনজোয়ারে ভেসে ঘরে ফিরেছিলেন। বয়স হলেও অশোকের সাফল্যের ঝুলিটি কিন্তু কম বড় নয়। তিনি ৬টিতে সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন হন। ঘরোয়া সাফল্যে তৃপ্ত না থেকে জাতীয় পর্যায়ের সাফল্যের খেতাবের স্বাদ পেতে চান হার না মানা এই লড়াকু বর্ষীয়ান খেলোয়াড়। তার অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস আর একাগ্রতা দেখলে ভরসা জাগে। চুঁচুড়া ডিউক ক্লাবে দৈনিক তিন ঘন্টার কঠিন অনুশীলন চলে পার্টনার সুমন সেন-এর সঙ্গে চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ের। চুঁচুড়া পিপুলপাতি কদমতলা প্রণবানন্দ মহারাজ আশ্রমের কাছের বাসিন্দা। তাঁর স্ত্রী সুমিতা পাইন তাঁকে সর্বদা তুমুল উৎসাহ অনুপ্রেরণা যোগায়। এই নিঃসন্তান পরিবারে পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে বড় অশোক। একটানা সাফল্যের সঙ্গে খেললেও প্রচার বিমুখ অজাতশত্রু অশোকবাবু। তাঁর বাবা করুণাময় পাইন ছিলেন চুঁচুড়া কোর্টের প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট। এক সময় ডিউক ক্লাবের সেক্রেটারির দায়িত্বে ছিলেন করুণাময় বাবু। টেবল টেনিসের পাশাপাশি ফুটবল হল ধ্যানজ্ঞান অশোকবাবুর। বিশেষ করে মোহনবাগানের অন্ধভক্ত তিনি। মোহনবাগান হেরে গেলে সেদিন রাত্রে বাড়িতে খাওয়া দাওয়া বন্ধ থাকে। তাই অশোকবাবুর উঁচুতে ওঠার স্বপ্নগুলো আরও রঙিন বলাকার মতো।

এবার কি ফুটবলেও বঙ্গ সন্তান?

অরিঞ্জয় মিত্র

ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ স্থানে বসে আছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ফুটবলেও ফের এক বাঙালির শীর্ষে বসার সম্ভাবনা প্রবল। যদিও মাঝে বাইচুং ভুটিয়া নামক কাঁটা রয়েছে। তাও আইএফএফ তথা ইন্ডিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট হওয়ার থেকে মাত্র কয়েক কদম দূরে আরেক বঙ্গ সন্তান কল্যাণ চৌবে। প্রসঙ্গত, কল্যাণ চৌবে এই মুহূর্তে রাজ্য বিজেপির এক প্রথম সারির নেতাও বটে। গত বিধানসভা ভোটেও তাঁকে প্রয়াত মন্ত্রী সাধন পাণ্ডের বিরুদ্ধে মানিকতলার নির্বাচনী যুদ্ধে দেখা গিয়েছিল। আর ঠিক এই জায়গা থেকেই কল্যাণ চৌবের আইএফএফের মসনদে বসা সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হওয়ার ক্ষেত্রেও অনেকেই মনে করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অঙ্গুলিহেলন আছে। শাহ পুত্র জয় শাহ হলেন সৌরভের ডেপুটি। ফলে ফলে দুয়ে দুয়ে চার হয়েছে সহজেই। এবার ফুটবলের সর্বোচ্চ জায়গাতেও নিজের লোক বসাতে

উঠেপড়ে লেগেছে বিজেপি। এমনটাই ফিসফাস ক্রীড়া মহলে। বহু বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে ভরপুর বাম জমানায় অনিলায়ন নিয়ে খুব কথা হত। কিন্তু গৈরিকায়ন যে খেলার জগতকে বেশ গ্রাস করে নিয়েছে তা দিনের আলোর মতো পরিস্কার।

রাজনীতি নিয়ে আর একটি শব্দও খরচ না করে এবার সোজা আসা যাক আইএফএফ-এর সাম্প্রতিক অবস্থা নিয়ে। খুব সম্ভবত বাইচুং বনাম কল্যাণের লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসতে চলেছেন দ্বিতীয়জনই। খেলোয়াড় হিসাবে নিঃসন্দেহে বাইচুং ভারতের একজন আইকন। সেদিক থেকে গোলকিপার হিসেবে মোহনবাগান ,ইস্টবেঙ্গল খেলা কল্যাণ চৌবে অত বড় মাপের নয়। কিন্তু সব কিছু কী আর প্রতিভা দিয়ে মাপা হয়? অতএব কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম নীতিতেই লাঙল ফলানো। এমনিতে কল্যাণ চৌবে শুধু একজন প্রাক্তন জাতীয় তারকাই নন, তিনি মোহনবাগানের প্রাক্তন সচিব প্রয়াত অঞ্জন মিত্রের জামাতাও। প্রাক্তন ফুটবলার তথা বিভিন্ন গেমসের প্রাক্তনীদেরই ফুটবল প্রশাসনে আসার রেওয়াজ আছে। কিন্তু ক্রিকেটে যে জায়গাটা সৌরভ পেয়েছেন সেই জায়গাটা ফুটবলের ক্ষেত্রে বাইচুং বা আইএম বিজয়ন পেলে অনেকটাই ভালো লাগত। তাবলে এই নয় যে বাঙালি হিসেবে কল্যাণ চৌবের শীর্ষ কর্তা হিসেবে উঠে আসাকে স্বাগত জানানো হচ্ছে না। যে ফুটবল প্রশাসনে একটা সময়ে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি ছড়ি ঘোরাতেন সেখানে কল্যাণ চৌবের আসা অতিঅবশ্যই বাংলার পক্ষে গর্বের।

ফুটবলে এইমুহূর্তে এক অন্ধকার যুগের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে ভারত। ফিফার সাসপেনশনের খাঁড়া অতিসম্প্রতি নেমে এসেছে। অনেকে ভাবতে বসেছেন বা বলছেন এ তো শূন্য থেকে শুরু করার মতো অবস্থা। নতুন প্রশাসনকে এই চাপ নিয়েই এগোতে হবে। তবে আশার কথা এই যে খুব শীঘ্রই ভারত ফিফা থেকে শাপমুক্ত হতে চলেছে। সেদিক থেকে অবশ্যই ইতিবাচক ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে আমাদের ফুটবলের জন্য। দেশের সঙ্গে বাংলার ফুটবলেরও যে প্রত্যাশা অনেক। বিশ্বমানে না হোক এশীয় মানে সেরাদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার জায়গায় পৌঁছতে হবে সর্বাগ্রে। মালেশিয়া, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড-এর গণ্ডি পেরিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে হবে জাপান, চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরব, কাতার, ইরাক, ইরানের মতো মহাশক্তিধরদের। তবে না বলা যাবে দেখো আমি বাড়ছি মাশ্মি।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com